সমরেশ মজুমদার

দেড়দিন

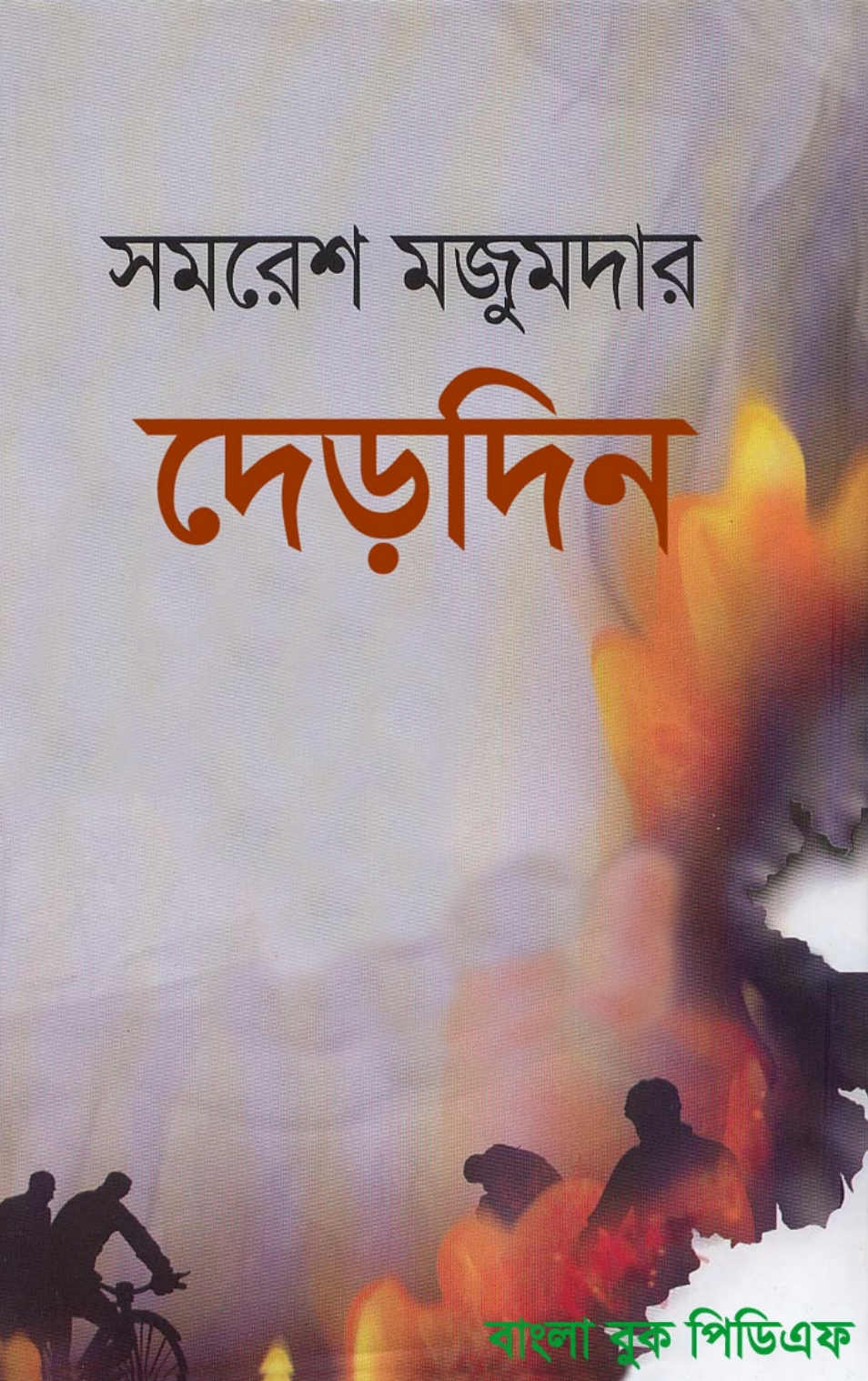

বাংলা বুক পিডিএফ

www.banglabookpdf.blogspot.com

দেড়দিন

সমরেশ মজুমদার

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

দেড়দিন

জিনসের প্যান্ট আর ব্যাগি শার্ট পরে সাইকেল চালাচ্ছিল অর্জুন। এখনও জলপাইগুড়িতে তেমন শীত পড়েনি। গরমটা নেই এই যা। এই সময় একটু বৃষ্টি হবার অপেক্ষা। তারপর কয়েক মাস ধরে হাড় কাঁপাবে। এখন হাওয়ায় একটা মিষ্টি আরাম। কদমতলার মোড়ে এই সকালে তেমন ভিড় নেই। বেলা বাড়লেই রিকশার দাপটে পথ চলাই মুশকিল হয়ে দাঁড়ায় এই তল্লাটে।

মোড়টা পার হতেই অর্জুন দেখল, জগুদা মর্নিং ওয়াক শেষ করে ফিরছেন। ছোটখাটো এই মানুষটি এই সেদিনও অর্জুনের জন্য চাকরির খুব চেষ্টা করেছিলেন। দেখতে পাওয়া মাত্রই জগুদা হাত তুললেন, "কোথায় চললে ?"

"এমনি ঘুরে বেড়াচ্ছি।" অর্জুন সাইকেল থেকে নেমে দাঁড়াল।

"আমি অনেক ভেবে দেখলাম, তখন তোমার চাকরি না হয়ে খুব ভাল হয়েছে। একবার একটা চাকরিতে ঢুকলে ভবিষ্যৎ বারোটা। চাকরিতে ঢুকলে তোমার ইউরোপ-আমেরিকায় যাওয়া হত না। ভাবতে পারা যায়, আমাদের মতো আর্থিক অবস্থার পরিবার থেকে তোমার মতো বয়সের কেউ ও দেশে বেড়াতে যাচ্ছে ? একবার মালবাজারে চলে এসো।"

www.banglabookpdf.blogspot.com

"আপনি কি ডেইলি প্যাসেঞ্জারি করছেন ?"

"না। শনি-রবিবার এখানে থাকি। একটা ইন্টারেস্টিং কেস হচ্ছে ওখানে।"

"কী রকম ?" অর্জুন কৌতূহলী হল।

জগুদা আশেপাশে একবার নজর বুলিয়ে বললেন, "এসো, চা খাওয়া যাক।"

কদমতলার মোড়েই যে ভাঙাচোরা চায়ের দোকানে জগুদাকে অনেক দিন আড্ডা মারতে দেখেছে, অর্জুন সেখানেই গেল। সবে চায়ের জল গরম হচ্ছে। বেঞ্চিতে আরাম করে বসে জগুদা বললেন, "আমাদের ব্যাঙ্ক-লোনের জন্যে রোজ একগাদা দরখাস্ত পড়ে। বাছাই করে জামিনদার রেখে উপযুক্ত লোককে আমরা ধার দিই। ব্যবসা করে তাদের সেই টাকা শোধ করে দেওয়ার কথা।

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

কিন্তু সত্তর ভাগ মানুষ পুরো টাকা শোধ দেয় না।"

ঘটনাটা সবাই জানে। এর মধ্যে ইন্টারেস্টিং কেস কী আছে বুঝতে পারছিল না অর্জুন। সে নড়ে-চড়ে বসল। অমল সোমের কাছে যাওয়ার কথা আছে। কাল রাত্রে হাবুকে দিয়ে তিনি চিঠি পাঠিয়ে দেখা করতে বলেছেন।

জগুদা বললেন, "এদের ব্যাপারটা আমরা বুঝতে পারি। কিন্তু সম্প্রতি আর-এক ধরনের লোনের জন্যে মানুষ আসছে। তুমি হয়তো জানো, ব্যাঙ্কে সোনার গয়না রেখে লোন পাওয়া যায়। সুদ সমেত সেই টাকা শোধ করে দেওয়ামাত্র গয়না ফেরত দেওয়া হয়। তুমি দেখলে অবাক হয়ে যাবে, এমন সব মানুষ গয়না রেখে লোনের জন্যে আসছে, তাদের দু' বেলা পেট ভরে খাওয়ার অবস্থা নেই। লোকগুলো হঠাৎ গয়না পেল কী করে কে জানে?"

চায়ের গ্লাসে চুমুক দিয়ে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "এই লোকগুলো কারা?"

"কাছেপিঠের আদিবাসী মানুষ।"

"চা-বাগানে কাজ করে?"

"না, না। সেটাই বিস্ময়ের। চা-বাগানে যারা কাজ পায় না, ঝুপড়ি বেঁধে জঙ্গলে বা রাস্তার ধারে থাকে, ঠিকাদারদের কাছে কাজ করে, তারাই আসছে সোনার গয়না নিয়ে। আর ওই গয়নাগুলো সব এক ধরনের, আঙুলের রিং। খাঁটি সোনার।"

"পার্মানেন্ট অ্যাড্রেস অথবা জামিনদার আছে?"

www.banglabookpdf.blogspot.com

"দরকার নেই। তিন-চার ভরি সোনার গয়না থাকলে ব্যাঙ্ক কোনও প্রশ্ন করবে না। মজার কথা হল, যদি বেশি গয়না থাকত, তা হলে তার সোর্স নিয়ে পুলিশকে তদন্ত করতে বলা যেত। প্রশ্ন করলে বলে কয়েক পুরুষ ধরে নাকি ওরা ওই গয়না রেখেছিল। কিন্তু গত তিন মাসে দু'শো পঁচিশজন লোক তিন ভরি থেকে সাড়ে তিন ভরি করে গয়না বন্ধক রেখে পঁচাত্তর ভাগ টাকা ধার নিতে এল, এটা নিশ্চয়ই অভিনব ব্যাপার। তুমি কী বলো?"

সমস্ত ব্যাপারটা শুনে অদ্ভুত ধোঁয়াটে লাগল অর্জুনের। সে জিজ্ঞেস করল, "ঠিক কত ভরি সোনার গয়না আপনারা পেয়েছেন?"

"টোটাল ছ'শো দশ ভরি। পাকা সোনা। আংটি কিংবা বালা। প্রায় দু' কোটি টাকা। আমাদের ব্রাঞ্চের ক্ষমতা মাঝারি। অত ধার দেওয়ার ক্ষমতা নেই। আর ব্যক্তিগতভাবে সোনার পরিমাণ এত কম, কিছু করতেও পারা যাচ্ছে না।"

"এত সোনা কী করে ওদের হাতে আসছে, অনুমান করছেন?"

জগুদা মাথা নাড়লেন, "না। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। লোকাল থানার ও. সি-কে বলেছিলাম। দু'-তিন ভরি সোনার জন্যে তিনি কিছু করতে পারেন না, যদি কেউ অভিযোগ না করে যে, সে ওই গয়না হারিয়েছে। ব্যাঙ্ক তো গয়না খাঁটি জেনেই খালাস। তাই তোমাকে বলেছিলাম, কেস খুব

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

ইন্টারেস্টিং। পারলে চলে এসো মালবাজারে।"

চা খাওয়া হয়ে যেতে জগুদার কাছ থেকে বিদায় নিল অর্জুন। সত্যিই ব্যাপারটা খুব রহস্যজনক। কোনও মানুষ বোধহয় এইভাবে নিজের গোপন সোনার গয়না ব্যাঙ্কে রেখে কিছু টাকা হাতিয়ে নিতে চান, যা প্রকাশ করলে আয়কর দপ্তরের জেরার সামনে পড়তে হবে। এ অনেকটা কালো টাকাকে সাদা করে নেওয়া। কিন্তু তা-ই বা হবে কী করে? যার সঞ্চয়ে অত সোনা রয়েছে; যে বুদ্ধি খরচ করে নিঃস্ব লোকগুলোকে পাঠিয়ে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ধার করে নিচ্ছে—সে ইচ্ছে করলে দেশের যে-কোনও কালোবাজারে বিক্রি করে পুরো টাকা পেত। লোকগুলোকে নিশ্চয়ই কিছু দিতে হচ্ছে কাজ করার জন্যে। তা ছাড়া ধার তো নিজের নামে পাচ্ছে না, তাই আয়কর দপ্তর থেকে নিস্তারও পাবে না। কেমন গুলিয়ে যাচ্ছিল সমস্ত ব্যাপারটা। সাইকেল চালিয়ে হাকিমপাড়ায় চলে এল অর্জুন।

এই সকালে বাগানে কাজ করছিলেন অমল সোম। গেট খোলার শব্দ পেয়ে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। অর্জুন লক্ষ করল, অমলদার পরনে ইস্ত্রি-ভাঙা পাজামা-পাঞ্জাবি। বেশ সৌখিন মানুষ বলে মনে হচ্ছে। অমলদা জিজ্ঞেস করলেন, "কী ব্যাপার হাসছ যে?"

অমলদার সঙ্গে তরল কথা কখনও বলেনি অর্জুন। আজও বলতে বাধল। গম্ভীর হয়ে বলল, "কিছু নয়। কাল রাত্রে হাবুর হাতে আপনার চিঠি পেলাম।"

www.banglabookpdf.blogspot.com

"হ্যাঁ। তোমার হাতে এখন কোনও কেস আছে?"

"বাঃ, কেস থাকলে আপনি জানতে পারতেন না?" অর্জুনের গলায় একটু অভিমান।

"কী জানি। এখন তো তোমার নামডাক হয়েছে। আমার খুব ভালই লাগে। চা খাবে?"

"না। একটু আগে জগুদা খাওয়ালেন।"

"জগুদা?"

"কদমতলায় থাকেন। মালবাজারের ব্যাঙ্কে কাজ করেন।"

"তোমার হাতে যখন কোনও কেস নেই, তখন তুমি আমার একটা উপকার করতে পারো। দিল্লিতে আমার এক পুরনো ক্লায়েন্ট থাকেন। ভদ্রলোককে কোটিপতি বললে কম বলা হবে। লোকটি ভাল। কোনও সাতে-পাঁচে থাকেন না। তাঁর মেয়ে স্কুলের ওপরের দিকে পড়ে। সে তার তিন বন্ধুর সঙ্গে দার্জিলিং-এ বেড়াতে আসছে। সেই সঙ্গে ডুয়ার্সের ফরেস্টে দু'-তিন দিন থাকতে চায়। ভদ্রলোক আমাকে অনুরোধ করেছেন, ওরা যে ক' দিন উত্তর বাংলায় থাকবে, তত দিন যদি ওদের জন্যে একটি ভাল গাইডের ব্যবস্থা করি, যে ওদের নিরাপত্তার ভার নিতেও পারবে, তা হলে ভাল হয়। ওঁর বাসনা ছিল

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

আমি যদি কয়েকটা দিন ওদের সঙ্গে থাকি। তা আমি ভাবলাম, অল্পবয়সী মেয়েদের মানসিকতা বা স্বভাবের সঙ্গে আমার ধরনটা ঠিক মিলবে না। ওরাও একজন বয়স্ক মানুষকে সব সময় কাছে থাকতে দেখে অস্বস্তি বোধ করবে। তার চেয়ে তুমি যদি যাও, তা হলে খুব ভাল হয়। খরচের জন্যে ভেবো না। ওঁর মেয়ের নাম নন্দিনী। তার হাতে একটা আলাদা প্যাকেটে তোমার খরচের টাকা থাকবে।"

অমলদা কথা শেষ করা মাত্র হাবু চায়ের কাপ নিয়ে বেরিয়ে এল বাড়ি থেকে। তার হাতে এক কাপ চা। অর্জুনকে দেখে জিভ বের করল সে। অর্জুন হাত নেড়ে নিষেধ করল। সে চা খাবে না। হাবু কথা বলতে পারে না। কানেও কম শোনে, কিন্তু ওর বোধশক্তি, বুদ্ধি, গায়ের জোর খুব। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "ওরা কবে আসছে?"

"আজই। বাগডোগরায় দিল্লি ফ্লাইটে। তুমি বেশি সময় পাবে না তৈরি হতে।"

অর্জুনের প্রস্তাবটা মোটেই ভাল লাগল না। কোনও থ্রিল বা রহস্য নেই। চারটে বড়লোকের মেয়েকে পাহারা দিয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে। মেয়ের বন্ধু যখন, তখন নিশ্চয়ই মেয়ে। মেয়েদের সঙ্গে থাকার কোনও মানেই হয় না। আর ওদের বাবা-মা কী করে কোনও গার্জেন ছাড়াই এত দূরে আসতে দিচ্ছে! অর্জুনকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অমল সোম বললেন, "না, তোমার ওপর আমি কাজটা জোর করে চাপিয়ে দিতে চাই না। ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি।"

www.banglabookpdf.blogspot.com

অর্জুন নাড়া খেল। আজ পর্যন্ত সে কখনও কোনও অবস্থায় অমল সোমকে অস্বীকার করেনি। তাঁর যে-কোনও অনুরোধই অর্জুনের কাছে আদেশ। আজ পিছিয়ে যাওয়ার কোনও কথাই ওঠে না। যত খারাপ লাগুক, কাজটা তবু সে করবে। অর্জুন বলল, "না, অমলদা, আপনি আমাকে ভুল বুঝেছেন। আমার যেতে কোনও আপত্তি নেই।"

শিলিগুড়িতে বাস থেকে নেমে বাগডোগরা এয়ারপোর্টে যাওয়া খুব ঝামেলার। কোনও বাস নেই সরাসরি। বাগডোগরা শহর থেকে, অবশ্য যদি শহর বলা যায়, রিকশা নিয়ে কয়েক কিলোমিটার পথ ডিঙিয়ে তবে এয়ারপোর্ট চত্বরে পৌঁছনো যায়। যাত্রীদের নিজের গাড়ি না থাকলে ট্যাকসি কিংবা অটো ভাড়া করেন। অর্জুনের মনে পড়ল, বিদেশের সব শহরেই এয়ারপোর্ট থেকে শহরে যাতায়াত করে এয়ারলাইনসের বাস। সেটা নিশ্চয়ই এখানে পাওয়া যাবে। বাসস্ট্যান্ড থেকে রিকশা নিয়ে অর্জুন চলে এল সিনক্লেয়ার হোটেলে। ওর সামনেই এয়ারলাইনসের অফিস। কিন্তু সেখানে গিয়ে হতাশ হল সে। শিলিগুড়ি শহর থেকে সে রকম কোনও ব্যবস্থা নেই এয়ারপোর্টে যাওয়ার।

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

অর্জুন ঘড়ি দেখল। সময় বেশি নেই। সিনক্লেয়ার হোটেলটা শিলিগুড়ি শহরের বাইরে। ভুল হয়ে গেল। বাসস্ট্যান্ড থেকে চেষ্টা করলে হয়তো শেয়ারে ট্যাকসি পাওয়া যেত। অর্জুন ঠোঁট কামড়াল। এই সময় হোটেল থেকে বেরিয়ে এলেন স্যুট-পরা এক ভদ্রলোক। ঘড়ি দেখলেন। সঙ্গে-সঙ্গে একটা প্রাইভেট ট্যাকসি পার্কিং লট থেকে গড়িয়ে এল। ড্রাইভার মুখ বের করে বলল, "বলিয়ে সাব, কাঁহা যানা হ্যায়।"

"এয়ারপোর্ট। জলদি।"

"ষাট রুপিয়া ওয়ান ওয়ে।"

"ঠিক হ্যায়।" ভদ্রলোক পেছনের দরজা খুলে গাড়িতে উঠে বসলেন। অর্জুন আর ইতস্তত করল না। দৌড়ে গাড়ির কাছে গিয়ে বলল, "আমাকে দয়া করে এয়ারপোর্ট নিয়ে যাবেন ? আমি কোনও ট্রান্সপোর্ট পাচ্ছি না।"

ভদ্রলোক অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। কিন্তু সেই সময় ড্রাইভার বলল, "নিয়ে নেব স্যার ?"

ভদ্রলোক যেন অনিচ্ছায় মাথা নাড়লেন। গাড়ি হোটেল থেকে বেরিয়ে ডান দিকে বাঁক নিল। অর্জুন চুপচাপ বসে ছিল। লরি, টেম্পো, মিনিবাস ছুটে যাচ্ছে হাইওয়ে দিয়ে। বাঁ দিকে চা-বাগান। শেষ পর্যন্ত বাগডোগরা বাজার হয়ে বাঁ দিকে সংরক্ষিত এলাকায় তারা ঢুকে পড়ল। একজন সান্ত্রী দাঁড়িয়ে থাকে লক্ষ করার জন্য। ইচ্ছে হলে গাড়ি থামিয়ে প্রশ্ন করতে পারে, কিন্তু করল না। অর্জুন দেখল, এয়ারফোর্সের লোকজন সাইকেলে চেপে ফিরছে।

www.banglabookpdf.blogspot.com

বাগডোগরা এয়ারপোর্টটাকে দেখে চট করে এয়ারপোর্ট বলেই মনে হয় না। যদিও প্রচুর গাড়ি রয়েছে, হলঘর, কাউন্টার, সিকিউরিটি এনক্লোজার এবং রেস্টুরেন্ট আছে, কিন্তু তবু এয়ারপোর্ট বলে মনে হয় না। সব কিছুই শিথিল, ঘরোয়া। ট্যাকসি থেকে নেমে সে ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করল, "কত দিতে হবে ?"

"দশ টাকা।"

অর্জুন টাকাটা দিয়ে আর দাঁড়াল না। ছুটে হলঘরে ঢুকে কাউন্টারের কাছে পৌঁছে দেখল, দিল্লি ফ্লাইট ঠিক সময়ে আসছে। অর্থাৎ আর মিনিট-দশেক বাকি। সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। ফ্লাইট পৌঁছে গেলে মেয়েগুলো নিশ্চয়ই ওর জন্যে দাঁড়াত না। তখন অমলদাকে কী কৈফিয়ত দিত সে ?

সিগারেট ধরাল অর্জুন। বাড়ি ফিরে খুব অল্প সময় পেয়েছে তৈরি হবার। নিউ ইয়র্ক থেকে কেনা ব্যাগটায় জামাকাপড় পুরে চলে এসেছে কোনও মতে। আবার দাড়ি রেখেছে সে। কত সুন্দর দাড়ি। অনেকটা তরুণ রবীন্দ্রনাথের মতো। ফলে দাড়ি-কাটার ঝামেলায় পড়তে হয় না আজকাল। অর্জুনের খেয়াল হল, তাড়াহুড়োতে নীল বাহারি জ্যাকেটটা ফেলে এসেছে বাড়িতে। ওটা পরলে তাকে খুব সুন্দর দেখায়।

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

সিগারেটে টান দিতে-দিতে হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়াল অর্জুন। সর্বনাশ হয়ে গেছে। অমলদাকে জিজ্ঞেস করা হয়নি, নন্দিনীকে দেখতে কী রকম! কীভাবে সে চিনবে তাকে! যদি চারজন মেয়েকে একসঙ্গে দেখতে পাওয়া যায়, তা হলে নাহয়...! যদি চারজন মেয়ের বদলে দু'জন ছেলে, দু'জন মেয়ে হয়? অর্জুন সিগারেট নিভিয়ে অ্যাশট্রেতে ফেলে দিল। বেশ নার্ভাস হয়ে পড়ছিল সে। এই সময় বাইরের আকাশে প্লেনের গর্জন শোনা গেল। যে সব মানুষ এয়ারপোর্টে এসেছেন, তাঁরা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। অর্জুন বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। প্লেন নীচে নেমে এল। রানওয়ে দিয়ে দৌড়ে দম নিয়ে বাঁক খেয়ে শেষ পর্যন্ত কাছাকাছি এসে থেমে যেতেই সিঁড়ির গাড়ি দৌড়ে গেল। যাত্রীরা নামতে আরম্ভ করলেই অর্জুন প্রত্যেককে লক্ষ করতে লাগল। এবং এই সময় পনেরো-ষোলো বছরের প্যান্ট শার্ট পরা চারটে মেয়েকে ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে নেমে আসতে দেখল। মেয়েগুলো সুন্দরী কিন্তু পুতুল-পুতুল নয়। হাঁটার ভঙ্গিতে সপ্রতিভতা পরিষ্কার। অর্জুন দেখল, আত্মীয়স্বজন-বন্ধুরা আগত যাত্রীদের আপ্যায়ন করে নিয়ে যাচ্ছে। মেয়েরা গেট পেরিয়ে এসে চার পাশে তাকাতে লাগল। অর্জুন আরও একটু অপেক্ষা করল। ওরা নিজেদের মধ্যে ইংরেজিতে কথা বলছে। দিল্লির মেয়ে বাঙালি হবে না এমন ভাবার কোনও কারণ ছিল না। অথচ অর্জুন তাই ভেবেছিল। একটি মেয়ে বলল, "স্ট্রেঞ্জ! সামওয়ান শুড কাম। ড্যাড টোল্ড মি লাইক দ্যাট।"

www.banglabookpdf.blogspot.com

দ্বিতীয়জন ইংরেজিতে জবাব দিল, "না এলে আমরা অনন্তকাল বসে থাকতে পারি না। লেটস গো।" ওরা কোনও বড় লাগেজ আনেনি। যে-যার হাতের ব্যাগ তুলে নিল বিরক্ত মুখে। এবার অর্জুন এগিয়ে গেল, "নমস্কার।"

ওরা চারজন থতমত হল এক মুহূর্তের মতো। সামনের মেয়েটি মুখে বিরক্তি নিয়ে বলল, "ইয়েস?"

অর্জুন গম্ভীর হয়ে ইংরেজিতে বলল, "আমার নাম অর্জুন। দিল্লি থেকে মিস্টার রায় আমার সিনিয়র অমল সোমকে চিঠি দিয়েছেন।" অমলদার দেওয়া চিঠিটা এগিয়ে ধরল অর্জুন। ওই চিঠি মিস্টার রায় অমলদাকে পাঠিয়েছিলেন।

মেয়েটি চিঠি নিয়ে খুলে ফেলল খামটা। একবার আগাগোড়া তাকিয়ে নিয়ে আবার ফেরত দিয়ে বলল, "আমি নন্দিনী। আমরা ভেবেছিলাম কেউ হয়তো আসেনি। হোটেল কত দূরে?" অর্জুন মাথা নাড়ল, "দুঃখিত, এখানে হোটেল নেই। আধঘণ্টার গাড়ির দূরত্বে শিলিগুড়ি শহর। সেখানে যেতে হবে।"

অন্য একটি মেয়ে জিজ্ঞেস করল, "আমরা আজই দার্জিলিং যেতে পারি না?"

"পারেন।" অর্জুন ওদের নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসতেই ট্যাকসিওয়ালারা ছুটে এল। সবাই ওদের নিয়ে যেতে চায়। সে একটু দরাদরি করতে চাইল। এই সময় এক ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন মেয়েদের কাছে। কথা বলার জন্য

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

অর্জুন খানিকটা দূরে ট্যাকসিগুলোর সামনে দাঁড়িয়েছিল। সেখান থেকেই ঘাড় ঘুরিয়ে ভদ্রলোককে দেখতে গেল। পেয়ে চমকে উঠল। এই লোকটির সঙ্গেই সে সিনক্লেয়ার হোটেল থেকে এয়ারপোর্টে এসেছিল। ইনিই ট্যাকসিটাকে ভাড়া নিয়েছিলেন। সে বুঝতে পারছিল না তার সঙ্গী মেয়েদের সঙ্গে ওঁর কী দরকার। মনে পড়ল, এয়ারপোর্টে আসার সময় ইনি সঙ্গে কোনও লাগেজ আনেননি। অর্থাৎ ইনি যাত্রী নন, কাউকে নিতে এসেছেন। তিনশো টাকায় দার্জিলিং-এ যাওয়া রফা করে অর্জুন ফিরে আসতেই নন্দিনী বলল, "থ্যাঙ্ক ইউ আঙ্কল, উই ক্যান টেক কেয়ার অব আওয়ারসেলফ। আপনি যে খবর পেয়ে আমাদের জন্যে এসেছেন, তার জন্যে অনেক ধন্যবাদ।"

ভদ্রলোক সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। তাঁর চোয়াল শক্ত। তিনি বললেন, "তোমাদের একটা কথা মনে রাখা উচিত। এই সব এরিয়া শান্তিপূর্ণ নয়। এখানে তোমরা খুব সেফ নও।"

নন্দিনী হাসল, "সে সব খবরের কাগজেই পড়েছি। তা ছাড়া এসকর্ট হিসেবে এই ভদ্রলোক আছেন। বাবা এঁদের ওপর খুব নির্ভর করেন।"

ভদ্রলোক অর্জুনের দিকে তাকালেন, "আপনি...আপনাকে একটু আগে লিফট দিয়েছি না?"

"ঠিকই।" অর্জুন মাথা নাড়ল। তারপর নন্দিনীকে বলল, "দার্জিলিং-এ যেতে হলে এখনই রওনা হওয়া উচিত। ট্যাকসি ঠিক হয়ে গিয়েছে।"

www.banglabookpdf.blogspot.com

সঙ্গে-সঙ্গে মেয়েরা হই-চই করে ট্যাকসিটার দিকে এগিয়ে গেল। সবাই জানালার পাশে জায়গা চায়। ডিকিতে ড্রাইভার হাতব্যাগগুলো রেখে দিতেই অর্জুন পা বাড়াতে যাচ্ছিল। এই সময় ভদ্রলোক ওকে থামালেন, "ইয়েস ইয়ংম্যান, আমি কি তোমার পরিচয় জানতে পারি? এই মেয়েরা আমার পরিচিত। তুমি কোথায় থাকো?"

"জলপাইগুড়ি শহরে। আমার নাম অর্জুন।"

"কী করো তুমি?"

"কিছু না।" কথাটা বলে অর্জুন ট্যাকসির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। পেছনে তিনজন বসেছে, ড্রাইভারের পাশে যে মেয়েটি বসেছে তার নাম জানা নেই। বসতে হলে তাকে সামনে বসতে হবে। মেয়েটি দরজা খুলে নেমে দাঁড়াল, "আপনি নিশ্চয়ই দার্জিলিং-এ অনেক বার গিয়েছেন। তাই ভেতরে বসতে নিশ্চয়ই আপত্তি করবেন না!"

অর্জুন কথা না বাড়িয়ে মাঝখানে বসতেই ট্যাকসি ছাড়ল। মেয়েরা একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল। এই চিৎকারের অর্থ অর্জুন বুঝল না। প্রায় চার-পাঁচবার চিৎকারটা করে নন্দিনী বলল, "আপনার নামটা কী যেন?"

"অর্জুন।"

"ও, মহাভারাতা? ও. কে! শুনুন, আমরা এ রকম আওয়াজ মাঝে-মাঝেই

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

করি। আপনি কিছু মনে করবেন না। শুধু রিলে করে যান রাস্তাটা। আমরা শুনে চিনব।"

এয়ারপোর্টের চৌহদ্দি থেকে ন্যাশনাল হাইওয়েতে পড়ামাত্র নন্দিনী জিজ্ঞেস করল, "আরে, এখানে কি পাহাড় নেই ?"

অর্জুন মাথা নাড়ল, "না। পাহাড় পাবেন শিলিগুড়ি ছাড়ালে। এই জায়গাটার নাম বাগডোগরা। এর কাছাকাছি আছে ফাঁসিদেওয়া, যেখানে সত্তর দশকের আন্দোলন শুরু হয়েছিল।"

নন্দিনীর বান্ধবীদের নাম ইতিমধ্যে শুনে-শুনেই জেনে গিয়েছিল অর্জুন। রোগা মেয়েটি, যার চোখে চশমা, চুল ছেলেদের মতো ছাঁটা, জিজ্ঞেস করল, "আন্দোলন ? কিসের আন্দোলন ?"

এই মেয়েটির নাম টিনা। অর্জুন বুঝল, এরা প্রায় কুড়ি বছর আগের ঘটনাবলী সম্পর্কে নেহাৎই অজ্ঞ। আর অত কথা বোঝাবার সময় এবং ইচ্ছে দুটোই এখন নেই। সে বলল, "একটা রাজনৈতিক আন্দোলন।"

টিনা বলল, "ওঃ, আমরা রাজনীতিতে ইন্টারেস্টেড নই।"

অর্জুন হাসল, "আপনারা কিসে-কিসে ইন্টারেস্টেড ?"

"স্পোর্টস, ক্রাইম ফিকশন, মিউজিক আর অ্যাডভেঞ্চার।" নন্দিনী জবাব দিয়েই জানতে চাইল, "আপনি ? আচ্ছা আপনার বয়স কত ?"

"তেইশ।"

www.banglabookpdf.blogspot.com

"তা হলে কুড়ি বছর আগের ঘটনা আপনি জানলেন কী করে ?"

"যে ভাবে আমরা মহেঞ্জোদাড়ো-হরপ্পার কথা জেনে থাকি।"

"আ-চ-ছা ! হ্যাঁ, আপনার কিসে ইন্টারেস্ট ?"

"সত্যসন্ধান।"

"হোয়াটস দ্যাট ?"

"যে ঘটনাটা ঘটে যাওয়ার পর মনে হয় রহস্য লুকিয়ে আছে অথবা আপাতভাবে কোনও রহস্য নেই বলে মনে হলেও কয়েকটা ব্যাপারে খটকা থাকে, সেই ব্যাপারটা নিয়ে তদন্ত করতে আমার ভাল লাগে, তা ছাড়া ওটা এখন আমার পেশা।"

"মাই গড ! আপনি ডিটেকটিভ ?"

"ঠিক তা নয়। আমি সত্যসন্ধান করি মাত্র।"

সঙ্গে-সঙ্গে কান ফাটানো সেই চিৎকারটা ছিটকে বেরোল মেয়েদের মুখ থেকে। অর্জুনের কান লাল হয়ে গেল। এরা কি তাকে অবিশ্বাস করছে ? ট্যাকসির ড্রাইভার পর্যন্ত হাঁ হয়ে গেল। নন্দিনী বলল, "ওঃ দারুণ ! আমরা তা হলে একজন ডিটেকটিভের সঙ্গে থাকব। কিন্তু আপনার কি মনে হয় না, ডিটেকটিভ হবার পক্ষে যে বয়সটা দরকার, সেটা হতে অনেক দেরি আছে। বিদেশি উপন্যাসে এত ইয়ং ডিটেকটিভ—'হার্ডি বয়েস' বা 'ফেমাস ফাইভ'-দের

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

তো ম্যাচিওরড্ বলা যায় না।"

অর্জুন বলল, "আমি জানি না। তবে একটা তদন্তের ব্যাপারে আমি ইংল্যান্ড আর আমেরিকায় গিয়েছিলাম, সেখানে কিন্তু বয়স নিয়ে ঝামেলা হয়নি।"

সঙ্গে-সঙ্গে অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া হল। চারটে মেয়েই পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল। যেন তারা নিজেদের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছে না। টিনা অবিশ্বাসী-গলায় জিজ্ঞেস করল, "আপনি স্টেটসে তদন্ত করতে গিয়েছিলেন ?"

"হ্যাঁ। একটা লাইটার নিয়ে সমস্যা হয়েছিল।"

নন্দিনী চোখ কপালে তুলল, "ও মাই গড! মনে পড়েছে। কাগজে পড়েছিলাম, একজন তরুণ ভারতীয় গোয়েন্দা স্টেটসে গিয়ে ক্যান্টার করেছে। সেই লোক আপনি ?"

এই সময় ড্রাইভার হাইওয়ে থেকে গাড়ি বাঁ দিকের কয়েকটি ঝুপড়ি দোকানের সামনে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করাল। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "কী ব্যাপার ?"

"তেল নেব স্যার।"

"তেল ? এখানে পেট্রল-পাম্প কোথায় ?"

"দু' নম্বর তেল। এক নম্বর কিনলে পোষাতে পারব না। এরা পাঁচ টাকা লিটার নেয়, তিন টাকা সত্তর কম । একশো টাকা দিন। অ্যাডভান্স।"

অর্জুন হতভম্ব। সে কোনও দিন এই ঘটনা চোখে দেখেনি। এই বেআইনি তেল কিনতে দেওয়াটা এক ধরনের অন্যায়কে সমর্থন করা। সে মাথা নাড়ল, "আপনি যদি আমাকে না জানিয়ে তেল নিতেন, তা হলে আমার কিছু বলার ছিল না। কিন্তু জানতে পারার পরে এখান থেকে আপনাকে তেল নিতে দিতে পারি না।"

www.banglabookpdf.blogspot.com

"আমি জানাতে গেছি নাকি ? আপনিই তো জানতে চাইলেন।"

"আপনার একবারও মনে হচ্ছে না, এই গরিব লোকগুলো সস্তায় তেল দিচ্ছে কী করে ?"

"চোরাই তেল। প্রাইভেট কিংবা কম্পানির গাড়ির ড্রাইভারেরা লুকিয়ে তেল বিক্রি করে দেয় এদের কাছে হাফ দামে। ওরা আবার আমাদের কাছে বিক্রি করে।"

"এই সব গরিব মানুষগুলোর ক্ষমতা আছে তেল কিনে ব্যবসা করার ?"

"তা জানি না। হয়তো পেছনে কেউ আছে, সেই টাকা ঢালছে। আমার কী দরকার ও সবে, আমি তেল পাচ্ছি, তাই ঢের।"

ওরা যখন কথা বলছে, সেই সময় দু'জন আদিবাসী মহিলা এগিয়ে এসেছে গাড়ির কাছে। তাদের একজন জিজ্ঞেস করল, "ক' লিটার লাগবে ?"

অর্জুন মাথা নাড়ল, "তেল লাগবে না। চলুন, সামনের পাম্প থেকে নেবেন।"

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

ড্রাইভার একটু ভাবল। তারপর বলল, "তা হলে আমাকে মাপ করবেন। আমি দার্জিলিং যেতে পারব না। কথাটা সরাসরি বলে দেওয়াই ভাল।"

"তা, এই কথা এয়ারপোর্টেই বলেননি কেন?"

"আমি তো যেতেই চেয়েছিলাম। কে জানত, আপনি এমন ঝামেলা করবেন?"

অর্জুন পেছনে তাকাল, "আপনারা কী চাইছেন?"

টিনা বলল, "আপনাকে আমি সাপোর্ট করছি।"

নন্দিনী বলল, "কাছাকাছি কোনও পুলিশ স্টেশন নেই?

এবার ড্রাইভার হাত জোড় করল, "মাপ করবেন দাদা, আপনারা পুলিশে খবর দিলে কী হবে জানি না, তবে এই লাইনে ট্যাকসি চালানো আমার বন্ধ হয়ে যাবে। দয়া করে গরিবের ভাত মারবেন না।"

ড্রাইভার আর কথা না বাড়িয়ে গাড়ি চালু করল। নন্দিনী মন্তব্য করল, "এখানে পা দিয়েই করাপশন দেখলাম। আপনি তো সত্যসন্ধানী, এর একটা বিহিত করুন, তেল কম্পানি থেকে নিশ্চয়ই ফি পাবেন।"

অর্জুন জবাব দিল না। হঠাৎ বাঁ দিকে চোখ পড়ায় সে বলল, "ওইটে নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি।"

মেয়েরা দেখল। কিন্তু কোনও মন্তব্য করল না। শিলিগুড়িতে পৌঁছে বাঁ দিকে না ঘুরে ট্যাকসি শহরের দিকে যেতে লাগল। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আপনি সত্যিই দার্জিলিং-এ যাবেন না?"

www.banglabookpdf.blogspot.com

ড্রাইভার কথা না বলে মাথা নেড়ে 'না' বলল।

অর্জুন ঘড়ি দেখল। লোকটাকে আর অনুরোধ করবে না বলে ঠিক করল। সে পেছন ফিরে জিজ্ঞেস করল, "আপনাদের প্রোগ্রামটা যদি আমাকে খুলে বলেন।"

নন্দিনী বলল, "কোনও স্টিরিও-টাইপ প্রোগ্রাম নেই। ঘুরব, হই-হই করব।"

"আপনারা কি আজ রাত্রে শিলিগুড়িতে থাকতে চান?"

নন্দিনী ঘাড় ঘুরিয়ে দু' পাশের রাস্তাঘাট দেখল। তারপর বলল, "এইটেই শিলিগুড়ি? না-না, এটা তো ঘিঞ্জি শহর। দার্জিলিং যদি না যাওয়া যায়, তা হলে কোনও নির্জন জায়গায় যাওয়া যায় কি না ভেবে দেখুন।"

ততক্ষণে গাড়ি 'এয়ার ভিউ' হোটেলের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। অর্জুন ড্রাইভারকে বলল, "আপনি কি দয়া করে আর-একটু এগিয়ে যাবেন?"

লোকটি কথা শুনল যেন অনিচ্ছায়। বিশেষ একটি বাড়ির সামনে গিয়ে অর্জুন ভাড়া মিটিয়ে দিল। সিনক্লেয়ার হোটেল থেকে সেই ভদ্রলোক এয়ারপোর্টে যাওয়ার সময় যে ভাড়া দিয়েছিলেন, তার থেকে দশটা টাকা বেশি দিল শহরে ঢোকার বাড়তি পথটুকু আসার জন্যে। অর্জুন মেয়েদের বলল,

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

"আপনারা আমার সঙ্গে আসতে পারেন !"

পুনম নামের মেয়েটি জিজ্ঞেস করল, "কোথায় যাচ্ছেন ?"

"ওপরে টুরিস্ট-ব্যুরোর অফিস। আমার পরিচিত একজন ভদ্রলোক আছেন চার্জে, ওঁর সঙ্গে কথা বললে একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।"

মেয়েদের নিয়ে অর্জুন ওপরে উঠে এল সরু সিঁড়ি বেয়ে। দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে সে একজনকে জিজ্ঞেস করল, "মিস্টার ভট্টাচার্য আছেন ?"

"ও পাশের ঘরে।" ভদ্রলোক দেখিয়ে দিলেন। ট্যুরিস্ট-ব্যুরোর এই অফিসারের সঙ্গে অর্জুনের আলাপ হয়েছিল অমল সোমের মাধ্যমে। খুব ভদ্র মানুষ, নিয়মিত সাহিত্য-সংস্কৃতির সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। দরজায় দাঁড়ানো মাত্র তিনি চিৎকার করলেন নিজের চেয়ারে বসে, "আরে অর্জুনবাবু যে, এসো এসো। হঠাৎ শিলিগুড়িতে, কী ব্যাপার ?"

অর্জুন ভদ্রলোকের সঙ্গে মেয়েদের আলাপ করিয়ে দিল। ওরা কেন এসেছে, তাও জানাল।

সব শুনে মিস্টার ভট্টাচার্য বললেন, "দেখুন, আপনারা এসেছেন উত্তর বাংলা দেখতে। আমি সাজেস্ট করব, প্রথমেই দার্জিলিং-এ না গিয়ে আপনার ডুয়ার্সটা দেখুন।"

"ডুয়ার্স ?" টিনা জিজ্ঞেস করল।

"হ্যাঁ। উত্তর বাংলার আসল সৌন্দর্য যেখানে, জঙ্গল।"

www.banglabookpdf.blogspot.com

"ওহ্ ফ্যান্টাস্টিক !" নন্দিনী বলে উঠল, "কিন্তু জঙ্গলে আমরা থাকব কোথায় ?"

"প্রত্যেকটা ফরেস্ট বাংলোয় আমাদের একটা করে ঘর আছে।" মিস্টার ভট্টাচার্য বললেন, "কিন্তু সেগুলোতে ব্যবস্থা আমি আগামী কাল থেকে করে দিতে পারব। আজকের রাতটা আপনারা মালবাজার ট্যুরিস্ট লজে থাকুন। আমি টেলিফোন করে দিচ্ছি, যাতে দুটো ডাব্‌ল আর একটা সিঙ্গল রুম আপনারা পান।"

মেয়েরা রাজি হয়ে গেল। মিস্টার ভট্টাচার্য ওদের ট্যুর-প্রোগ্রাম করলেন। সেই রাত ওরা থাকবে মালবাজার ট্যুরিস্ট লজে। পরের দিন যাবে চাপড়ামারি ফরেস্টে। সেখানে একটা রাত থেকে তার পরের দিন যাবে গরুমারা ফরেস্টে। গরুমারা থেকে ওরা যাবে হলং ডাকবাংলোতে। সেখান থেকে সোজা শিলিগুড়িতে ফিরে এসে দার্জিলিং-এর বাস ধরবে। প্রোগ্রাম তৈরি করে ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, "আপনাদের সঙ্গে কী রকম লাগেজ আছে ?"

টিনা বলল, "জাস্ট এই ব্যাগগুলো।"

"ও, তা হলে ভালই হল। এখনই বাসে রওনা হয়ে যান। ট্যাকসি ভাড়া করে খরচ বাড়ানোর দরকার নেই। আমি সমস্ত ফরেস্ট বাংলোয় খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

বাইরে বেরিয়ে এসে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আপনারা নিশ্চয়ই বাসে যেতে পারবেন না। চলুন, ট্যাকসি দেখি।"

টিনা বলল, বাসে বসার জায়গা পেলে ট্যাকসি নেওয়ার কী দরকার ? আমরা বাসে গেলে লোক্যাল মানুষের সঙ্গে মিশতে পারি।"

অর্জুন হাসতে গিয়ে সামলে নিল। দিল্লির এই মেয়েরা জিন্‌সের প্যান্ট আর শার্ট পরে এসেছে। স্থানীয় মানুষেরা ওদের কিছুতেই সহজ মনে নিতে পারবে না। মেলামেশা তো দূরের কথা !

সেবক রোড হয়ে যে সব বাস মালবাজার দিয়ে ডুয়ার্সে যায়, তার একটাতে উঠে বসল ওরা। বসার জায়গা পাওয়া গেল। মেয়েরা অনর্গল কথা বলে যাচ্ছিল লেডিস সিটে বসে। অর্জুন পেছনে জায়গা পেয়েছিল। সে ভাবছিল, অমলদা তাকে অদ্ভুত এক ঝামেলায় ফেলে দিয়েছেন। এই মেয়েগুলোকে ডুয়ার্স ঘুরিয়ে দেখানো মানে কিছুটা সময় নষ্ট করা। তার মনে পড়ল অমলদা বলেছিলেন, নন্দিনীর বাবা খরচ চালানোর জন্যে একটা খাম মেয়ের হাতে পাঠিয়েছেন। কিন্তু এতক্ষণে একবারও নন্দিনী সেই প্রসঙ্গ ওঠায়নি। আর লজ্জায় অর্জুন নিজেও বলতে পারেনি।

বাসে তেমন ভিড় নেই। বাস ছাড়ার মুহূর্তে অর্জুনের নজর পড়ল একটা ট্যাকসির দিকে। এইমাত্র এসে দাঁড়াল সেটা। ড্রাইভারটা যেন পরিচিত। তারপরেই খেয়াল হল, ওই ট্যাকসিতে চড়ে সে আজ এয়ারপোর্টে গিয়েছিল। এবং তখনই দেখতে পেল ভদ্রলোককে। নন্দিনীর সঙ্গে এঁর একটা আলাপ হয়েছিল। কিন্তু ভদ্রলোক এখানে কী করছেন। পেছনের দরজা খুলে এপাশ-ওপাশ তাকাতে লাগলেন তিনি, আর অর্জুনদের বাসটা চলা শুরু করল।

www.banglabookpdf.blogspot.com

লোকটার সম্পর্কে সতর্ক হতে হবে। ওর হাবভাব মোটেই ভাল লাগছে না। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই এই চিন্তাটা মাথা থেকে সরে গেল। মেয়েরা চিৎকার করে জানতে চাইছে ওটা কী নদী, এটা কোন পাহাড়, আর সে পেছনে বসে জানিয়ে যাচ্ছে। বাসের অন্য যাত্রীরা কৌতুক বোধ করছিল। অর্জুন দেখল, তাদের অনেকেই মেয়েদের কৌতূহল মেটাচ্ছে আগ বাড়িয়ে। সে খুশি হল, আর চেঁচাতে হচ্ছে না। সেবক ব্রিজ পেরিয়ে বাসটা যখন পাহাড় থেকে নেমে ওদলাবাড়ি-বাগরাকোট দিয়ে ছুটছে, তখন সূর্যদেব পাটে বসেছেন। অর্জুন টাকার কথা চিন্তা করছিল। এর মধ্যে অনেক টাকা খরচ হয়ে গিয়েছে। প্রচুর টাকা নিয়ে সে বের হয়নি। এবার মুখ ফুটে চাইতে হবে। এই সময় নন্দিনী গলা তুলে জানতে চাইল, "কোথাকার টিকিট কাটতে হবে ?"

অর্জুন গম্ভীর গলায় জানিয়ে দিল, "আমিই কাটছি।"

মালবাজারের বাসস্ট্যান্ডে বাস দাঁড়াতেই অর্জুন ট্যুরিস্ট লজটা দেখতে পেল। দেখেই বেশ পছন্দ হয়ে গেল। এমন সুন্দর ডিজাইনের বাংলোবাড়ি দেখলেই থাকতে ইচ্ছে হয়। মেয়েরাও দেখে বেশ উত্তেজিত। একটা মাঠ

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

পেরিয়ে স্টেট ব্যাঙ্কের অফিসকে ডান হাতে রেখে ওরা ট্যুরিস্ট লজে পৌঁছে গেল। পুনম বলল, "ফ্যান্টাস্টিক। এ রকম জায়গায় এমন বাংলো, ভাবা যায় ? আমাদের থাকতে দেবে তো ?"

অর্জুন হাসল, কিন্তু কোনও জবাব দিল না। ভট্টাচার্যদা যখন আশ্বাস দিয়েছেন, তখন এরা বিমুখ করবে না। দোতলার বারান্দায় চেয়ার সাজানো। সেখান থেকেই মেয়েরা দূরের পাহাড়, মাঠ, চা-বাগান আর ডুবন্ত সূর্য দেখতে পেল। ওরা তিনখানা ঘর পেল। জানা গেল, শিলিগুড়ি থেকে টেলিফোনে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নন্দিনী আর টিনা এক ঘরে, পুনম আর চিঙ্কি দ্বিতীয়টায়, আর কয়েকটা স্টেপ ওপরে একটা ঘরে অর্জুন ঢুকে পড়ল। ব্যাগটাকে রেখে সে বিছানায় গড়িয়ে পড়ল জানালা খুলে দিয়ে। আকাশে এখন লাল রং ছড়ানো। সেদিকে তাকিয়ে অর্জুনের মনে হল, তার পাহারা দিতে আসাই সার হবে, এই সব মেয়ে এমন-কিছু লবঙ্গলতিকা নয়, নিজেদের ঝুঁকি নিজেই নিতে পারে। এই ঘরে দ্বিতীয় বিছানাটি খালি। এমন পাণ্ডববর্জিত জায়গায় নিশ্চয়ই এই সন্ধের সময়ে কেউ এসে উঠবে না মালবাজারে...। হঠাৎ মাথার ভেতর জগুদার মুখ ভেসে উঠল। একেই কি কাকতালীয় ব্যাপার বলে ? আজ সকালে যখন কদমতলার মোড়ে জগুদার কাছে সোনা বিক্রির গল্প শুনছিল, তখন বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল না, তাকে এই মালবাজারে সন্ধেবেলায় আসতে হবে। জগুদা তাকে একবার এখান থেকে ঘুরে যেতে বলেছিলেন। মনে হয়, আজ রাত্রে জগুদা জলপাইগুড়ি থেকে এখানে আসবেন না। ব্যাঙ্ক খোলার আগেই কাল সকালের ফার্স্ট বাস ধরে পৌঁছে যাবেন। কাল তাদের যাওয়ার কথা চাপড়ামারি আর গরুমারা ফরেস্টে। এ-যাত্রায় জগুদার সঙ্গে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা কম। তা ছাড়া সে এসেছে পাহারাদার হিসেবে, সোনার উৎস সন্ধান করতে নয়।

www.banglabookpdf.blogspot.com

এই সময় দরজায় শব্দ হল। অর্জুন মার্কিনি কায়দায় উচ্চারণ করল, "ইয়া।"

সঙ্গে-সঙ্গে চারটে মেয়ে একসঙ্গে ঢুকে পড়ল ঘরে। পুনম ছুটে গেল জানালায়, "কাম হিয়ার, এখান থেকে সূর্য-ডোবা দেখা যাচ্ছে।"

"আমি সান-সেট দেখতে ভালবাসি না। আমি প্রেফার করি সান-রাইজ।" চিঙ্কি বলল।

ওরা ঘরে ঢুকতেই অর্জুন উঠে বসেছিল। মেয়েরা দুটো খাটে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসল। শুধু নন্দিনী টেবিলের উপর উঠে বসে চেয়ারে পা তুলে দিল। অর্জুন লক্ষ করল, এর মধ্যেই ওরা পোশাক পালটে ফেলেছে। প্যান্ট ছেড়ে ম্যাকসি পরেছে চারজনেই। তাদের রং খুব জোরদার।

নন্দিনীর কাঁধে একটা সরু স্ট্র্যাপের চামড়ার ব্যাগ। অর্জুনকে জিজ্ঞেস করল, "এখন আমাদের প্রোগ্রাম কী ? নিশ্চয়ই বাংলোয় বসে থাকার জন্যে আমরা এত

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

দূর আসিনি ?"

অর্জুন ফাঁপরে পড়ল। সে বলল, "মুশকিলে ফেললেন, এ সব জায়গায় সন্ধে নামতেই ভূতেদের রাজত্ব হয়ে যায়। তখন কেউ বাড়ির বাইরে বের হয় না।"

"ভূত ? দারুণ ব্যাপার। আই রেড লট অব ঘোস্ট স্টোরিস।" টিনা বলল।

অর্জুন তাড়াতাড়ি কথা ঘোরাল, "না, না, মানে, ভূত বলতে আমি অন্ধকার মিন করেছি। সন্ধের পর কেউ এখানে পথে বের হয় না।"

"কেন ?" নন্দিনী জিজ্ঞেস করল।

"রাস্তায় তেমন আলো নেই, কিছু দেখা যায় না। দেখার জিনিসও বিশেষ কিছু নেই মালবাজারে। আজকের রাতটা রেস্ট নিয়ে কাল যেখানে যাব...।"

"শুনুন মিস্টার মহাভারতা ! আমরা এখানে ঘরে বসে থাকার জন্যে আসিনি। আমাদের সঙ্গে টর্চ আছে। অন্তত ঘন্টা-খানেক হাঁটব আমরা। রাত্রের গাছপালা, তার সৌন্দর্য দেখব। শুনেছি সাইলেন্সেরও একটা সাউন্ড আছে। সেটা জানতে চাই। কিন্তু তার আগে আমাদের কিছু খাওয়া দরকার।"

অর্জুন খাট থেকে নেমে দাঁড়াল, "আপনারা লাউঞ্জে অপেক্ষা করুন, আমি আসছি।"

www.banglabookpdf.blogspot.com

"কেন ?" চিঙ্কি বলল, "আপনি আবার সাজগোজ করবেন নাকি ? এই পোশাকেই চলুন। বললেন তো রাস্তায় লোক থাকে না রাত্রে, দেখবে কে আপনাকে ?"

এমন কথা কোনও মেয়ের মুখে কখনও শোনেনি অর্জুন। তার চেনাজানা চৌহদ্দিতে অল্পবয়সী মেয়ের সংখ্যা খুব কম। যারা আছে তারা কথা গিলতে পছন্দ করে, কথা বলতে নয়। সে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল ঠিক করে নিয়ে বলল, "চলুন, আপনারাও কি এই পোশাকেই যেতে পারবেন ?"

নন্দিনী লাফ দিয়ে টেবিল থেকে নামল, "ইয়েস জনাব। রাত্রে তো কেউ আমাদের সাজ দেখবে না।"

শুধু চা-টোস্ট আর ওমলেট পাওয়া গেল লজের ক্যান্টিনে। তাই খেয়ে ওরা যখন নামতে লাগল সিঁড়ি বেয়ে, তখন ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা হল। ভদ্রলোক ফিরছিলেন, জিজ্ঞেস করলেন, "এই সময়ে চললেন কোথায় ?"

নন্দিনী জবাব দিল, "ঘুরতে।"

"ও। যেতে হলে বাঁ দিকে যান, দোকানপাট কিছু পাবেন, ডান দিকে না যাওয়াই ভাল।"

ওরা নেমে এল মাঠে। নন্দিনী বলল, "আমরা ডান দিকেই যাব।"

অর্জুন বলল, "শুনলেন তো ম্যানেজারের কথা।"

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

"দুর। দোকানপাট দেখতে কি আমরা দিল্লি থেকে আসছি!"

অগত্যা বড় রাস্তায় উঠে ওরা ডান দিকে এগোল। এদিকে আলো নেই। নন্দিনীর হাতে টর্চ ছিল। পুনম বলল, "দারুণ লাগছে। কী রোমান্টিক ব্যাপার।"

চিঙ্কি বলল, "এক-আধটা ভূত থাকলে ভাল হত।"

টিনা নির্জন অন্ধকার রাস্তায় হাঁটতে-হাঁটতে গান ধরল, "ইয়ে রাত ভিগি ভিগি।"

অর্জুনের ভাল লাগছিল। এই রকম বাঁধন-হারা উচ্ছলতায় ডুবে যাওয়া তার ওই বয়সে হয়নি। অথচ এরা তার থেকে এমন কিছু ছোট নয়। টিনা গান গাইছে আর বাকি তিনজন তালি অথবা টর্চ বাজিয়ে তাকে উৎসাহ দিচ্ছে। মেয়েটার গলা ভাল। ডান দিকে পার্কটাকে রেখে ওরা মিনিট দশেক হাঁটল। এখন অন্ধকারে জোনাকি ছবি আঁকছে। মাঝে-মাঝে একটা-দুটো গাড়ি তীব্র আলো জ্বেলে ছুটে যাচ্ছে। সেই সময় অন্ধকার এবং নির্জনতা ফালাফালা হয়ে যাচ্ছে। নন্দিনীর গলায় বিরক্তি ফুটে উঠল, "হরিবল্। এভাবে হাঁটা যায়? কোনও নির্জন রাস্তা নেই? ওই তো ও দিক দিয়ে একটা রাস্তা গিয়েছে।"

অনুমতির অপেক্ষা না করে মেয়েরা নেমে পড়ল হাইওয়ে ছেড়ে। বাঁ দিকে জঙ্গলের জন্যে আরও অন্ধকার। অর্জুনের পছন্দ হচ্ছিল না ওরা ওই দিকে যাক। সে বলল, "একটা কথা জিজ্ঞেস করছি, আপনাদের সাপের ভয় নেই তো?"

www.banglabookpdf.blogspot.com

"সাপ? ওরে বাবা! এখানে সাপ আছে নাকি?"

"প্রচুর। নর্থ বেঙ্গলের সাপ বিখ্যাত।"

সঙ্গে-সঙ্গে চারটে গলা থেকে একসঙ্গে চিৎকার ছিটকে বেরোল। সবাই দ্রুত পেছন দিকে হাঁটতে শুরু করল। তড়িঘড়ি বড় রাস্তায় পৌঁছে নন্দিনী বলল, "আগে বলবেন তো?"

"বলার সুযোগ পেলাম কোথায়?"

হঠাৎ টিনা প্রশ্ন করল, "আপনি গুল মারছেন না তো?"

অর্জুন কিছু বলার আগেই দু'জন মানুষ তাদের সামনে এসে নমস্কার করল। জায়গাটা অন্ধকার। তবু যেটুকু বোঝা যায় তাতে অর্জুনের মনে হল, এরা চা-বাগানের শ্রমিক অথবা কোনও কন্ট্রাক্টরের কাছে কাজ করে। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "কী চাই?"

একজন হিন্দিতে বলল, "সাব—আপনারা বস্তিতে যেতে গিয়েও ফিরে এলেন, তাই এলাম।"

"হ্যাঁ। ওদিকটায় বড় অন্ধকার।"

"জি সাব। গরিব লোকের বস্তি, তাই আলো জ্বলেনি। আপনারা মালবাজারে নতুন?"

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

"হ্যাঁ, আজ বিকেলে এসেছি, কাল সকালে চলে যাব।"

"তা হলে সাব, মেমসাহেবদের বলবেন—আমাদের যেন একটু কৃপা করেন।"

"কী কৃপা ?" নন্দিনী জিজ্ঞেস করল।

"মেমসাব, আমরা খুব গরিব। কাজকর্ম নেই। ঘরে যা ছিল, তা বিক্রি করে এত দিন চালিয়েছি। কিন্তু আর পারছি না।"

নন্দিনী বলল, "উফ্। যেখানে যাব, সেখানেই এই প্রবলেম। আমি ভিক্ষে দিই না।"

"না মেমসাব। আমরা ভিক্ষে চাই না। আমার ঘরে তিন পুরুষের জমানো একটু সোনা আছে, এত-দিন অনেক অভাবেও বিক্রি করিনি, তাই কিনে যদি আমাদের বাঁচান।"

"সোনা ?" চিঙ্কি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

"হ্যাঁ, মেমসাব।"

"খাঁটি না নকল ? আমরা সোনা চিনি না।"

"কসম খেয়ে বলছি মেমসাব। আমরা গরিব মানুষ, ব্যবসাদার নই।"

পুনম জিজ্ঞেস করল, "সোনা থাকলে গয়নার দোকানে গিয়ে বিক্রি করছ না কেন ?"

"ঠিক দাম দেয় না মেমসাব। তা ছাড়া বলে, আমরা চুরি করেছি, পুলিশে ধরিয়ে দেবে।"

www.banglabookpdf.blogspot.com

ততক্ষণে অর্জুনের মাথার ভেতরে জগুদার কথাগুলো কাজ করতে আরম্ভ করেছে। এই মালবাজারের ব্যাঙ্কে হাজার-হাজার টাকার সোনা জমা দিয়ে গরিব মানুষগুলো টাকা ধার নিয়ে যাচ্ছে। এটা জগুদার কাছে রহস্য বলেই মনে হয়েছে। এই লোক দুটো কি সেই দলের ? অর্জুন এখনই কথা বাড়াতে চাইল না। সে বলল, "শোনো, এই অন্ধকারে কথা বলে লাভ নেই। তা ছাড়া আমাদের কাছে কত টাকা আছে তাও দেখতে হবে। তুমি বরং ঘন্টাখানেক বাদে সোনা নিয়ে ট্যুরিস্ট লজে এসো। আমি সামনেই থাকব। তখন কথা বলা যাবে।"

নন্দিনী ইংরেজিতে বলল, "আপনি কেন মিছিমিছি ডাকছেন ? আমি সোনা কিনতে একদম ইন্টারেস্টেড নই। ও সব বিশ বছর আগে মেয়েদের শখ ছিল।"

অর্জুন হেসে বলল, "আমি ইন্টারেস্টেড।"

নন্দিনী শুধু মন্তব্য করল, "স্ট্রেঞ্জ !"

এর পরে সোনাটা খাঁটি কি না এ নিয়ে কিছুক্ষণ আলোচনা চলল। ট্যুরিস্ট লজের কাছে এসে নন্দিনী ঘুরে দাঁড়াল, "আমি একদম ভুলে গিয়েছিলাম। ড্যাডি একটা খাম দিয়েছিলেন, বলেছিলেন মিস্টার সোম অথবা তাঁর লোক

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

এয়ারপোর্টে এসে যদি আমাদের রিসিভ করেন, তা হলে তাঁর হাতে যেন খামটা দিয়ে দিই। আমাকে ওটা খুলতে বিশেষ করেছিলেন। আপনি জানেন ওতে কী আছে ? মিস্টার সোম কি আপনাকে বলেছেন ?"

অর্জুন স্বস্তি পেল, "ব্যাপারটা যখন আপনাকে উনি জানাননি, তা হলে আমি জানব কী করে। ওটা সম্ভবত মিস্টার রায় আর মিস্টার সোমের ব্যক্তিগত ব্যাপার।"

মেয়েরা যে-যার ঘরে চলে গেলে অর্জুন লাউঞ্জে চেয়ার টেনে বসল। ও-পাশের একটা চেয়ারে এক প্রৌঢ় বসে ছিলেন। দূরে মালবাজার বাজারের আলো দেখা যাচ্ছে। এই সময় নন্দিনী আবার ফিরে এল। খামটা দিয়ে বলল, "আপনার ঘরে গিয়ে দেখলাম দরজা বন্ধ। এখানে একা বসে বোর হচ্ছেন কেন ? ওহো, সেই লোক দুটোর জন্যে অপেক্ষা করছেন ?"

অর্জুন হাসল, জবাব দিল না।

এই সময় ওপাশের টেবিলের লোকটি বলে উঠলেন, "কী ব্যাপার ? এক্সকারশন ? এক কলেজ থেকে আসা হচ্ছে ? গুড গুড।" প্রশ্ন আর উত্তর তিনি একই সঙ্গে দিলেন।

নন্দিনী লোকটিকে জিজ্ঞেস করল, "আপনি এখানে থাকেন ?"

"নো নো। আমি শহরে থাকি না। শহরে এক দিনের বেশি থাকলেই আমার মনে অ্যালার্জি বের হয়। কোত্থেকে আসা হচ্ছে ?"

www.banglabookpdf.blogspot.com

"ডেল্‌লি।"

"গুড। অ্যাডভেঞ্চার করতে চাও তো আমার ওখানে চলে এসো। এখান থেকে কিছু দূর গেলেই ফুন্টসিলিং বলে একটা জায়গা পড়বে। সেখানকার 'কাফে দ্য মাউন্টেন'-এ আমার খোঁজ করলেই তোমরা হদিস পেয়ে যাবে। আমার নাম রতনলাল গুপ্ত। ও হ্যাঁ, জায়গাটা ভুটানে। অর্থাৎ, তোমাদের এক রকম বিদেশ ঘোরাও হয়ে যাবে সেই সঙ্গে। নো ভিসা।" উঠে দাঁড়িয়ে ভদ্রলোক ফিরে গেলেন তাঁর ঘরের দিকে।

"দারুণ ব্যাপার !" নন্দিনীর মুখে-চোখে উৎসাহ, "আমার মনে হচ্ছে ওঁর ওখানে গেলে খুব মজা হবে। ফুন্টসিলিং-এর কাছাকাছি কি আমরা যাচ্ছি ?"

"হ্যাঁ। কিন্তু উনি বললেন শহরে এক দিনের বেশি থাকলে ওঁর অ্যালার্জি হয়, অথচ ফুন্টসিলিং পুরোদস্তুর শহর।" অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "ডিনার করবেন কখন ?" নন্দিনী ঘড়ি দেখল, "এই সন্ধে বেলায় ?"

অর্জুন বলল, "বেশি রাত করবেন না।" নন্দিনী চলে গেল। অর্জুন সিগারেটের প্যাকেট বের করে একটা নিতেই নীচের সিঁড়িতে সেই দুটো লোক হাতজোড় করে এসে দাঁড়াল। অর্জুন সোজা হয়ে বসল, "ও, এসো তোমরা।"

যে লোকটা তখন বেশি কথা বলছিল, সে দু' হাত জড়ো করেই জিজ্ঞেস করল, "ওপরে যাব স্যার ? কেউ কিছু বলবে না তো ?"

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

"না না, কেউ কিছু বলবে না, উঠে এসো।"

লোক দুটো সামনে এসে দাঁড়াল। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "তোমাদের কাছে সোনা আছে, নাকি সোনার গহনা ? নিয়ে এসেছ ?"

"হ্যাঁ সাব। সোনার গহনায় খাদ থাকে বলে আমাদের পূর্বপুরুষ সোনার কাঠি করেছিল। আপনি যদি বলেন, তা হলে এখানে বের করতে পারি।"

অর্জুন ইশারা করতেই লোকটা ধুতির খুঁট খুলে একটা ছোট্ট কাপড়ের ব্যাগ বের করল। জলঢাকা হাইড্রোইলেকট্রিক্যাল প্রজেক্টের আলো এত টিমটিমে যে, অর্জুনকে চোখ বড় করতে হল। কাপড়ের ব্যাগটা সন্তর্পণে খুলে একটা সোনালি কাঠি বের করল লোকটা। করে অর্জুনের হাতে দিল। প্রথম দর্শনেই অর্জুনের মন বলল, জিনিসটা খাঁটি সোনা। কিন্তু সত্যিই কি সোনা ? সে হাতের তালুতে কাঠিটাকে রেখে এবার নাচাল। তারপর জিজ্ঞেস করল, "কতখানি সোনা আছে এতে ?"

"সাব, এক ভরি।"

"কী করে বুঝব ?"

"আপনি যে-কোনও সোনার দোকানে গিয়ে যাচাই করতে পারেন।"

"এখন কি সোনার দোকান খোলা পাব ?"

"তা হয়তো পাবেন না।"

সঙ্গের লোকটা বলল, "লালচাঁদের দোকান খোলা আছে।"

www.banglabookpdf.blogspot.com

"মালবাজারে ক'টা সোনার দোকান আছে ?"

"বেশি না সাব।"

"তুমি কী করে জানলে এতে এক ভরি আছে ?"

"সাব, আমার বাবার কাছে শুনেছি।"

অর্জুন লোকটার মুখের দিকে তাকাল। কী সাবলীল ভঙ্গিতে মিথ্যে কথা বলছে। যদি থিয়েটারে নামত, তা হলে নিশ্চয়ই নাম করত। সে বলল, "পয়সা দিয়ে জিনিস কিনছি, সোনার মতো জিনিস, যাচাই না করে তো কিনতে পারি না।"

"আপনি এটা নিয়ে লালচাঁদের দোকানে চলে যান সাব।"

"তুমি সঙ্গে যাবে ?"

"না সাব। আমি গেলে সন্দেহ করবে। আজেবাজে কথা বলবে।"

"তা হলে তুমি আমার হাতে বিশ্বাস করে সোনা ছেড়ে দেবে ?"

"আমরা গরিব মানুষ, কিন্তু মানুষ চিনি সাব।"

অর্জুন এক সেকেন্ড সিগারেট টানল। সোনার কাঠি তার হাতের মুঠোয়। এটা তার কেস নয়। সে এসেছে মেয়েদের পাহারাদার হিসেবে, স্বর্ণ-রহস্য সন্ধানে নয়। অতএব এ-নিয়ে কথা বলে কোনও লাভ নেই। সে বলল, "ঠিক আছে, কাল সকালে তোমরা এসো। আমি দেখতে চাই সোনাটা খাঁটি কি

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

না।"

"আপনি তখন বললেন, কাল সকালেই এখান থেকে চলে যাবেন ?"

অর্জুন লোকটার দিকে তাকাল। তারপর জিজ্ঞেস করল, "তোমার নাম কী ?"

লোকটা হকচকিয়ে গেল। সঙ্গীর দিকে তাকাল। তারপর যেন বাধ্য হয়েই বলল, "মাংরা।"

অর্জুন হাসল, "আচ্ছা। মাংরা ভাই, এই সোনা যদি খাঁটিও হয়, তবু তো সাধারণ মানুষের সন্দেহ যাবে না। তার চেয়ে তোমরা যদি এই সোনা নিয়ে ব্যাঙ্কে যাও, তা হলে ব্যাঙ্ক এটা জমা রেখে তোমাদের ধার দেবে। এতে সুবিধে হল যখন তোমরা টাকার ব্যবস্থা করতে পারবে, তখন ব্যাঙ্ককে ধার শোধ করে দিলে পরিবারের গয়না ফেরত পেয়ে যাবে।"

মাংরা মাথা নাড়ল, "না সাব, আমরা পড়তে-লিখতে জানি না। ব্যাঙ্কে যেতে ভয় লাগে। আপনাদের ভদ্রলোক বলে মনে হওয়ায় সাহস করে এসেছি।"

"এটা কত দাম পেলে বিক্রি করবে ?" অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

"এক ভরি আছে। সোনার যা দাম, তাই দিন।"

"সোনার দাম কত ?"

মাংরা তার সঙ্গীর দিকে তাকাল। স্পষ্ট হল সে বুঝতে পারছে না অর্জুনকে। তারপর বলল, "আপনি যদি মেমসাহেবদের জিজ্ঞেস করেন, তা হলেই জানতে পারবেন।"

www.banglabookpdf.blogspot.com

"আজকালকার মেমসাহেবরা সোনার খবর রাখে না।" সে কাঠিটাকে আবার দেখল। তারপর মনে-মনে ভাবছে এমন ভঙ্গি নিয়ে বলল, "জিনিসটা সত্যি সুন্দর। এ রকম গোটা চারেক পেলে ঠাকুরের জন্যে মুকুট তৈরি করতে পারতাম।" কথাগুলো বলতে-বলতেই সে চোখের কোণে তাকিয়ে ছিল। মাংরা আর তার সঙ্গী দৃষ্টি বিনিময় করল। লোক দুটো সত্যিই বুদ্ধিমান। কোনও মন্তব্য করল না। অর্জুন সোনার কাঠি ফিরিয়ে দিয়ে বলল, "মাংরা ভাই, আজকের রাত্রের জন্যে তুমি দশটা টাকা নিয়ে যাও। কাল সকাল সাতটায় নিয়ে এসো, দিনের আলোয় দেখে তারপর দাম করব।"

মাংরা মাথা নাড়ল, "না সাব, দশ টাকা এখন দিতে হবে না। আমি কাল সকালেই আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসব।" সোনার কাঠিটা ফেরত নিয়ে দুই হাত কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার করে সঙ্গীকে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল। এই সময় একটা গাড়ির হেডলাইট মাঠ দিয়ে ছুটে আসতে লাগল ট্যুরিস্ট লজের দিকে। লজের সামনে পৌঁছেই পেছনের দরজা খুলে কেউ নামল। নেমেই মাংরাকে জিজ্ঞেস করল, "ইয়ে ট্যুরিস্ট লজ হ্যায় ?"

"জি মালিক।"

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

"তুমলোগ কৌন হো ?"

"মুঝে সবকোই মাংরা পুকারতা। বলদেবজী মুঝে আচ্ছাসে জানতা।"

"কৌন বলদেব ?" লোকটি বিরক্তি হল, "ক্যা ফালতু বকোয়াস করতা হ্যায় তুম। যাও, ভাগো ইঁহাসে।" কথা শেষ করে লোকটি বেশ সপ্রতিভ ভঙ্গিতে এগিয়ে এসে সিঁড়ি ভেঙে উঠতে লাগলেন। ঠিক তখনই লজের ম্যানেজার এসে দাঁড়ালেন সিঁড়ির মুখে। ভদ্রলোক তাঁর দিকে তাকিয়ে নীচ থেকে জিজ্ঞেস করলেন, "ট্যুরিস্ট লজের ম্যানেজার কোথায় ?"

"আমিই ম্যানেজার।"

"আপনার এখানে ঘর খালি আছে ? আই নিড এ রুম, সিঙ্গল রুম।"

ঠিক তখনই অর্জুন সোজা হয়ে বসল। লোকটিকে দেখেই চমকে উঠেছে সে। চটপট চেয়ার ছেড়ে ভেতরে চলে যাওয়ার জন্যে পা বাড়াল। লোকটি তখন ম্যানেজারকে কিছু বলতে-বলতে ওপরে উঠে আসছে। মনে হল, তাকে লক্ষ করার অবকাশ পায়নি।

নিজের ঘরে ঢুকে বিছানায় চুপচাপ বসে রইল অর্জুন কিছুক্ষণ। অন্যমনস্ক হয়ে সিগারেট ধরাল। এটাও কি কাকতালীয় যোগ ? লোকটা নিশ্চয়ই মেয়েদের সঙ্গে দেখা করতে এয়ারপোর্টে গিয়েছিল। ধরা যাক, নিজের কোনও কাজে সেখানে গিয়ে হয়তো মেয়েদের দেখতে পেয়েছিল। কিন্তু শিলিগুড়ির বাসস্ট্যান্ডে কার খোঁজে যাবে এমন লোক ? আর উত্তর বাংলার এত জায়গা থাকতে এই মালবাজারে রাত্তির বেলায় এসে ট্যুরিস্ট লজে উঠবে কেন ? এমন হতে পারে, বাস ছেড়ে যাওয়ার অনেক বাদে লোকটি খবর পেয়েছিল, চারটে মেয়ে (এই মেয়েদের বর্ণনা মনে রাখতে কারও অসুবিধে নেই), আর একটা ছেলে মালবাজারের বাসে উঠে চলে গিয়েছে। খবর পেয়ে, এখানে চলে আসা অসম্ভব নয়। হয়তো এখনও জানে না কোথায় উঠেছে ওরা ! এমন হতে পারে পথে যে কয়েকটা জায়গা পড়েছে তার সব-ক'টাতেই খোঁজ নিতে-নিতে এসেছে যে, তারা সেখানে নেমেছে কি না। ফলে মালবাজারে পৌঁছতে দেরি হয়েছে। এই সব ভাবনা যদি সত্যি হয় তা হলে লোকটা এখনও জানে না এই ট্যুরিস্ট লজেই মেয়েরা রয়েছে। অবশ্য ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বললেই জেনে যাবে এক মুহূর্তে। এত ঘন ঘন সিগারেট খায় না অর্জুন, তবু সিগারেট শেষ করে উঠে দাঁড়াল। মানুষটার পরিচয় জানা দরকার।

ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে অর্জুন মাথা নাড়ল। এই লজে যদি ঘর থাকে, তা হলে ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করারও দরকার হবে না। রেজিস্টারে নাম-ঠিকানা লেখার সময় ভদ্রলোক দেখতে পাবেন চারটি মেয়ে দিল্লি থেকে এখানে এসে উঠেছে। সে ঘর থেকে বেরিয়ে সরু প্যাসেজে দাঁড়িয়ে দু' পাশে তাকাল। ভদ্রলোক ঘর পেলেন কি না বোঝা যাচ্ছে না। সে ধীরে-ধীরে এগিয়ে গেল মেয়েদের ঘরের দিকে। পাশাপাশি দুটো ঘর। একটা ঘর থেকে হঠাৎই সেই

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

বিশ্রী চিৎকার ভেসে এল। অর্থাৎ চারজন একই ঘরে রয়েছে। অর্জুন দরজায় নক্ করল।

হাসি থামছিল না, কিন্তু একটি গলায় প্রশ্ন হল, "হু ইজ দেয়ার ?"

"অর্জুন।"

দরজা খুলল পুনম। খুলে ওকে দেখে খুশি হল, "ও, আপনি! ওয়েলকাম।"

ঘরে ঢুকে দরজা ভেজিয়ে দিল অর্জুন। চারটে মেয়ে সম্ভবত দুটো বিছানায় ভাগাভাগি করে শুয়েছিল। নন্দিনী ছাড়া বাকি দু'জন উঠে বসেছে, পুনম নন্দিনীর পাশে গিয়ে বসল। অর্জুন দুটো চেয়ারের একটাকে টেনে নিয়ে বলল, "নন্দিনী, আপনার সঙ্গে জরুরি কথা আছে।"

নন্দিনীর মুখে বিস্ময় ফুটে উঠল, "কী ব্যাপার ?"

সঙ্গে-সঙ্গে বাকি তিনজন পরস্পরকে ইশারা করল। অর্জুন বলল, "না, না, আপনারা থাকতে পারেন। সত্যি বলতে কী, কারও বাইরে যাওয়ার দরকার নেই।"

টিনা বলল, "ও জরুরি, কিন্তু প্রাইভেট নয়।"

অর্জুন বলল, "নন্দিনী, আজ এয়ারপোর্টে যে ভদ্রলোকের সঙ্গে আপনি কথা বলেছেন, তিনি কে ? কীভাবে ওঁর সঙ্গে আপনার আলাপ হয় ?"

নন্দিনী উঠে বসল, "কেন বলুন তো ?"

www.banglabookpdf.blogspot.com

"দুটো ঘটনা ঘটেছে। ভদ্রলোক উঠেছেন শিলিগুড়ির একটা নামী হোটেলে। জলপাইগুড়ি থেকে আসতে আমার দেরি হয়ে গিয়েছিল বলে আমি ওঁর গাড়িতে লিফ্‌ট নিই। আমরা যখন শিলিগুড়ি থেকে বাসে উঠি, তখন ওই ভদ্রলোক ট্যাকসি নিয়ে বাসস্ট্যান্ডে আসেন। সেখানে কী করেছেন আমি জানি না, কারণ বাস তখনই ছেড়ে দিয়েছিল। আর-একটু আগে সেই একই ভদ্রলোক গাড়ি নিয়ে এই ট্যুরিস্ট লজে জায়গা খুঁজতে এসেছেন। তাই আমি ভদ্রলোক সম্পর্কে কৌতূহলী।" অর্জুন একটানা কথাগুলো নন্দিনীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে গেল।

"ভার্মা-আঙ্কল এই লজে এসেছেন ?" নন্দিনী বিস্মিত।

"হ্যাঁ। এই ভার্মা-আঙ্কল কে ?"

"আমার বাবা এককালে নেপাল এবং বার্মায় এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট বিজনেস করতেন। তখন ভার্মা-আঙ্কল বাবার পার্টনার ছিলেন। আমার মা ওঁকে ঠিক পছন্দ করতেন না বলে আমি এড়িয়ে যেতাম। বাবার সঙ্গে বিজনেস নিয়ে কিছু মত-বিরোধ হতে বাবা বিজনেস বন্ধ করে দিলেন। তারপরও অবশ্য দিল্লিতে গেলে ভার্মা-আঙ্কল আমাদের সঙ্গে দেখা করতেন। ব্যস, এইটুকু।"

"মিস্টার ভার্মা শেষ কবে দিল্লি গিয়েছিলেন ?"

"সপ্তাহখানেক আগে উনি আমাদের দিল্লির বাড়িতে এসেছিলেন।"

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

"তখন কি আপনার বাবা ওঁকে বলেছিলেন যে, আপনি এ দিকে আসছেন ?"

"আমি জানি না।"

অর্জুন এক মুহূর্ত ভাবল। তারপর জিজ্ঞেস করল, "কিছু মনে করবেন না, আমি যদি জানতে চাই, আপনার বাবা কী করেন, তা হলে আপনি কি অসন্তুষ্ট হবেন ?"

"না, না। বাবা এখন আর ব্যবসা করেন না। উনি কোনও কোনও কম্পানিতে টাকা ইনভেস্ট করেন আজকাল।"

"উনি কি মিস্টার ভার্মার কোনও বিজনেসে টাকা দিয়েছেন ?"

"আপনাকে একটু আগে বললাম, বাবার সঙ্গে মিস্টার ভার্মার সম্পর্ক খারাপ হয়ে যাওয়াতে তিনি বিজনেস বন্ধ করে দিয়েছেন। আসলে বাবা ওঁর কাছে অনেক টাকা পান।" নন্দিনী বলল, "সেটা সম্প্রতি আমরা জানতে পেরেছি।"

"কীভাবে ?"

"গত সপ্তাহে যখন ভার্মা-আঙ্কল আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন, তখন বাবার সঙ্গে কিছু কথা কাটাকাটি হয়। আমি পাশের ঘরে ছিলাম বলে শুনতে পেয়েছিলাম।"

"কী বিষয় নিয়ে কথা কাটাকাটি হয়েছিল ?"

"বাবা টাকা ফেরত দিতে বলেছিলেন। ভার্মা-আঙ্কল সেটা দিতে চাননি। এই নিয়ে ঝগড়া। টাকার অ্যামাউন্ট আমি জানি না।"

www.banglabookpdf.blogspot.com

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, আপনি বলদেব নামে কাউকে চেনেন ?"

"বলদেব ! না তো।"

অর্জুন হাসল, "নন্দিনী, আপনার ভার্মা-আঙ্কলের ব্যাপারস্যাপার আমার ঠিক ভাল লাগছে না। মনে হচ্ছে উনি আপনার সম্পর্কে ইন্টারেস্টেড।"

"হোয়াট ডু ইউ মিন ?"

"ঠিক বোঝাতে পারব না। হয়তো উনি আপনাকে বিপদে ফেলতে পারেন।"

"হোয়াই ?"

"আমি বিশ্বাস করি, উনি আপনাকে অনুসরণ করছেন। ওঁর সম্পর্কে সাবধান হতে হবে।"

"কীভাবে ?"

"আমার কথা আপনারা শুনবেন ?"

"কী বলছেন, তার ওপর নির্ভর করছে।"

"আজ রাত্রের ডিনার আপনারা যে-যার ঘরেই করুন। আমি বা লজের বেয়ারা ছাড়া আর অন্য কেউ ডাকলে আপনারা দরজা খুলবেন না।"

"বেশ। কিন্তু কাল সকালে কী হবে ?"

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

"সকাল হতে এখনও অনেক দেরি আছে।"

"বেশ, তাই হবে।" নন্দিনী মুখ ফেরাল, "গার্লস, শুনলে তো ?"

পুনম একটু রাগত ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল, "হু ইজ দিস ম্যান, যার ভয়ে আমাদের এইভাবে লুকিয়ে থাকতে হবে। এটা খুব সরল প্রশ্ন, তাই না ?"

অর্জুন উঠে দাঁড়াল, "উত্তরটা নন্দিনী দিতে পারেন। আমরা যদি একটা রাত অপেক্ষা করি, তা হলে ক্ষতি কী।" অর্জুন ঘর থেকে বেরিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়ে দেখল বেয়ারা প্যাসেজ দিয়ে এগিয়ে আসছে। সে লোকটাকে ডাকল, "শোনো, আজ রাত্রে এই দুটো ঘরে ডিনার এনে দেবে। দিদিমণিরা ডাইনিং রুমে ডিনার খেতে যাবেন না।"

"ঠিক আছে সাব।"

"আর-একটা কথা, মিস্টার রতনলাল গুপ্ত কোন্ ঘরে আছেন ?"

"চার।" বেয়ারা চলে যেতে-যেতে ঘুরে দাঁড়াল, "এখানে সাড়ে ন'টার মধ্যে ডিনার খাওয়া হয়ে যায়। আপনি কি ঘরে খাবেন ?"

"তুমি আমার ঘরে খাবার ঢাকা দিয়ে যেও।"

"আপনারা কি এখানে কালকে থাকবেন ?"

"তাই তো ইচ্ছে আছে।"

বেয়ারা চলে গেলে অর্জুন সতর্ক পায়ে হাঁটতে লাগল। ভার্মা যদি সামনে পড়েন, তা হলে তৎক্ষণাৎ চিনে ফেলবেন। ফেললে কী করতে পারেন ? না, এই রকম জেদের কোনও অর্থ হয় না। ভদ্রলোককে এড়িয়ে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

www.banglabookpdf.blogspot.com

চার নম্বর ঘরের সামনে দাঁড়াল অর্জুন। দরজা বন্ধ। সে মৃদু টোকা দিল। ভেতর থেকে কোনও সাড়া এল না। অর্জুন হতাশ হল। তবু দ্বিতীয়বার শব্দ করল অর্জুন। এবং তৎক্ষণাৎ দরজা খুলে গেল। পাজামা-পাঞ্জাবি পরে মিস্টার গুপ্ত বিরক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে। তাঁর হাতে একটা খোলা কলম।

"হু আর ইউ ? কী দরকার ?"

লোকটার গলার স্বর শুনে অর্জুন থমকে গেল। সে বলল, "আপনাকে বিরক্ত করেছি বলে দুঃখিত। ঠিক আছে, আমি চলে যাচ্ছি।"

"দাঁড়াও। তুমি একটু আগে লাউঞ্জে বসে ছিলে, তাই তো ? দিল্লি থেকে এসেছ ?"

"প্রথমটা ঠিক। কিন্তু মেয়েরা দিল্লি থেকে এসেছেন, আমি জলপাইগুড়ির ছেলে।"

"ও। কী দরকার ?"

"এখন থাক। আপনি সম্ভবত লিখছিলেন, আমি জানতাম না।"

"ভেতরে এসো।" রতনলাল গুপ্ত সরে দাঁড়ালেন দরজা থেকে। ফিরে গিয়ে বসলেন নিজের চেয়ারে। সেখানে টেবিলের ওপর লাইন-টানা ফুলস্কেপ

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

কাগজ, যার অর্ধেকটা লেখা হয়ে আছে। দরজা ভেজিয়ে বিছানায় একধারে বসল অর্জুন।

রতনলাল বললেন, "তোমাকে 'তুমি' বলছি বলে কিছু মনে করছ ?"

"না, না।"

"গুড। কী নাম তোমার ?"

"অর্জুন। আপনি কি কিছু লিখছেন ?"

"হ্যাঁ। আমার আত্মজীবনী। তোমরা হয়তো হাসবে, কিন্তু প্রত্যেক মানুষের একটা নিজস্ব জীবন আছে। সেই জীবনে নানান গল্প আছে। আমিও ব্যতিক্রম নই। সারা জীবন জঙ্গল আর পাহাড়ে কাটিয়েছি। আমার এক পরিচিত বন্ধুর বন্ধু বাংলা ভাষায় গল্প লেখেন। জঙ্গলের গল্প। তাঁর সঙ্গে একবার লালজির ওখানে আলাপ হয়েছিল। লালজিকে চেনো ? অত বড় জঙ্গল-প্রেমিক খুব কম দেখেছি আমি। তা, তখন সেই সাহিত্যিক আমাকে বলেছিলেন, আমরা তো বাইরে থেকে বেড়াতে এসে যা দেখি, তাই লিখি। আপনারা তো ভেতরে রয়েছেন, একটু-আধটু লিখে ফেললে অনেক নতুন তথ্য জানতে পারবে সবাই। কথাটা মনে ধরেছিল হে। তাই এখন কলম ধরেছি।" রতনলাল গুপ্ত একনাগাড়ে বলে গেলেন।

অর্জুনের ভাল লাগল মানুষটাকে।

হঠাৎ যেন মনে পড়ে গেল, এই রকম ভঙ্গিতে রতনলাল জিজ্ঞেস করলেন, "তা কী কারণে আমার ঘরে আসতে হল, সেটা এখনও বলোনি তুমি ?"

www.banglabookpdf.blogspot.com

"আমরা যদি আগামীকাল সকালে আপনার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ি ?"

"পারবে না।" খুব দ্রুত মাথা নাড়লেন রতনলাল গুপ্ত।

"কেন ?"

"আমি বের হব ভোর পাঁচটায়, যখন পাখি ডাকবে। তোমাদের নিশ্চয়ই তখন মধ্যরাত।"

"না, কাল ভোর পাঁচটায় বেরোতে আমার কোনও অসুবিধা হবে না।"

চোখে চোখ রাখলেন রতনলাল, তারপর সপ্রশংস ভঙ্গি নিয়ে মাথা নাড়লেন।

অর্জুন উঠে দাঁড়াল, "আপনার গাড়িতে আমাদের পাঁচজনের জায়গা হবে কি ?"

"আমার গাড়ি একটা স্টেশন ওয়াগন। এখান থেকে বেরিয়ে একটা গ্যারাজ পাবে বাঁ দিকে। সেখানে সেটা দাঁড়িয়ে আছে। দু'-একটা কাজ ড্রাইভার করিয়ে নিচ্ছে ওখানে। বুঝতেই পারছ, স্টেশন ওয়াগনের পেটে পাঁচজন কিছুই নয়।"

"নমস্কার। তা হলে কালই দেখা হবে।" অর্জুন হাতজোড় করে নমস্কার জানিয়ে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এসে দরজা ভেজিয়ে দিল। চারপাশ নিস্তব্ধ।

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

কাঠের এই ট্যুরিস্ট লজে নিশ্চয়ই কেউ চলাফেরা করছে না, হলে শব্দ বাজত। কাল ভোরে যদি চলে যেতে হয়, তা হলে ম্যানেজারকে হিসেব মিটিয়ে দেওয়া দরকার। অর্জুন পা বাড়াতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। সে ফিরে এল মেয়েদের দরজায়। নন্দিনীর ঘরে মৃদু শব্দ করল। কেউ সাড়া দিল না। দ্বিতীয় বারেও না। অর্জুন আস্তে দরজা ঠেলল। দরজা খুলে গেল। জিনিসপত্র চারপাশে ছড়ানো, কিন্তু ঘরে কেউ নেই। সে বিস্মিত হল। এরা গেল কোথায় ? দ্বিতীয় ঘরটিতেও কেউ নেই। ফাঁপরে পড়ল অর্জুন। এমন কথা ছিল না। সে মেয়েদের বারংবার বলে দিয়েছিল ঘর ছেড়ে না বেরোতে। কোথায় খুঁজবে এদের সে ? এমন সময় পায়ের আওয়াজ উঠল। অর্জুন দেখল দু' হাতে দুটো ট্রেতে খাবারের প্লেট নিয়ে বেয়ারা আসছে। সে জিজ্ঞেস করল, "এই দুই ঘরের মেমসাহেবদের তুমি দেখেছ ? মানে, কোথায় গিয়েছে, জানো ?"

"না সাব। খাবার কি ঘরে দিয়ে যাব ?"

"হ্যাঁ, দিয়ে ঢেকে রাখো।" অর্জুন দাঁড়াল, যতক্ষণ লোকটি ঘর থেকে বেরিয়ে না যায়। সে বাইরের দিকে যাওয়ার সময় ভাবল একটা টর্চ নিয়ে এলে হয়। প্রথমবার ওটার কথা খেয়াল ছিল না। তার সুটকেসের কোণে একটা টর্চ তো থাকার কথা। অর্জুন উলটো দিকে ফিরল। নিজের ঘরের দরজা টানা ছিল। বাইরে থেকে। কিন্তু সেটা এখন ভেতর থেকে বন্ধ। অর্জুন নক্ করতেই নন্দিনীর গলা পাওয়া গেল। সে জানতে চাইছে কে এসেছে। অর্জুন গম্ভীর গলায় বলল, "খুলুন, আমি।"

www.banglabookpdf.blogspot.com

টিনা দরজা খুলতেই নন্দিনী বলল, "স্যরি। আপনাকে না জানিয়ে এই ঘর দখল করেছি।"

অর্জুন দেখল, দুটো খাটে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে মেয়েরা তাস খেলছে। সে খুব বিরক্ত হল, "আপনারা কাজটা ঠিক করেননি। আপনাদের অনুরোধ করেছিলাম ঘর থেকে না বেরোতে।"

"ঘর থেকে বেরিয়ে ঘরে ঢুকেছি।"

"নিজেদের ঘরে ফিরে যান, আপনাদের খাবার দেওয়া হয়েছে।"

নন্দিনী উঠে বসল, "লুক মিস্টার মহাভারতা ! আপনি তখন থেকে এমন ব্যবহার করছেন যেন আমরা বেড়াতে আসিনি, কোনও ক্রিমিনালের ডেরায় ঢুকে পড়েছি। আমি এখনই ভার্মা-আঙ্কলের কাছে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করছি, কেন তিনি আমাদের অনুসরণ করছেন বা আদৌ করছেন কি না ?"

"উনি স্বীকার করবেন বলে মনে করছেন ?"

"অস্বীকার করলে সব সমস্যা মিটে গেল।"

অর্জুন হাসল, "আপনি আমাকে বোঝার চেষ্টা করুন। আমি কোনও ঝুঁকি নিতে চাই না। তাই একটা বিকল্প ব্যবস্থা করেছি। আপনারা তাড়াতাড়ি খাওয়াদাওয়া করে শুয়ে পড়ুন। কাল ভোর সাড়ে চারটের মধ্যে সবাই উঠে

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

পড়ব। ঠিক পাঁচটা বাজতে পাঁচ মিনিট আগে এই লজ ছেড়ে সামনের একটা গ্যারাজে যাব। পাঁচটায় গাড়ি ছাড়বে। পরিষ্কার ?"

টিনা প্রায় চিৎকার করে উঠল, "ইম্‌পসিব্‌ল ! আমি অত সকালে উঠতেই পারব না।"

"এটা আপনাদের ওপরে নির্ভর করছে। চেষ্টা করলে কোনও কিছুই অসম্ভব নয়।"

নন্দিনী জিজ্ঞেস করল, "আমরা কেন চোরের মতো পালিয়ে যাচ্ছি ?"

"আমরা যে চলে যাচ্ছি, তা মিস্টার ভার্মাকে জানতে দিতে চাই না।"

"উনি জানেন যে, আমরা এখানে রয়েছি ?"

"জানাটা অস্বাভাবিক নয়।"

নন্দিনী তার পকেট থেকে একটা পার্স বের করে চারটে একশো টাকার নোট এগিয়ে ধরল, "তা হলে পেমেন্ট করে দিন।"

"এত লাগবে না।"

"ব্যালান্সটা রেখে দেবেন। খরচ তো আপনিই করবেন। আমার কাছে টাকা আছে, যখন প্রয়োজন হবে চেয়ে নেবেন।"

"টাকাটা আপাতত আপনাকে দিতে হবে না। মিস্টার রায় যে খামটা আপনার হাতে পাঠিয়েছেন, তাতে কিছু টাকা আছে। অবশ্য সেটা মিস্টার অমল সোমের পারিশ্রমিক। আপাতত আমি সেখান থেকেই খরচ করছি। যান, নিজেদের ঘরে চলে যান।"

www.banglabookpdf.blogspot.com

অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে মেয়েরা একে একে উঠে যেতেই, বেয়ারা খাবার নিয়ে এল। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "ম্যানেজার সাহেব কোথায় ?'

"দু' নম্বর ঘরে।"

"দু' নম্বরে কে আছেন ?"

"ওই যে, এক সাহেব একটু আগে এলেন।"

"ঠিক আছে, কিন্তু ম্যানেজার সাহেবকে এখনই আমার একটু দরকার।"

"ডেকে দেব ?"

"দাও।"

খাবার ঢাকা দিয়ে বেয়ারা চলে গেলে অর্জুন খাম থেকে টাকা বের করে ঘরের বাইরে পা দিল। বেয়ারার পায়ের শব্দ অনুসরণ করে সে দোতলায় চলে এল। দু' নম্বর ঘরের দরজায় বেয়ারা মৃদু শব্দ করল। সঙ্গে-সঙ্গে একটা গর্জন ভেসে এল। অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে কেউ চিৎকার করেই দরজা খুলে চোস্ত হিন্দিতে ধমক দিল, "কী চাই এখানে ? এত বার বলে দিলাম ম্যানেজারকে, কেউ যেন আমাকে বিরক্ত না করে। কেন এসেছ, কী চাই ?"

এই সময় ম্যানেজার ছুটে এলেন, "আরে কী হয়েছে ? কেন দরজায় নক্ করছ ?" তারপর ঘরের দিকে ফিরে বললেন, "আই অ্যাম সরি মিস্টার পুরি।

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

আর এমন হবে না।"

দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। আর কিছুটা দূরে দাঁড়ানো অর্জুন হতভম্ব। মিস্টার পুরি? সে কি ঠিক শুনল? অসম্ভব। সে স্পষ্ট দেখেছে মিস্টার ভার্মাকে সিঁড়ি ভেঙে উঠে আসতে। কিন্তু ততক্ষণে বেয়ারা ম্যানেজারকে বোঝাচ্ছে, কেন সে দু' নম্বরের দরজা নক্ করেছিল। ম্যানেজার অর্জুনকে দেখে নিয়ে বেয়ারাকে বললেন, "দু' নম্বর ঘরে কেউ যেন আজ রাত্রে না যায়।" তারপর অর্জুনের দিকে তাকিয়ে বললেন, "এনি প্রব্লেম?"

অর্জুন এগিয়ে এল, "আমি বিল ক্লিয়ার করতে চাই।"

"কেন? আপনারা কাল ব্রেকফাস্ট নেবেন না?"

"না।"

ম্যানেজার আর কথা বাড়ালেন না, "আসুন।"

ভদ্রলোককে অনুসররণ করল অর্জুন। খাতা বের করে ম্যানেজার বিল কাটলেন। টাকা মিটিয়ে দিয়ে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "ওই ভদ্রলোক অত বিরক্ত হলেন কেন?"

কাঁধ ঝাঁকালেন ম্যানেজার, "মানুষের ধরন এক-এক জনের এক-এক রকম।"

"কী নাম ভদ্রলোকের?" অর্জুন খাতা দেখল প্রশ্ন করেই। ম্যানেজার জবাব দেবার আগেই সে নাম পড়ে নিয়েছে, এস এম পুরি, পাটনা।

www.banglabookpdf.blogspot.com

"উনি কি এখনই এলেন?"

"হ্যাঁ, এই একটু আগে।"

অর্জুন তার আগের নামটি পড়ার চেষ্টা করল, কিন্তু তার আগে ম্যানেজার খাতাটা বন্ধ করে দিয়েছেন। বেশি কৌতূহল দেখানো এক্ষেত্রে সমীচীন হবে না ভেবে অর্জুন সরে এসে লাউঞ্জে দাঁড়াল। তার দৃঢ় বিশ্বাস হল, ভার্মাই এখানে নাম পালটেছেন। এবং যদি কোনও লোকের বদ মতলব না থাকে, তা হলে সে নাম পালটায় না।

অন্ধকার মাঠ, দূরের হাইওয়ের আলো, মাঝে-মধ্যে ছুটে যাওয়া লরির হেডলাইট দেখতে দেখতে অর্জুনের এক-ধরনের অস্বস্তি শুরু হল। মাংরা লোকটা সোনা বিক্রি করতে এসেছিল। এবং এখন চোখ বন্ধ করেই বলা যায়, সোনাটা মাংরার পৈত্রিক সম্পত্তি নয়। অর্থাৎ, এই রকম 'মাংরা'-দের পেছনে কেউ আছেন, যাঁর সোনা পালটে টাকা পাওয়া দরকার। অবশ্যই এই সোনা কালো পথে পাওয়া, তাই ন্যায্য দামে বিক্রি করার সাহস তাঁর নেই। কিন্তু মাংরাদের তিনি সংগঠিত করলেন কী করে, এটাই ভাবার কথা। কাল সকালে এখানকার পাট চুকিয়ে চলে গেলে এই ব্যাপারটার সঙ্গেও তার সম্পর্ক চুকে যাবে। অর্জুন ঠিক করল, জলপাইগুড়িতে ফিরে গিয়ে অমল সোমকে সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বলবে। যদি তখনও খুব দেরি না হয়ে যায়, তখন নিশ্চয়ই

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

অমলদা অনুসন্ধান করতে পারেন।

অর্জুন সিঁড়ি ভেঙে নীচে নেমে এল। বাঁ দিকে ট্যাক্সিটা দাঁড়িয়ে আছে। লজের আলো ওর গায়ে পড়েছে। ট্যাক্সির ভেতরে কেউ নেই। কিন্তু নম্বরের প্লেটটা ভাল করে দেখে অর্জুন লজের দিকে তাকাল। না, আর কোনও সন্দেহ নেই, ভার্মাই লজে এসেছেন। এই ট্যাক্সি তাদের নিয়ে এয়ারপোর্ট ছুটেছিল, এটাই শিলিগুড়ির বাসস্ট্যান্ডে গিয়েছিল।

অর্জুন অন্ধকার মাঠের ভেতর দিয়ে হাইওয়ের দিকে হাঁটতে লাগল। বাসস্ট্যান্ডে এখন কোনও মানুষ নেই। এমন কি, চায়ের দোকানের ঝুপড়িগুলো পর্যন্ত ঝাঁপ-ফেলা। অর্জুন হাইওয়ে ধরে শহরের দিকে হাঁটতে লাগল। গ্যারেজের মুখে হ্যাজাক ঝুলছে। স্টেশন ওয়াগনটাকে নজরে পড়ল, এটি রতনলাল গুপ্তর বাহন নিশ্চয়ই। গ্যারাজের পাশেই একটা লাইন হোটেল। এ রকম জায়গায় বলদেব নামের লোকটার খবর পাওয়া যেতে পারে, যে মাংরা আর ভার্মাসাহেবের মধ্যে সংযোগ রেখে চলে।

গোটা পাঁচেক লোক বেঞ্চিতে বসে খাচ্ছিল। এ সব জায়গায় দিশি-বিদেশি পানীয় রাতের অন্ধকারে প্রকাশ্যেই বিক্রি হয়। বেশির ভাগ খদ্দেরই ড্রাইভার। দূর-পাল্লার লরি থামিয়ে তারা খাওয়া-দাওয়া করতে আসে। অর্জুন ঢুকতেই একটা বাচ্চা ছেলে ছুটে এল, "বলিয়ে সাব।" এবং তখনই সে সেই ড্রাইভারকে দেখতে পেল। মন দিয়ে রুটি-মাংস খাচ্ছে। অর্জুন ছেলেটাকে হাত নেড়ে 'না' বলে ড্রাইভারের পাশে গিয়ে বসল। লোকটা আড়চোখে একবার দেখে নিয়ে খাবারে মন দিতে গিয়ে আবার মুখ ফেরাল, "খুব চেনা লাগছে।"

www.banglabookpdf.blogspot.com

অর্জুন হেসে সিগারেট ধরাল, "আজ আপনার গাড়িতে আমি এয়ারপোর্ট-এ গিয়েছিলাম।"

লোকটার মনে পড়ল, 'ওহো! হ্যাঁ। আসলে এত প্যাসেঞ্জার রোজ তুলি, কিন্তু আপনি এখানে? কখন এলেন?"

"এই তো একটু আগে। আপনি ভাড়া নিয়ে এসেছেন বুঝি?"

"হ্যাঁ। একটা বড় পার্টি পেয়েছি। সেই ভদ্রলোক—যিনি এয়ারপোর্ট গিয়েছিলেন। এখন ডেইলি বেসিসে গাড়ি নিয়েছেন, পেট্রল-মবিল ওঁর।"

"শিলিগুড়ি থেকেই চলে এলেন?"

"না। এখানে-ওখানে উনি কাজ মেটাতে মেটাতে আসছেন।"

"ব্যবসায়ী?"

"তাই মনে হয়।" ড্রাইভার খেতে খেতে বলল, "আমি তো বুঝতেই পারছি না, কী কাজ। প্রায়ই গাড়ি দাঁড় করিয়ে, দশ মিনিট থেকে আধ ঘণ্টার জন্যে উধাও হয়ে যান। আমাকে অবশ্য অ্যাডভান্স দিয়েছেন, টাকা মার যাওয়ার কোনও ভয় নেই।"

"এখান থেকেই ফিরে যাবেন?"

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

"জানি না ভাই। বলেছেন গাড়িতেই শুতে। হুট করে নাকি প্রয়োজন হতে পারে।"

অর্জুন বুঝল, লোকটাকে ভার্মাসাহেব অন্ধকারে রেখেছে। এর কাছে নতুন কোনও খবর পাওয়া যাবে না। হঠাৎ লোকটা জিজ্ঞেস করল, "আপনি কিছু খাবেন না ?"

"নাঃ, আমি একজনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। লোকটাকে আমি চিনি না, নামটা জানি, বলদেব—এ রকম নামের কোনও লোককে এখানে দেখেছেন ? মানে, কেউ যদি ডেকে থাকে নাম ধরে।" অর্জুন আন্দাজে একটা ঢিল ছোঁড়ার চেষ্টা করল।

ড্রাইভার মাথা নাড়ল, "না, আমি শুনতে পাইনি। বলদেব কি পাঞ্জাবি ?"

"হ্যাঁ।'

"না, কোনও পাঞ্জাবিকে তো এখানে আমি আসার পর দেখিনি।"

অর্জুন মাথা নাড়ল। তারপর, "আচ্ছা, চলি," বলে উঠে এল বাইরে।

ভোর সাড়ে চারটের সময় দরজায় শব্দ হতে ঘুম ভেঙে গেল অর্জুনের। বিছানায় শুয়েই সে সময়টা দেখল, তারপর তড়াক করে উঠে পড়ল। এই সময় দ্বিতীয়বার শব্দ হল। অর্জুন এগিয়ে গিয়ে নিঃশব্দে দরজা খুলে অবাক হল। নন্দিনী দাঁড়িয়ে আছে বাইরে বেরোবার পোশাকে তৈরি হয়ে। হেসে বলল, "মিস্টার মহাভারাতা, আর মাত্র আধঘণ্টা দেরি আছে।"

www.banglabookpdf.blogspot.com

"অনেক ধন্যবাদ। আমি এখনই তৈরি হয়ে নিচ্ছি।" অর্জুন ব্যস্ত হল।

"আমরা চারজনই তৈরি। যদি অনুমতি দেন, তা হলে এখনই বেরিয়ে পড়তে পারি। গাড়িটা গ্যারাজে থাকবে বলেছিলেন, গ্যারাজটা কোন দিকে ?"

অর্জুন জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। এখনও পৃথিবী জুড়ে ঘন অন্ধকার। সে মাথা নাড়ল, "একটু অপেক্ষা করুন। বাইরে এখনও আলো ফোটেনি, আমরা একসঙ্গে যাব।"

"আপনি মিছিমিছি ভয় পাচ্ছেন। আমরা যথেষ্ট প্রাপ্তবয়স্ক। বয়সটা কোনও ফ্যাক্টর নয়। তা ছাড়া আমি ক্যারাটে জানি।"

"খুবই ভাল কথা। তবু জায়গাটা আপনাদের অচেনা। আলোও নেই। পথ গুলিয়ে ফেললে মিস্টার রতনলাল গুপ্ত আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করবেন না।"

"রতনলাল গুপ্ত ?"

"কাল রাত্রে লাউঞ্জে বসে ছিলেন যে ভদ্রলোক।"

"আচ্ছা। আমরা তাঁর গাড়িতে যাচ্ছি ? উনি কোথায় ?"

"আমাদের সঙ্গে গাড়িতেই ওঁর দেখা হবে।"

নন্দিনী হাসল, "আপনি সত্যিই বুদ্ধিমান। তৈরি হয়ে নিন।"

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

পাঁচটা বাজতে দশে অর্জুন মেয়েদের নিয়ে বের হল। সে প্রত্যেককে সাবধান করে দিয়েছিল, যাতে কাঠের মেঝেতে পায়ের শব্দ না হয়। কোনও অতিথির ঘুম ভাঙাতে চায় না সে। ধীরে ধীরে ওরা লাউঞ্জের মুখে চলে এল। একটা হলদেটে বাল্‌ব জ্বলছে লাউঞ্জের মুখে। লজের কেউ জেগে আছে বলে মনে হচ্ছে না। অর্জুন চাপা গলায় বলল, "আমি আগে লাউঞ্জ পার হয়ে যাচ্ছি। আপনারা পর-পর নিঃশব্দে চলে আসুন।"

অর্জুন গিয়ে ট্যাক্সির পিছনে দাঁড়াল। ভেতরের সিটে ড্রাইভার চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে আছে। ট্যুরিস্ট লজটাকে এখন ভৌতিক বাড়ি বলে মনে হচ্ছে। হঠাৎ একটি ঘরে আলো জ্বলে উঠল। ওটা কত নম্বর ঘর, বুঝতে পারছে না অর্জুন নীচ থেকে। যদি মিস্টার ভার্মা জেগে ওঠেন, তা হলে এই চুপিসাড়ে চলে যাওয়ার কোনও মানে থাকবে না। অর্জুন প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ করেই লক্ষ করল, মেয়েরা একে একে নিঃশব্দে সিঁড়ি ভেঙে নেমে এল। সে আর দাঁড়াল না। ঠোঁটে একটা শব্দ করে এগিয়ে গেল অন্ধকার মাঠের দিকে। মেয়েরা আসছে পেছনে। কেউ কোনও কথা বলছে না। সম্ভবত অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ পেয়েছে ওরা। বাসস্ট্যান্ডের কাছে পৌঁছানো মাত্র অর্জুনের কানে মোটরবাইকের আওয়াজ ভেসে এল। মোটরবাইক আসছে শিলিগুড়ির দিক থেকে। সাধারণত এত রাত্রে—যেহেতু এখনও অন্ধকারই, তাই রাতই বলা উচিত—কেউ ডুয়ার্সের রাস্তায় মোটরবাইক চালায় না। অবশ্য কাছেপিঠের চা-বাগান থেকে অত্যন্ত প্রয়োজনে কেউ ওই সময় বেরোতে পারে। ওরা হেডলাইটের আলো দেখতে পেল। পিচের রাস্তা আলোকিত করে ছুটে আসছে। অর্জুন মেয়েদের ইশারা করল চায়ের দোকানের ঝুপড়ির পেছনে দাঁড়াতে। মোটরবাইকটা হাইওয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেলে আবার হাঁটা শুরু করবে ওরা। অন্তত ওর হেডলাইটের আলোয় নিজেদের আলোকিত করার কোনও মানে হয় না। দূর থেকেও জেগে-থাকা কেউ সেটা দেখে বুঝতে পারবে।

মোটরবাইকটার স্পিড কমতে লাগল। শেষ পথটুকু বরাবর আলোকিত করে সেটা নেমে এল হাইওয়ে থেকে, মাঠের ভেতরে ঢুকে সোজা ট্যুরিস্ট লজের সামনে গিয়ে থামল।

অর্জুন অবাক হল। এই ভোরের আগে কে এল লজে মোটরবাইক চালিয়ে? পাশ দিয়ে লোকটা যখন মাঠে নামল, তখন স্পষ্ট বোঝা গিয়েছে ওর সঙ্গে কোনও জিনিসপত্র নেই। তা হলে এখনই কী প্রয়োজন পড়তে পারে? এই সময় পুনম বলল, "আমাদের কি দেরি হয়ে যাচ্ছে? পাঁচটা বাজতে আর মাত্র দু' মিনিট বাকি আছে।"

ওরা দৌড়তে লাগল। হাইওয়েতে পায়ের শব্দ বাজল। পুবের আকাশ একটা নীল ছোপ মাখতে আরম্ভ করেছে। গ্যারাজের বাইরে দাঁড়িয়েছিল গাড়িটা। তার গায়ে হেলান দিয়ে সিগারেট খাচ্ছিল এক নেপালি ড্রাইভার।

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

অর্জুন তার সামনে পৌঁছে বলল, "মিস্টার গুপ্ত এখনও আসেননি ?"

ড্রাইভার জবাব দেবার আগেই পেছন থেকে গলা শোনা গেল, "গুড মর্নিং।"

ওরা পাঁচজন পেছন ফিরে দেখল একটা বড় ব্রিফকেস হাতে নিয়ে মিস্টার গুপ্ত আসছেন। তিনি যখন গাড়ির সামনে এলেন, তখন কাঁটায়-কাঁটায় পাঁচটা। রতনলাল গুপ্ত আবার বললেন, "গুড মর্নিং এভরিবডি।"

মেয়েরা প্রায় একই সঙ্গে জানান দিল, "গুড মর্নিং।"

রতনলাল বললেন, "কাঞ্চা, পেছনের দরজা খুলে দাও, এঁরা আমাদের সঙ্গে যাবেন।" তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে হাসলেন, "খুব অবাক হয়ে গেলাম। ইয়ং লেডিস অ্যান্ড জেন্টলম্যান যে এত সময়-মাফিক বিছানা ছেড়ে উঠে আসবে, তা আমি ভাবিনি।"

মেয়েরা হাসল। অর্জুন কিছু বলল না।

স্টেশন-ওয়াগনটা একটু নিজস্ব ধরনের। ড্রাইভারের সিটের পাশে দু'জন বসতে পারে। পেছনে ড্রাইভারের দিকে মুখ ফেরানো সিটে বারোজনের অবলীলায় বসে যেতে কোনও অসুবিধে হবার কথা নয়। রতনলাল মেয়েদের দু'জনকে সামনে বসতে, বললে নন্দিনী আর চিঙ্কি সেখানে উঠে পড়ল। পেছনের সিটের মাঝখানে বসল অর্জুন। দুটো মেয়ে দু' দিকের জানালায়। স্টেশন-ওয়াগনের আরও পেছনে জিনিসপত্র স্তূপ হয়ে রয়েছে। গাড়ি ছাড়ল।

www.banglabookpdf.blogspot.com

সবে ভোর হচ্ছে। সূর্যদেব এখনও দেখা দেননি। কিন্তু অন্ধকার ফরসা হতে আরম্ভ করেছে। হাইওয়ে ধরে ছুটে চলেছে স্টেশন-ওয়াগন। দু' পাশের গাছগুলো থেকে অন্ধকার মিলিয়ে যাচ্ছে। অর্জুন পেছনে তাকাল। সূর্য ওঠার আগের আলোয় মায়াবী হয়ে শূন্য রাজপথ পড়ে আছে। কাউকে সে অনুসরণ করতে দেখল না। রতনলাল গুপ্ত হাসি-হাসি মুখে বসে আছেন। নন্দিনী ঘাড় ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করল, "এই সব নদী কি বর্ষার সময় ফেরোসাস হয়ে যায় ?"

স্টেশন-ওয়াগন তখন একটা শুকনো নদীর ওপর পাতা ব্রিজ পেরিয়ে ছুটছিল। রতনলাল বললেন, "মাই ডিয়ার ইয়ং লেডিস, যদি অনুমতি দাও তা হলে বলি, বর্ষাকালে এই সব নদীর চেহারা সুন্দর হয়ে যায়। এখন তো হাড়-জিরজিরে, নুড়ি আর পাথরের ফাঁকে তিরতিরে জল। দেখলেই মন খারাপ হয়ে যায়।"

চালসা পেরিয়ে খুনিয়ার মোড়ে পৌঁছনো মাত্র সূর্যদেব দেখা দিলেন। গাড়ি থামাতে বললেন রতনলাল, "বাঁ দিকের রাস্তাটা দ্যাখো কী সুন্দর। দু' পাশে ঘন জঙ্গল আর মাঝখানে সরু পিচের রাস্তাটা চলে গেছে ঝালং বিন্দু পর্যন্ত। জলঢাকা হাইড্রো-ইলেকট্রিক্যাল প্রজেক্ট সেখানে। এই জঙ্গলটার নাম চাপড়ামারি।"

অর্জুন নামটা কানে যাওয়ামাত্র সোজা হয়ে বসল, "আরে, আমাদের তো

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

এখানেও থাকার কথা ছিল। চাপড়ামারি ফরেস্ট বাংলো।"

রতনলাল গুপ্ত জিজ্ঞেস করলেন, "তা হলে এখন তোমরা কোথায় যাচ্ছিলে?"

মেয়েরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। অর্জুন বলল, "হলং-এ।"

"হলং তো ফুন্টসিলিং-এর মুখে। যাওয়ার পথে নামিয়ে দিতে পারি।"

অর্জুন চিন্তায় পড়ল। শিলিগুড়ির ট্যুরিস্ট ব্যুরোর ভট্টাচার্যদা বলেছিলেন চাপড়ামারি, গরুমারা এবং হলং-এ তাদের জন্য ব্যবস্থা থাকবে। যত দূর মনে হচ্ছে, কথা ছিল মালবাজারেই খবরটা পাওয়ার। কিন্তু ম্যানেজার তো কিছুই জানাননি এ-ব্যাপারে। যদি এমন হয় উনি ভেবেছেন...যা ভাবুন তিনি, লিফ্‌ট যখন পাওয়া, গিয়েছে একেবারে হলং চলে যাওয়া যাক।

পথে বিনাগুড়ি নামের একটা জায়গায় গাড়ি থেমেছিল। চা খাওয়া হল। অর্জুন আশ্বস্ত হল এই কারণে যে, জায়গাটা চোখে পড়ার মতো নয়। চার-পাঁচটা দোকান দৃষ্টি আকর্ষণ করবে না কারও।

নন্দিনী জিজ্ঞেস করল, "ডুয়ার্স কি এটাকেই বলে?"

রতনলাল বললেন, "হ্যাঁ। জঙ্গল, নদী, চাষের জমি নিয়েই ডুয়ার্স।"

বীরপাড়ার পাশ দিয়ে মাদারিহাট হলে এল গাড়িটা। রতনলাল জিজ্ঞেস করলেন, "তোমাদের কোথায় ব্যবস্থা হয়েছে? বাইরের বাংলোটাকে বলে 'মাদারিহাট ফরেস্ট বাংলো' আর জঙ্গলের ভেতরে ছয় কিলোমিটার গেলে 'হলং রেস্টহাউস'।" বলতে বলতে গাড়িটা একটা গেটের সামনে দাঁড়াল। এখানে রাস্তা বাঁক নিয়েছে। ডান দিকে ঝিঁঝি ডেকে চলেছে ছায়া-ছায়া জঙ্গলে একটানা। কেমন রহস্যময় চার ধার। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে একটা নুড়ির রাস্তা চলে গেছে। তারই মুখটি পোল দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে, যাতে বিনা অনুমতিতে কেউ প্রবেশ করতে না পারে। এক পাশে পাহারাদারদের ঘর। একজন লোক গাড়ি থামতেই বাইরে এসেছিল। রতনলাল অর্জুনকে বললেন, "ওখানে গিয়ে অনুমতি নাও ভেতরে যাওয়ার জন্যে।"

অর্জুনের হাঁটতে ভাল লাগল। সে এগিয়ে গিয়ে লোকটাকে জিজ্ঞেস করল, "হলং কি এই রাস্তায় যাব?"

লোকটা মাথা নাড়ল, "রেস্ট হাউসে থাকবেন?"

"হ্যাঁ।"

"পাশ দিন। খাতায় এনট্রি করতে হবে।"

"পাশ? আমাদের সঙ্গে তো পাশ নেই। ট্যুরিস্ট অফিসার বলেছেন এখানে আমাদের ব্যবস্থা থাকবে।"

এই সময় রতনলাল গুপ্ত নেমে এলেন। তাঁকে দেখামাত্র লোকটি কপালে হাত ঠেকাল। রতনলাল বললেন, "এদের জন্য ব্যবস্থা আছে। পরে খাতায় নোট করো। এখন গেট খুলে দাও, আমার তাড়া আছে।"

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

লোকটা চটজলদি গেট খুলে দিল। নন্দিনী বলল, "আপনাকে তো ও বেশ খাতির করে। একটুও প্রতিবাদ করল না।"

রতনলাল বললেন, "দীর্ঘকাল এক সঙ্গে থাকলে গাছেরাও বন্ধু হয়ে যায়।"

দু' পাশে জঙ্গল, নুড়ি বিছানো পথ, পাখির ডাক আর মাঝে-মাঝে বাঁদরের দর্শন, বেশ ভাল লাগল হলং-এ পৌঁছতে। এবার ডান দিকে পর-পর কয়েকটা কাঠের বাড়ি, কোয়ার্টার্স এবং বনবিভাগের সাইনবোর্ড। দু'জন ভদ্রলোক কথা বলতে বলতে আসছিলেন। রতনলাল তাঁদের দেখে গাড়ি থামাতে বললেন। ওঁরা থেমে গিয়ে কৌতূহলী চোখে তাকাতে রতনলাল গাড়ি থেকে নামলেন, "নমস্কার, মিস্টার বিশ্বাস। ভাল তো? জঙ্গলের খবর কী?"

"ভাল।" মিস্টার বিশ্বাস এগিয়ে এলেন। অল্প বয়স, সুন্দর চেহারা।

"আমার কিছু তরুণ বন্ধু এসেছেন। শিলিগুড়ির ট্যুরিস্ট অফিসার কথা দিয়েছেন জায়গা করে দেবেন।"

মিস্টার বিশ্বাস বললেন, "তিনটে ঘর তো? টেলিফোন পেয়েছি। রুম নম্বর পাঁচ ছয় সাত আপনাদের জন্যে অ্যালট করা আছে।" শেষ কথাগুলো অর্জুনের দিকে তাকিয়ে, "আপনারা চেক ইন করে যান, পরে খাতায় সই করবেন।"

রতনলাল বললেন, "ইনি রেঞ্জার, এখানকার কর্তা।"

মিস্টার বিশ্বাস বললেন, "কী যে বলেন। আপনার মতো জঙ্গলকে যদি ভালবাসতে পারতাম, তা হলে গর্বিত হতাম।"

www.banglabookpdf.blogspot.com

"ভাই, জঙ্গলে চাকরি করতে গেলে জঙ্গলকে ভালবাসতেই হবে। কিছু দিন থাকলে অবশ্য জঙ্গল আপনাকে জোর করে ভালবাসবে। ইনি কে?"

"ওহো, আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। ইনি মিস্টার আহমেদ। থানার চার্জ নিয়ে জয়েন করেছেন। আর ইনি রতনলাল গুপ্ত। এঁর পরিচয় কি আপনি শুনেছেন মিস্টার আহমেদ?"

পুলিশ অফিসার যে এমন রূপবান হয়, তা অর্জুনের জানা ছিল না। মিস্টার আহমেদ দু' হাত যুক্ত করে নমস্কার করলেন, "অবশ্যই। আমি এর আগে লাটাগুড়িতে ছিলাম। তখন উনি লালজির সঙ্গে গরুমারা ফরেস্টে গিয়েছিলেন।"

রতনলাল বললেন, "হ্যাঁ। আমারও মনে পড়েছে। আপনার চেহারা একবার দেখলে ভোলা সম্ভব নয়। তা এখানকার খবর কী?"

মিস্টার বিশ্বাস বললেন, "এখন আমাদের নিরাপদে রাখার দায়িত্ব মিস্টার আহমেদের ওপর। জানেন তো, আমরা এখন কী রকম আতঙ্কে আছি!"

রতনলাল কিছু বললেন না। গাড়ি একটা সাঁকো পেরিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল। দু' পাশে ঘন জঙ্গল। ডান দিকে আর-একটা রাস্তা বেঁকে গিয়েছে। সোজা পৌঁছে গেল গাড়িটা লন পেরিয়ে বাংলোর নীচে। গাড়ি থেকে নেমে পুনম চেঁচিয়ে উঠল, "বিউটিফুল।"

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

সত্যিই সুন্দর। অর্জুনও মুগ্ধ হয়ে গেল। ছবির মতো তিন তলা কাঠের বাংলো। বাংলো থেকে কিচেনে যাওয়ার জন্যে একটা ঘেরা প্যাসেজ। ও পাশে লনের শেষে একটা ছোট্ট ঝরনা। ঝরনার গায়েই সুন্দর একটা ঘাসের মাঠ, যার মাঝখানে নুনের মাটি রাখা হয়েছে জন্তু-জানোয়ারের স্বাদ পালটানোর জন্যে। আর চার পাশের ঘন জঙ্গল থেকে ভেসে আসছে পাখির চিৎকার, ঝিঁঝির টানা শব্দ। দু'জন বেয়ারা ছুটে এসেছিল গাড়ির শব্দ শুনে। নন্দিনী তাদের বলল "রুম নম্বর পাঁচ, ছয় আর সাত।"

লোক দুটো ইতস্তত করছিল, কাগজ ছাড়া সম্ভবত এখানে ঘর দেওয়া হয় না। অর্জুন বলল, "রেঞ্জার সাহেব আমাদের নম্বরটা বলে দিয়েছেন।"

এবার কাজ হল। মেয়েরা রতনলালের কাছে বিদায় নিয়ে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যেতে তিনি বললেন, "চলি ভাই, আমার একটু দেরিই হয়ে গিয়েছে।"

অর্জুন বলল, "আপনি আমাদের খুব উপকার করলেন। আপনার সাহায্য না পেলে এত তাড়াতাড়ি আরামে এখানে পৌঁছতে পারতাম না।"

রতনলাল হাত তুলে ওকে থামতে বলে গাড়িতে উঠে বসলেন। তারপর মুখ বের করে বললেন, "আমার সন্দেহ, কোনও ঝামেলা এড়াতেই তোমরা এত ভোরে মালবাজার ছেড়ে এসেছ। আমি জানতে চাই না সেটা কী! কিন্তু ইফ এনি প্রবলেম সোজা ফুন্টশিলিং-এর কাফে দ্য মাউন্টেন-এ আমার খোঁজ করবে।"

www.banglabookpdf.blogspot.com

অর্জুন দেখল, গাড়িটা বেশ দ্রুতই বাংলোর লন থেকে বেরিয়ে গেল। তার স্যুটকেস বেয়ারা তুলে নিয়ে গিয়েছে। সিঁড়ি ভেঙে উঠতে লাগল সে। দোতলায় বাঁক নেবার মুখে অর্জুন এক ভদ্রমহিলাকে দেখতে পেল। খোলা দরজার মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। ভদ্রমহিলার পরনে পা-ঢাকা ম্যাক্সি। কিন্তু দৃষ্টি অদ্ভুত। এমন দৃষ্টি বড় একটা চোখে পড়ে না। যেন এক্স-রে আই দিয়ে বুকের হাড় পর্যন্ত দেখে নিচ্ছেন। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অর্জুন তিন তলায় উঠে এল। পাঁচ-ছয় নম্বর ঘর দুটি মেয়েরা দখল করে নিয়েছে। সাত নম্বরের সামনে বেয়ারাটি দাঁড়িয়েছিল। অর্জুনকে দেখামাত্র কপালে হাত ঠেকাল, "ব্রেকফাস্ট লাগবে স্যার?"

"কী পাওয়া যাবে?"

"টোস্ট, ওমলেট, ফিশ ফ্রাই, চা।"

"সাবাস। জলদি করো। পাঁচ, ছয়, সাত নম্বরের জন্যে।"

অর্জুন ঘরে ঢুকল। এটিও ডাবল-বেড রুম। বাথরুম চমৎকার। পাখা, আলো আছে। বিছানা ধবধবে। আর কী চাই? জুতো পরেই শুয়ে পড়ল অর্জুন। এখন অন্তত এই সকালটায় মেয়েদের বিশ্রাম করা উচিত। কাল অত রাত অবধি জাগার পর আজ রাত থাকতেই তৈরি হয়েছে সবাই। ক্লান্ত না হয়ে কেউ পারে?

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

এখন তার বন্ধ চোখের পাতায় পর-পর অনেকগুলো মুখ। ভার্মা কি তাদের খোঁজ পাবেন ? না, কোনও চান্স নেই। তারা মালবাজার থেকে ট্রান্সপোর্ট ভাড়া করলে তবু একটা সুযোগ থাকত। লোকটাকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না। যদি দিল্লির ব্যবসায়ী হয়, তা হলে নর্থ বেঙ্গলের গরিবদের মধ্যে সোনা ছড়াতে আসবে কেন ? আর ট্যুরিস্ট-লজের পুরি নামের লোকটাই বা কে ? অমন মেজাজ দেখাতে গেলেন কেন বেয়ারার ওপর। ঘরের দরজা বন্ধ করে ভদ্রলোক কী করতে পারেন ? ভোরের মোটরবাইক-আরোহী কার কাছে এসেছে ? যদি ওদের দু'জনের একজন হয়, তা হলে কি তিনি মিস্টার পুরি ? এ ক্ষেত্রে ভার্মার ওপর থেকে সন্দেহ তুলে নিতে হয়।

অর্জুন ঘুমিয়ে পড়েছিল। বেয়ারার ডাকে ঘুম ভাঙল। লোকটা ব্রেকফাস্টের ট্রে হাতে দাঁড়িয়ে আছে। সে মুখ ধুয়ে এসে ব্রেকফাস্ট খেল। পরিমাণ কম নয়। মুখ তুলে জানালা দিয়ে তাকাল। এক-পাল হনুমান ঝরনার ও পারের ঘাসের জঙ্গলে বসে আছে। একজন বসেছে নুনের ঢিবির ওপর। যেন সে সভাপতি, আর তার বক্তৃতার শ্রোতা সবাই। দৃশ্যটি বড় ভাল লাগল। অর্জুনের ঘুমের রেশটা তখনও কাটেনি। সে আবার বিছানায় গা এলিয়ে দিল জুতো খুলে। সেটা খোলামাত্র বেশ আরাম হল।

www.banglabookpdf.blogspot.com

চারটে মেয়ে একঘরে বসেই ব্রেকফাস্ট করল। জঙ্গলের এত ভেতরে এমন ভাল খাবার ওরা মোটেই আশা করেনি। নন্দিনী বলল, "চল, একটা চক্কর দিয়ে আসি।'

টিনা চশমা ঠিক করতে করতে বলল, "আমাদের গাইড কী বলে দ্যাখো।"

চিঙ্কি ঠোঁট বাঁকাল, "আমরা বাচ্চা নাকি ? এমনিতে মাঝরাত্রে ঘুম ভাঙাল ফালতু ভয় দেখিয়ে। আমরা এখানে কোনও বিপদে পড়ব না। শুধু জঙ্গলের বেশি ভেতরে না গেলেই হল।"

চারজন ঘর থেকে বেরিয়ে অর্জুনের ঘরের দিকে তাকাল। দরজা ভেজানো, কিন্তু সে দিকে ওরা পা বাড়াল না। নীচে নেমে ওরা বাংলো থেকে বেরিয়ে উলটো দিকের রাস্তাটা ধরল। সুনসান নির্জন পথ, পাখির চিৎকার ছাড়া এখন বাতাসের শব্দ বাজছে গাছের ডালে-ডালে, পাতায়-পাতায়। রোদ-ছায়ায় জাফরি-কাটা পথে হাঁটতে ওদের খুব ভাল লাগছিল। দেখতে দেখতে বাংলো এবং আশেপাশের কোয়ার্টার্স চোখের আড়ালে চলে গেল। এখন শুধু জঙ্গল আর জঙ্গল। ওরা একটা ছায়াঘন কালভার্টের ওপর এসে দাঁড়াল। নন্দিনী বলল, "কী দারুণ রোমান্টিক জায়গা !"

চিঙ্কি বলল, "আমি একটা গান গাইব ?"

টিনা বলল, "গাইলে হিন্দি ছবির হিরোইনের মতো নেচে-নেচে গাইতে হবে।"

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

পুনম কালভার্টের তলা দিয়ে বয়ে-যাওয়া সরু কালো জলের ধারাটিকে দেখল। জঙ্গলের অন্ধকারে যেখানে ধারাটি ঢুকে গেছে সেখানে বাঁশের জঙ্গল, পাতাগুলো জল ঢেকে রেখেছে। কেমন গা-ছমছমে রহস্য ওখানে।

চিঙ্কি ততক্ষণে লাফ দিয়ে কালভার্টের রেলিং ধরে দাঁড়িয়েছে। তারপর এক হাত আকাশে তুলে একটি জনপ্রিয় হিন্দি ছবির গান ধরল। অবিকল নায়িকাদের ভঙ্গি করে সে এমনভাবে নাচতে লাগল নিজের গানের সঙ্গে যে, মেয়েরা হাততালি দিয়ে তাকে উৎসাহ জানাচ্ছিল। নাচতে নাচতে, গাইতে গাইতে চিঙ্কি নানান জায়গায় দৌড়াচ্ছিল। শেষে তরতর করে নেমে গেল পাথরে পা ফেলে ঝোরার জলের ধারে। তার ভঙ্গি এখন নায়িকাদের গানের শেষ পর্বের মতো। শরীর টো-এর ওপর রেখে শরীর ঘোরাচ্ছে সে। মেয়েরা কালভার্টের ওপর দাঁড়িয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে চিঙ্কিকে উৎসাহ দিচ্ছে। ঘুরতে ঘুরতে চিঙ্কি কালভার্টের নীচের দিকে তাকাতেই তার গলার গান বন্ধ হয়ে গেল। হাত উঠল মুখের ওপর, চোখ বিস্ফারিত হল, কিন্তু সেটা মাত্র দু'-তিন সেকেন্ডের জন্য। আচমকা একটা তীব্র চিৎকার ছিটকে এল তার গলা থেকে। নন্দিনী চেঁচিয়ে উঠল, "কী হল ? এই চিঙ্কি ?"

ভূত দেখার মতো দৌড়ে চিঙ্কি পাথরগুলো ডিঙিয়ে ওপরে উঠে এল। তার মুখ এখন একদম সাদা। বন্ধুরা দৌড়ে গিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরল। নন্দিনী ওর মুখ ধরে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে ?"

www.banglabookpdf.blogspot.com

চিঙ্কির কথা বলতে সময় লাগল। সে কোনও মতে বলতে পারল, "ভূত।"

"ভূত ?" হ্যাঁ হয়ে গেল তিনজন, নন্দিনী জিজ্ঞেস করল, "কী যা তা বলছিস ?"

চিঙ্কি বাঁ হাত বাড়িয়ে ঝোরাটাকে দেখাল, "ওই যে ওখানে !"

ওরা কালভার্টের তলা দিয়ে বয়ে-যাওয়া কালো জলের ঝোরা দেখল। নন্দিনী হেসে উঠল, "দুর ! ভূত বলে কিছু আছে নাকি ?"

চিঙ্কি তখন ঢোঁক গিলছে। কথা বলার ক্ষমতা ভাল করে পাচ্ছে না বেচারা। একটু আগে যে মেয়ে নাচ-গান করছিল, সে এখন রক্তশূন্য।

পুনম জিজ্ঞেস করল, "ভূতটা কোথায় ?"

চিঙ্কি কাঁপা গলায় জবাব দিল, "নীচে, কালভার্টের নীচে।"

ওরা তিনজন মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। তারপর চিঙ্কিকে ওপরে রেখে পাথরে পা ফেলে নীচে নামতে লাগল। ওরা কেউ কোনও কথা বলছিল না। গম্ভীর মুখে জলের ধারে পৌঁছে মুখ ফেরাতেই হতভম্ব হয়ে গেল তিনজনে। কালভার্টের নীচে একটা মানুষ বসে আছে পাথরে হেলান দিয়ে। সে যে মৃত, তা বলে দেওয়ার দরকার হয় না। সঙ্গে-সঙ্গে পুনম আর টিনা ছুটতে লাগল ওপরে। নন্দিনী সাহস করে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। লোকটার শরীরের নিম্নাংশ জলের মধ্যে, স্রোত বয়ে যাচ্ছে তার ওপর দিয়ে। ঊর্ধ্বাঙ্গ শুকনো।

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

পরনে খুব মলিন ধুতি আর গেঞ্জি। এ দিকের কোনও শ্রমিক হবে। মুখ-চোখ বাঙালি বলে মনে হচ্ছে না। নন্দিনী চার পাশে তাকাল। কোথাও কেউ নেই। জঙ্গলের জীবন নির্বিঘ্নে চলছে। সে ধীরে-ধীরে উপরে উঠে আসতেই পুনম বলল, "লেটস্ গো ব্যাক।"

নন্দিনী বলল, "আমাদের উচিত এখনই পুলিশকে খবর দেওয়া।"

"পুলিশ ? পুলিশ কোথায় পাব ?"

"কেন ? সেই যে অফিসার—যিনি রেঞ্জারের সঙ্গে তখন ছিলেন।"

ওরা কেউ আর ওখানে দাঁড়াতে চাইছিল না। দ্রুত সবাই হাঁটতে লাগল ট্যুরিস্ট বাংলোর দিকে। মোড় ঘোরার আগে নন্দিনী একবার পেছন ফিরে তাকাল। জঙ্গল চিরে পেছনে পড়ে থাকা পথটা চমৎকার শান্ত। চোখ ফিরিয়ে নেবার আগে সে চমকে উঠল। চিৎকার করে বলল, "লুক্!"

ওরা তিনজনেই ভয়ার্ত চোখে পেছন ফিরল। কিন্তু ততক্ষণে প্রাণীটি রাস্তা পার হয়ে ওপারে চলে গিয়েছে। ওরা যেখানে দাঁড়িয়ে, তার দেড়শো গজ দূরে ঘটনাটা ঘটল। টিনা জিজ্ঞেস করল, "কী বল তো ?"

চিঙ্কি অস্ফুটে বলল, "গোরিলা। আই অ্যাম শিওর।"

পুনম বলল, "ভ্যাট ! ইন্ডিয়ার ফরেস্টে গোরিলা পাওয়া যায় না। বোধ হয় ভালুক।"

www.banglabookpdf.blogspot.com

নন্দিনী যতটুকু দেখেছে, ওরা তা দেখেনি। ভালুক হলে কি ওভাবে হাত তুলে দৌড়ে যায় ? প্রাণীটি কালচে লোমশ। কিন্তু দৌড়োবার ভঙ্গিতে নিজেকে গোপন করার প্রয়াস আছে। তা ছাড়া লম্বায় অতটা উঁচু কি ভালুক হয় ? যদিও এত দূর থেকে উচ্চতা মাপা শুধু দৃষ্টি দিয়ে অসম্ভব। কিন্তু এই জঙ্গলে যদি একটা অচেনা প্রাণী ওই চেহারা নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, তা হলে নিরস্ত্র হয়ে হাঁটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

ট্যুরিস্ট বাংলোর সামনে এসে পুনম বলল, "চল, অর্জুনকে বলি।"

নন্দিনী মাথা নাড়ল, "হোয়াই ? আমরাই তো রেঞ্জারকে রিপোর্ট করতে পারি।"

বাকি রাস্তাটুকু চুপচাপ কাটিয়ে ওরা গেট খুলে রেঞ্জারের অফিসে ঢুকল। এখন আর সকাল নেই। ডুয়ার্সের দুপুর মোটেই আরামদায়ক নয়। চার পাশে জঙ্গল থাকায় অবশ্য একটা ছায়া-ছায়া প্রলেপ তার ওপর পড়েছে। রেঞ্জার নেই। এক অল্পবয়সী ভদ্রলোক বাসি খবরের কাগজ পড়ছিলেন। ওদের দেখে আমতা-আমতা করে বললেন, "স্যার নেই। মাদারিহাটে গিয়েছেন।"

"কখন ফিরবেন ?" নন্দিনী জিজ্ঞেস করল।

"বিকেলে।"

"মাদারিহাট মানে যে রাস্তা দিয়ে আমরা জঙ্গলে ঢুকলাম ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

"কিন্তু আমাদের যে খুব জরুরি কথা বলার ছিল। এখনই!"

লোকটি উঠল। রেঞ্জারের টেবিলে একটা টেলিফোন রয়েছে। সেটির রিসিভার তুলে ঘন ঘন ট্যাপ করতে করতে অপারেটরকে পেল। একটা নম্বর পেয়ে মেয়েদের দিকে তাকিয়ে হাসল, "কপাল ভাল থাকলে স্যারকে পেয়ে যাব। হ্যালো, হলং রেঞ্জ অফিস থেকে বলছি। রেঞ্জার সাহেব আছেন? নেই। বেরিয়ে গিয়েছেন? কোথায়? আরে, হ্যালো, হ্যালো!" লোকটি কিছুক্ষণ চিৎকার করল। তারপর রিসিভার নামিয়ে মাথা নাড়ল, "নাঃ, স্যার বেরিয়ে গিয়েছেন!"

"তা হলে আপনি চলুন। আপনি তো এখানে কাজ করেন?" নন্দিনী বলল।

"হ্যাঁ। কিন্তু কোথায় যাব?"

"জঙ্গলে।"

"জঙ্গলে? না, না, হাতির পিঠে ছাড়া জঙ্গলে যাবেন না। তা ছাড়া এখন জঙ্গলে খুব গোলমেলে ব্যাপার হচ্ছে। হুটহাট যাবেন না।"

"কী গোলমাল?"

"রাষ্ট্রবিরোধী সমাজবিরোধীরা জঙ্গলে আশ্রয় নিচ্ছে।"

মেয়েরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল। নন্দিনী বলল, "শুনুন, আমরা একটু আগে বাংলোর পিছন দিকের রাস্তায় বেড়াতে গিয়েছিলাম। যেতে-যেতে যে কালভার্টটা পড়ে, তার নীচে একটা ডেডবডি দেখতে পেয়েছি। মনে হচ্ছে, লোকটাকে কেউ খুন করেছে। এই ব্যাপারটা আপনাদের জানাতে এসেছিলাম।"

www.banglabookpdf.blogspot.com

"কী? খুন? আবার?" লোকটি হাঁ হয়ে গেল।

"মানে? এখানে কি এর আগেও খুন হয়েছে?"

"হ্যাঁ। দিন-দশেক আগে জঙ্গলের ও পাশে একটা গ্রামের লোককে কেউ খুন করে ফেলে দিয়ে যায়। একটা বুড়ো বাঘ তার পেটের কিছুটা খেয়ে রেখে যায়।"

"তা হলে তো বাঘে মেরেছিল।" পুনম বলল।

"না, ম্যাডাম। লোকটার গলা ছুরি দিয়ে অর্ধেক কাটা ছিল। কোথায় বললেন? কালভার্টের নীচে? আবার ঝামেলা শুরু হল।" লোকটা এগিয়ে গিয়ে টেলিফোনের রিসিভার তুলল, "হ্যালো অপারেটার, থানায় দিন। জলদি। হ্যালো, থানা, বড়সাহেব আছেন? নেই? শুনুন হলং রেঞ্জ অফিস থেকে বলছি। আবার একজন খুন হয়েছে। তিন নম্বর কালভার্টের তলায় ডেডবডি। একজন না চারজন মহিলা, না না মহিলা খুন হয়নি, দাঁড়ান..." রিসিভারে হাত-চাপা দিয়ে লোকটা জিজ্ঞেস করল, "যে খুন হয়েছে, সে ছেলে না মেয়ে?"

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

"আপনাকে তখন বললাম একটা লোক পড়ে আছে।" নন্দিনী গম্ভীর মুখে বলতেই সে আবার রিসিভার থেকে হাত সরাল, "ছেলে। ছেলে খুন হয়েছে।"

রিসিভার নামিয়ে রেখে লোকটা যেন কিছুটা স্বস্তি পেল। তারপর বলল, "একটা খুন মানে কত ঝামেলা জানেন ? ঘন ঘন পুলিশ আসবে। আপনাদের কাছেও যাবে। আচ্ছা, আপনাদের সঙ্গে কোনও গার্জেন নেই ?"

"আছেন। তিনি বাংলোতে বসে আছেন।"

"তিনি দ্যাখেননি ডেডবডি ? তা হলে পুলিশকে আমি আর আপনাদের কথা না বলে তাঁর নাম বলে দিতাম। পুলিশ আর আপনাদের জিজ্ঞাসাবাদ করত না ?"

নন্দিনী বলল, "না, তিনি দ্যাখেননি। আচ্ছা, আর-একটা কথা বলুন তো। এই জঙ্গলে প্রায় পাঁচ ফুট লম্বা কালো লোমশ কোনও প্রাণী আছে, যে দু'পায়ে হাঁটতে পারে ? খুব জোরে হাঁটে ?"

লোকটি আঙুল তুলে ঘরের দেওয়ালে টাঙানো জীবজন্তুর ছবি দেখাল, "এই সব প্রাণী এখানকার জঙ্গলে আছে।"

ওরা উৎসুক হয়ে তাকাল। বাঘ, বাইসন, গণ্ডার, বুনো শুয়োর, হাতি থেকে আরম্ভ করে বন-মুরগি, সাপ ছড়িয়ে আছে জঙ্গলে, কিন্তু সেই বিদ্‌ঘুটে প্রাণীর ছবি দেওয়ালে টাঙানো নেই। নন্দিনী মাথা নাড়ল, "এই ছবির বাইরের কোনও জন্তু জঙ্গলে নেই বলতে চাইছেন ?"

www.banglabookpdf.blogspot.com

লোকটি বলল, "ম্যাডাম, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট যে সব জন্তুর ছবি পাঠিয়েছে, তার বাইরে কিছু না থাকারই কথা। তবে কাউকে যদি না বলেন যে আমি বলেছি—তা হলে বলতে পারি, আছে। এ রকম গভীর জঙ্গলে অনেক রকম জন্তু হঠাৎ-হঠাৎ দেখা যায়, যার নাম খাতায় লেখা নেই।"

"যেমন ?"

"একটা জন্তু আছে জানেন, যার গায়ে বড়-বড় আঁশ, গড়িয়ে গড়িয়ে চলে, কী নাম জানি না। বুনো কুকুর আছে কয়েকটা। খুব ভয়ঙ্কর।"

"লোমশ প্রাণী মানুষের মতো হাঁটে—তেমন কিছু ?"

"মাহুত একবার বলেছিল, কিন্তু আমরা কেউ চোখে দেখিনি।"

"কী বলেছিল মাহুত ?"

"জঙ্গলের ভেতরে সকালে যখন ভিজিটার্সদের নিয়ে যায়, তখন একদিন হাতির পিঠে বসে একটা গোরিলার মতো প্রাণী দেখেছিল। এক পলক। সে কথা শুনে রেঞ্জার সাহেব বলেছিলেন, নির্ঘাৎ ভালুক। আমি অবশ্য এত দিন এখানে আছি, কিন্তু কোনও ভালুক দেখিনি।"

নন্দিনীরা ঘর থেকে বেরিয়ে এল। ঘড়িতে এখন প্রায় বারোটা। যদিও কারও খিদে পায়নি। এই জায়গাটায় সম্ভবত ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কর্মচারীদের

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

বাড়ি-ঘর রয়েছে। ফলে একটা পাড়া-পাড়া ভাব। ওরা চুপচাপ হাঁটছিল। পুনম বলল, "বেশ থ্রিলিং ব্যাপার, না রে ?"

টিনা বলল, "অদ্ভুত তো ! একটা লোক খুন হল, আর তুই থ্রিলড্ হচ্ছিস ?"

এই সময় ওরা অর্জুনকে দেখতে পেল। পায়ে চপ্পল, পরনে একই শার্ট-প্যান্ট। দূর থেকে তাকে দেখে নন্দিনী বলল, "গাইডবাবু। এখন খুঁজতে বেরিয়েছেন ! নিশ্চয়ই আমাদের বলবেন, কেন ওঁকে না জানিয়ে বেরিয়েছি !"

মুখোমুখি হতেই অর্জুন কিছু বলার আগেই নন্দিনী বলল, "আচ্ছা মানুষ তো আপনি, ঘরের দরজা বন্ধ করে থেকে গেলেন ?"

"দরজা বন্ধ ? কই না তো ! খোলাই তো ছিল !"

"কী করছিলেন এতক্ষণ ?"

"আপনারা যে বেরিয়ে পড়বেন, তা বুঝিনি। কোথায় গিয়েছিলেন ?" অর্জুন চট করে বলতে চাইল না যে, সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। তার বলার মধ্যে এমন সারল্য ছিল যে, নন্দিনী আর খেলাতে চাইল না। দু' নম্বর কালভার্টের গায়ে হেলান দিয়ে বসে ওকে সব কথা খুলে বলল।

শুনতে শুনতে অর্জুনের মুখ শক্ত হয়ে গেল। সে বলল, "আপনারা বড্ড বেশি ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছিলেন। আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, রতনলালবাবুকে ফরেস্ট অফিসার আর ও.সি. বলেছিলেন, এখানকার আবহাওয়া ঠিক নেই। আমি একটু আগে বেয়ারাদের কাছে জানতে পারলাম, কিছু অ্যান্টি-সোশ্যাল এলিমেন্ট এই জঙ্গলে বাসা বেঁধেছে। তারা বাংলো পুড়িয়ে দেয়, ডাকাতি করে। তাদেরই কেউ হয়তো খুন হয়েছে। তাই ও রকম জায়গায় একা যাওয়া ঠিক হয়নি।"

www.banglabookpdf.blogspot.com

"যে লোকটি খুন হয়েছে, সে নেহাতই গ্রাম্য মানুষ।"

"হতে পারে। এ-নিয়ে আমাদের মাথা ঘামানোর কোনও দরকার নেই।" অর্জুন বলল, "চলুন, স্নান করে খেয়েদেয়ে রেস্ট নিন। বিকেলের পর থেকে অনেক রকম জন্তু আসে সামনের ঘাসের জঙ্গলে নুন খেতে।"

ওরা হাঁটছিল বাংলোর দিকে। কিন্তু এরই মধ্যে অর্জুনের কৌতূহল হচ্ছিল। গ্রাম্য ঝগড়ায় অবশ্য কোনও গ্রামের মানুষ খুন হতে পারে, কিন্তু তার শরীর কেন জঙ্গলের ভেতরে কালভার্টের নীচে পাওয়া যাবে ? খুনি কি হত্যাকাণ্ড লুকিয়ে ফেলতে লোকটাকে ওখানে নিয়ে এসে খুন করেছে ? কিন্তু এত ঘন ঘন এখানে হত্যাকাণ্ড হবেই বা কেন ? অর্জুন দাঁড়িয়ে পড়ল। নন্দিনী জিজ্ঞেস করল, "কী হল আপনার ?"

"আমি একবার কালভার্টটার কাছ থেকে ঘুরে আসছি।" অর্জুন বলল।

টিনা মাথা নাড়ল, "না, প্লিজ, একা যাবেন না।"

অর্জুন হাসল, "আমার কিছু হবে না।"

"কিন্তু ওখানে নাম-না-জানা একটা বন্যজন্তু দেখেছি আমরা।"

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

"সেটাই আমার কাছে অদ্ভুত লাগছে। জলদাপাড়ায় গণ্ডার, বাইসন, হাতি আর কয়েকটা বাঘ ছাড়া কোনও বড় প্রাণী নেই বলে শুনেছিলাম। আপনারা ঘরে গিয়ে স্নানটান করুন। আমি ঘুরে আসছি।"

টিনা বলল, "আপনার দায়িত্ব কিন্তু আমাদের দেখাশোনা করা। ওখানে গিয়ে যদি কোনও দুর্ঘটনা হয়, তা হলে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না।"

অর্জুনের মনে হল, কথাটা ঠিক। কিন্তু তার মেজাজ খিঁচড়ে গেল। কয়েকটা বাচ্চা মেয়ের গাইড হতে সে কি কখনও চেয়েছিল? ম্যানেজারি করা? মালবাজারে সোনার ব্যাপারটা, এখানে খুন—এ সব তাকে উপেক্ষা করে থাকতে হবে? একজন সত্যসন্ধানী হয়ে সেটা করা কতখানি বেদনাদায়ক, তা এরা বুঝবে কী করে? সে কাঁধ নাচিয়ে বাংলোর ভেতরে ঢুকল। মেয়েরা কলবল করতে-করতে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, এমন সময় একটা গাড়ির আওয়াজ পাওয়া গেল। অর্জুন ঘাড় ঘুরিয়ে জিপটাকে দেখতে পেল। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে আসছিল সেটা। হঠাৎ বাংলোর মুখটায় দাঁড়িয়ে পড়ল। মিস্টার বিশ্বাস নেমে দাঁড়ালেন। চিৎকার করে জিজ্ঞেস করলেন, "কোনও অসুবিধে হয়নি তো?"

জবাব না দিয়ে অর্জুন হাত তুলে দাঁড়াতে বলল। প্রায় দৌড়েই সে জিপের কাছে পৌঁছে বলল, "একটু আগে আপনাকে টেলিফোনে ধরার চেষ্টা করা হয়েছিল। ও, আপনিও আছেন?" জিপের ভেতরে বসা মিস্টার আহমেদের দিকে তাকিয়ে বলল অর্জুন, "খুব ভাল হল, আপনাকে থানাতে ফোন করা হয়েছে।"

www.banglabookpdf.blogspot.com

"কী ব্যাপার বলুন তো?" মিস্টার বিশ্বাস জিজ্ঞেস করলেন অবাক হয়ে।

"আপনাদের জঙ্গলে একটা ডেডবডি দেখেছে মেয়েরা।"

"ডেডবডি? কোথায়?" মিস্টার আহমেদ জিজ্ঞেস করলেন।

"তিন নম্বর কালভার্টের নীচে।"

"সে কী!" মিস্টার বিশ্বাস হতভম্ব, "মেয়েরা সেটা দেখল কী করে?"

"বেড়াতে বেড়াতে গিয়েছিল। তারপরেই আপনার অফিসে রিপোর্ট করেছে।"

"আপনিও দেখেছেন?"

'না। আমি তখন বাংলোয় ছিলাম।"

মিস্টার বিশ্বাস জিপে উঠে বসলেন, "ড্রাইভার, গাড়ি ঘোরাও।'

অর্জুন এগিয়ে গেল, "কিছু মনে করবেন না, আমি আপনাদের সঙ্গে যেতে পারি?"

"আমরা অফিসিয়াল ডিউটিতে যাচ্ছি।"

"আমি জানি। আপনি বোধ হয় মিস্টার অমল সোমের নাম শুনেছেন। আমি তাঁর সহকারী। আমার নাম অর্জুন।"

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

"অর্জুন ?" মিস্টার আহমেদ বললেন, "আপনিই লাইটার প্রবলেম সলভ করেছেন ? খুঁটিমারি রেঞ্জের প্রবলেমটাও কি আপনারই সলভ করা ?"

অর্জুন বিনীত হাসি হাসল। মিস্টার বিশ্বাস বললেন, "তাই বলুন। উঠে পড়ুন ভাই। আপনার পরিচয় তো জানতাম না। তা, এই মেয়েদের সঙ্গে কী করে এলেন ?"

"এটা একটা অ্যাসাইনমেন্ট।" গাড়িতে উঠতে-উঠতে অর্জুন বলল।

মিস্টার আহমেদ হাসলেন, "আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে ভাল লাগছে।"

বিশ্বাস বললেন, "তা তো হল। কিন্তু আবার কী ঝামেলায় পড়লাম বলুন তো !"

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "ক' দিন আগে যে লোকটা খুন হয়েছে, তার কোনও কিনারা হল ?"

মিস্টার আহমেদ চলন্ত জিপে বসে বললেন, "মনে হচ্ছে পলিটিক্যাল মার্ডার। এ সব এলাকায় প্রচুর উগ্রপন্থী শেল্টার নিয়েছে। নিজেদের মধ্যে মতবিরোধ থেকে খুন হওয়া আশ্চর্যের নয়।"

অর্জুন কোনও কথা বলল না। আজকাল পলিটিক্যাল মার্ডার বলে অনেক খুনের তদন্ত চাপা দেওয়া যায়। আর তদন্ত করে সুরাহা না পেলে ওই শব্দ দুটো বলে পাশ কাটাতে অসুবিধে হয় না। দু' পাশে জঙ্গল রেখে জিপ থামল তিন নম্বর কালভার্টের পাশে। টপাটপ জিপ থেকে নেমে পড়লেন অফিসাররা। অর্জুন তাঁদের অনুসরণ করল। পাথর ডিঙিয়ে-ডিঙিয়ে জলের কাছে পৌঁছে এপাশ-ওপাশ তাকিয়েও কোনও মৃতদেহের দর্শন পাওয়া গেল না। মিস্টার বিশ্বাস অর্জুনের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, "কোথায় দেখেছিল বলুন তো ?"

www.banglabookpdf.blogspot.com

"কালভার্টের নীচে।"

"ওখানে তো কিছুই দেখা যাচ্ছে না।"

সত্যি কিছুই নেই। অর্জুন পাথরে পা ফেলে এগিয়ে গেল কালভার্টের নীচে। মৃতদেহ থাকলে তাদের দেখে লুকিয়ে পড়ত না। মিস্টার আহমেদ দূরে দাঁড়িয়ে হাসলেন, "আপনার সঙ্গিনীরা বোধহয় 'হার্ডি বয়েস' কিংবা 'ফেমাস ফাইভ' পড়ে খুব ?"

অর্জুন প্রতিবাদ করল, "না। ওরা তেমন বাচ্চা নয়।"

"তা হলে হ্যাডলি চেজ কিংবা জেমস বন্ড ?"

অর্জুন জবাব দিল না। মেয়েরা বলেছিল, মৃতদেহের অর্ধেকটা জলে ডোবা ছিল। সে এগিয়ে গেল জলের কাছে। হঠাৎ চোখে পড়ল, একটা পাথরের অনেকটা ভিজে রয়েছে। আশে পাশের সব ক'টা পাথরের ওপরই শুকনো খটখটে। অর্জুন পাশে গিয়ে দাঁড়াল। পাথরের ওপরের ধুলোয় একটা ঘষটানো দাগ। তারপরেই পায়ের ছাপ চোখে পড়ল। একটুখানি ধুলোমাটির

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

ওপর একজোড়া পা। অর্জুন হাত নেড়ে অফিসারদের কাছে ডাকল। মিস্টার বিশ্বাস আসতে-আসতে বললেন, "কোনও লোক টায়ার্ড হয়ে হয়তো কালভার্টের ছায়ায় ঘুমোচ্ছিল, দড়িকে সাপ ভেবেছে মেয়েরা।"

অর্জুন মাথা নাড়ল, "কিন্তু এখান থেকে কাউকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মিস্টার আহমেদ, আপনি এই জায়গাটা ভাল করে দেখুন।" সে তার সন্দেহের কারণ আরও বিশদভাবে বলল। পুলিশ-অফিসার সেটা শুনে খুঁটিয়ে দেখলেন। তারপর বললেন, "আপনার কথা সত্যি হলে এখানে একটা ডেডবডি ছিল এবং মেয়েরা আবিষ্কার করার পর কেউ সেটাকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছে।"

অর্জুন জলের ও পাশের জঙ্গলটাকে দেখছিল। ঝোরার জল খুব বেশি নয়। মাঝে-মাঝে হাঁটুর বেশি নয়। যে কেউ ও পার থেকে এসে...। না, ওপার থেকে নয়, মাটির দাগ বলছে যে কোনও ভারী জিনিসকে এ পাশেই নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এ দিকে ঘাসের ওপর পায়ের চাপ এখনও মিলিয়ে যায়নি। সে ঘাসের দাগ দেখে আরও একটু এগোল। এখান থেকে হাঁটলে রাস্তায় গিয়ে উঠতে হবে। কোনও পথ নেই। লতা-ঘাস আর মাটির ওপর পায়ের ছাপ স্পষ্ট। পা বেশ গভীর হয়ে মাটিতে বসে ছিল। সে মিস্টার আহমেদকে সেখানে ডেকে দেখাল।

এবার ধীরে-ধীরে ওরা পাহাড়ে চড়ার কষ্ট করে রাস্তায় উঠে এল। মিস্টার আহমেদ বললেন, "কিন্তু অর্জুনবাবু, আমরা নিজেরাই এই পথে উঠতে যে কষ্ট করলাম, তাতে কি আপনার মনে হচ্ছে কেউ আর একটা ডেডবডি নিয়ে উঠতে পারবে?"

"লোকটা যদি প্রচণ্ড শক্তিশালী হয়?"

"এ দিকের সমস্ত শক্তিশালী মানুষের ঠিকানা পুলিশের খাতায় লেখা আছে।"

"যদি মানুষ না হয়?"

"তার মানে?" এবার মিস্টার বিশ্বাস ঘুরে দাঁড়ান।

"আপনার জঙ্গলে এমন একটা প্রাণীকে মেয়েরা আজ দেখেছে, যার আকৃতি অনেকটা গোরিলার মতো, লম্বায় অন্তত ফিট পাঁচেক। ওরা অবশ্য অনেক দূর থেকে দেখেছে।"

হোহো করে হেসে উঠলেন মিস্টার বিশ্বাস। সামনের একটা গাছ থেকে এক ঝাঁক টিয়া আকাশ সবুজ করে উড়ে গেল ভয় পেয়ে। বিশ্বাস বললেন, "এই জঙ্গলে গোরিলা? আপনার সঙ্গিনীদের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। হনুমান ছাড়া কিছু নেই। আর হনুমানদের পক্ষে একটা মানুষের শরীর বয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।"

অর্জুন কথাটার প্রতিবাদ করতে পারল না। সে জানে, ওই রকম জন্তুর

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

এখানে থাকার কথা নয়। তবু রাস্তা পেরিয়ে ও জঙ্গলের ধারে গিয়ে দাঁড়াল। বেশ কিছুক্ষণ পরীক্ষা করার পর মনে হল, জঙ্গল সরিয়ে কেউ হয়তো ও পাশে নেমে গিয়েছে। এখনও গাছপালা নিজেদের ডালপাতা স্বাভাবিক করেনি। সে দাগ লক্ষ করে নেমে পড়ল। বিশ্বাস বললেন, "ওভাবে যাওয়াটা ঠিক হচ্ছে না। সাপ থাকতে পারে।"

আহমেদ বললেন, "ওয়াইল্ড গুজ চেজ করছেন আপনি ?"

কিন্তু চার-চারটে মেয়ে মিথ্যে দেখতে পারে না। মিনিট-পনেরো খোঁজাখুঁজি করার পর সে পাখিদের চিৎকার শুনতে পেল। একটা গাছের ডালে পাখিরা অনবরত চিৎকার করে যাচ্ছে। এখন অর্জুনের চার পাশে ঘন জঙ্গল। রাস্তা চোখের আড়ালে চলে যাওয়ায় সে অফিসারদের দেখতে পাচ্ছে না। হঠাৎ মনে হল আশে পাশে কেউ আছে। এই মনে হওয়াটার কোনও কারণ নেই, কিন্তু ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় যেন সাবধান করে দিচ্ছিল অর্জুনকে। সে ঘুরে দাঁড়াতেই ওপর থেকে একটা ভারী জিনিস ঝাঁপিয়ে পড়ল মাথার ওপরে। পড়ে যেতে যেতে অর্জুন পরিত্রাহি চিৎকার করল। চোখ বন্ধ হবার আগে একটা লোমশ পেট-বুক নজরে এল।

চোখ মেলতেই বিশ্বাসের মুখ দেখতে পেল অর্জুন। ঝুঁকে পড়ে ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, "কী হয়েছিল আপনার ?"

অর্জুন মাথা তুলতে গিয়ে ঘাড়ে প্রচণ্ড বেদনা অনুভব করল। তবু সে উঠে বসল। ঘাড় এবং কোমরে ব্যথা। দাঁতে দাঁত চেপে অর্জুন সেটা সহ্য করতে চাইল। তাকে এখন তুলে নিয়ে আসা হয়েছে রাস্তায়। আর তখনই একটা জিপকে দ্রুত গতিতে আসতে দেখা গেল উলটো দিক দিয়ে। মিস্টার আহমেদ বললেন, "থানা থেকে ফোর্স আসছে মনে হচ্ছে।"

www.banglabookpdf.blogspot.com

অর্জুন বলল, "প্লিজ, আপনারা এ পাশের জঙ্গলটা ভাল করে খুঁজে দেখুন। আমাকে আক্রমণ করা হয়েছিল। আচমকা।"

আহমেদ সজাগ হলেন, "ক'জন ছিল ?"

"একজনই। একটা লোমশ বুক-পেট। আর কিছু দেখতে পাইনি।"

জিপটা থামতেই আহমেদ তাদের নির্দেশটা জানিয়ে দিলেন। মিনিট-দশেকের মধ্যে পুলিশদের চিৎকারে জানা গেল, ওরা ডেডবডি খুঁজে পেয়েছে। শেষ পর্যন্ত একটা লম্বা গাছের ডালে শরীরটাকে ঝুলিয়ে ওরা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল। পরিষ্কার রাস্তায় শুইয়ে দেওয়া হল মৃতদেহকে। কোনও লোমশ জন্তুর চিহ্ন এই জঙ্গলের ধারে-কাছে খুঁজে পাওয়া যায়নি। বিস্ময় বেড়ে যাচ্ছিল অর্জুনের। সে ভুল করছে না। জন্তুটা ওখানে ছিলই। নন্দিনীরা ঠিকই দেখেছিল। নিশ্চয়ই লোকজন দেখে সে হাওয়া হয়ে গিয়েছে। জঙ্গলটা অনেকখানি জায়গা নিয়ে, যে-কোনও জন্তুর পক্ষে নিরাপদ জায়গা খুঁজে পেতে অসুবিধে হবার কথা নয়।

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

মিস্টার বিশ্বাসের কথা কানে এল, "এই লোকটাকে এর আগে দেখেছি বলে মনে হয় না। আপনারা কেউ চিনতে পারছেন একে ?"

পুলিশ কোনও উত্তর দিল না। আহমেদ জিপের ড্রাইভারকে নির্দেশ দিলেন, ফরেস্ট অফিসের কোনও দারোয়ানকে তুলে আনতে। জিপ বেরিয়ে গেল।

অর্জুন দেখল, লোকটি এখানকার আদিবাসী সম্প্রদায়ের একজন। ওর ধুতি এবং পা এখনও ভিজে। তার মানে মেয়েরা ভুল দেখেনি। কিন্তু এত অল্প সময়ের মধ্যে মৃতদেহটাকে কালভার্টের নীচ থেকে ওই জঙ্গলে নিয়ে যাওয়া হল কেন ? কে বা কারা এই কাজটা করল ?

অর্জুন ভিড় থেকে সরে এল। ধীরে-ধীরে কালভার্টের সামনে দাঁড়াল। তিরতির করে ঝোরার জল বয়ে যাচ্ছে। এখানকার পৃথিবী বেশ শান্ত। খুনটা এখানে হয়নি। হলে মৃতদেহের আশ পাশে রক্তের চিহ্ন দেখা যেত। আচ্ছা, মৃতদেহে কি রক্তের দাগ রয়েছে ? সে দ্রুত চলে এল মৃতদেহের পাশে। খুঁটিয়ে দেখতে লাগল।

আহমেদ জিজ্ঞেস করল, "কী দেখছেন ?"

"লোকটা মরল কীভাবে ?"

"বুঝতে পারছি না। অ্যাপারেন্টলি কোনও ক্ষত চোখে পড়ছে না।"

অর্জুন শরীরটার পাশে বসে পড়ল। মৃতদেহ দেখে মনে হচ্ছে চব্বিশ ঘণ্টা আগেও লোকটা বেঁচে ছিল। পচন শুরু হলেও সেটা মারাত্মক পর্যায়ে পৌঁছায়নি। কোথাও কোনও চিহ্ন নেই। পোস্টমর্টেম না করলে বোঝা যাবে না। এই জঙ্গলে সেটা ঠিক-মতো করার ব্যবস্থা আছে কি না কে জানে।

www.banglabookpdf.blogspot.com

এই সময় জিপ ফিরে এল। ফরেস্ট অফিসের একজন গার্ড জিপ থেকে নেমে মিস্টার বিশ্বাসকে সেলাম করল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "দ্যাখো তো, চেনো কি না ?"

লোকটাও এ-দেশীয়। দু' বার তাকাতে হল না তাকে, "হাঁ সাব। ওই উত্তর দিকের গ্রামে থাকে। হাটে-হাটে ঘুরে তামাক বিক্রি করে।"

"ওর সঙ্গে তোমার আলাপ ছিল ?"

"দু'-একবার কথা বলেছিলাম।"

"এই জঙ্গলে ও কেন এসেছে বলতে পারো ?"

"না সাব।"

"ঠিক আছে, তুমি যাও।"

মৃতদেহ তুলে নিয়ে গেল পুলিশ। আহমেদ যাওয়ার আগে বলে গেলেন যে, তিনি বিকেলে আসবেন একবার। বিশ্বাসের সঙ্গে হাঁটতে-হাঁটতে ফিরছিল অর্জুন। ওঁর ধারণা : জঙ্গলে আশ্রয় নিতে-আসা উগ্রপন্থীদের সঙ্গে গ্রামবাসীদের সংঘর্ষ ঘটায় ওরাই খুন করে রেখে গেছে। অর্জুন একমত হল না। সেরকম কিছু ঘটলে সামনাসামনি ক্ষত দেখা যেত, রক্ত ছড়িয়ে থাকত।

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

কিন্তু মিস্টার বিশ্বাস অন্য কোনও যুক্তি খুঁজে পাচ্ছিলেন না। গ্রামবাসীদের নিজেদের মধ্যে ঝগড়া হলে হত্যার জন্য জঙ্গলের এত ভেতরে আসার প্রয়োজন পড়বে না। তা ছাড়া ওই লোমশ জন্তুর গল্প নেহাতই গপ্পো। প্রতি বছর এই সব জঙ্গলে ভাল করে সার্ভে করা হয়। থাবা গুনে বাঘের সংখ্যা সঠিকভাবে যেখানে পাওয়া যায়, সেখানে অমন জন্তু সবার চোখের আড়ালে থেকে যাবে এমন হতেই পারে না। মেয়েরা ভুল দেখেছিল আর অর্জুন সেটা নিয়ে বেশি ভেবেছিল বলে একটা বড় হনুমানকেও ওই কল্পনায় এঁকে ফেলেছে। কিন্তু তার কাছে একটাই বিস্ময়, মৃতদেহটা জায়গা বদলাল কী করে? মেয়েরা যে ওটাকে কালভার্টের নীচে দেখেছিল, তা অস্বীকার করার তো উপায় নেই। ভদ্রলোক বললেন, "একেই হাজারটা ঝামেলা নিয়ে আছি, তার ওপর আর একটা যোগ হল।"

বাংলোর কাছাকাছি এসে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "ওই লোকটার গ্রামে কি খোঁজ-খবর করতে যাবেন? আমার এ-ব্যাপারে কৌতূহল হচ্ছে।"

"ওটা পুলিশের কাজ। আমার এলাকা নয়। তবে যখন আপনি ইন্টারেস্টেড, তখন আহমেদকে বলতে পারি আপনার কথা।"

মিস্টার বিশ্বাসের কাছে বিদায় নিয়ে বাংলোয় ঢুকল অর্জুন। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠার সময় দোতলার খোলা দরজাটি চোখে পড়ল। সেই মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন। বাঁ-দিকের নীচের ঠোঁট দাঁতে কামড়ে এক-দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন অর্জুনের দিকে। অর্জুন মাথা নিচু করে ওপরে উঠে এল। এই ভদ্রমহিলা কে? উনি কি একা আছেন? কোনও পুরুষসঙ্গী ছাড়া এত গভীর জঙ্গলে কেউ বেড়াতে আসে না! মিস্টার বিশ্বাসকে পরে এঁর কথা জিজ্ঞেস করতে হবে। ইনি কেন সারাক্ষণ দরজা খুলে দাঁড়িয়ে থাকবেন?

www.banglabookpdf.blogspot.com

নন্দিনীরা নিজেদের ঘরেই ছিল। ওদের বিরক্ত না করে অর্জুন নিজের ঘরে ঢুকল। শরীরে ঘাম জমছে। ব্যাগ থেকে পাজামা-পাঞ্জাবি বের করে সে বাথরুমে ঢুকে গেল। বেশ বড় বাথরুম। শাওয়ার রয়েছে। পাশে খোলা জানালা দিয়ে জঙ্গলটা দেখা যাচ্ছে। খুব কাছে। দাড়ি কামাতে-কামাতে অর্জুন জন্তুটার কথা ভাবছিল। মৃতদেহকে ও-ই সরিয়ে নিয়ে গিয়েছে সন্দেহ নেই। অর্থাৎ, মেয়েরা মৃতদেহ আবিষ্কার করার পর জন্তুটা সেটাকে লুকিয়ে রাখতে চেয়েছিল। এ রকম অদ্ভুত ব্যাপার সে আগে কখনও শোনেনি। মৃতদেহ খেতে আগ্রহী জন্তুরা কি দুই পায়ে চলে, যত দূর মনে পড়ছে, দুই পা যারা ব্যবহার করে, তারা নিরামিষাশী হয়। শাওয়ারের নীচে দাঁড়িয়ে চোখ বন্ধ করেছিল সে। খামোকা জড়িয়ে যাচ্ছে কি কোনও ঝামেলায়? সে এসেছে চারটে মেয়েকে গাইড করতে। এ সব কেস নিয়ে মাথা ঘামাতে সে আসেনি। স্নান শেষ করে মাথা মুছতে-মুছতে সে খোলা জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। জঙ্গলের ওপরে এখন কড়া রোদ। হঠাৎ অর্জুন চমকে উঠল। তার মনে হল,

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

সামনের গাছগুলোর আড়াল থেকে কেউ বেরিয়ে এসেছিল, তাকে দেখামাত্র চট করে সরে গেল। সে ঠিক দেখেছে। কেউ একজন—তার চেহারা স্পষ্ট হয়নি, কিন্তু সে ধরা দিতে চায়নি। এখনই যদি দৌড়ে ওখানে যাওয়া যেত তা হলে...না, জামাকাপড় পরতে-পরতে ও উধাও হয়ে যাবে। ব্যাপারটা মাথা থেকে কিছুতেই যাচ্ছিল না। একটা লোক খামোকা কেন তাকে দেখে লুকোতে যাবে ? ও কি লুকিয়ে কাউকে দেখতে এসেছিল ? এখানকার সাধারণ মানুষ জঙ্গলের এত গভীরে আসে না। যে এসেছে, তার নিশ্চয়ই বিশেষ উদ্দেশ্য রয়েছে। সেটা কী ? একবার মনে হল মেয়েদের সাবধান করা দরকার। এই সময় বাইরের দরজায় শব্দ হল। পাজামা-পাঞ্জাবি পরে বাইরে বেরিয়ে এল অর্জুন। দরজা খুলে দেখল, লাঞ্চের ট্রে হাতে বেয়ারা দাঁড়িয়ে আছে, "সবকোই কো খানা হো গিয়া সাব।"

"ওই মেমসাহেবরা খেয়েছে ?"

"জি সাব।"

লোকটা টেবিলে খাবার রাখল। চুল আঁচড়াতে-আঁচড়াতে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "তুমি এই বাংলোয় কদ্দিন আছ ?"

"পাঁচ সাল সাব।" লোকটা জবাব দিল।

"আচ্ছা, দোতলায় এক ভদ্রমহিলাকে দেখলাম। উনি কি একা আছেন ?"

"হাঁ সাব। মেমসাব এক সাব কা সাথ আয়া থা। সাব গিয়া শিলিগুড়ি। মেমসাব ইহাঁ আকেলা হ্যায়। ঘরসে নেহি নিকলাতা।"

www.banglabookpdf.blogspot.com

"কোত্থেকে এসেছেন উনি ?"

"নেহি জানতা সাব।"

"আচ্ছা, আর একটা কথা, গত পাঁচ বছরে এই বাংলোয় কোনও গোলমাল হয়েছে ? এই ধরো চুরি-চামারি, খুন-খারাপি ?"

"নেহি সাব। বিলকুল নেহি হুয়া।"

"ঠিক আছে, তুমি পরে এসে ট্রে নিয়ে যেও।"

খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে বিছানায় শুয়ে যেই সে সিগারেট ধরিয়েছে, অমনি মেয়েরা এল। নন্দিনী বলল, "বেয়ারার কাছে শুনলাম ভোরবেলায় হাতির পিঠে জঙ্গল ঘোরাতে নিয়ে যাওয়া হয়। আমরা যাব।"

"যাবেন।"

"আগে থেকে সেটা জানাতে হবে না ?"

"জানিয়ে দেব।"

চিঙ্কি বলল, "আপনি কোথায় গিয়েছিলেন ?"

"ডেডবডি দেখতে।"

"ও, আপনি তো গোয়েন্দা।"

"না, আমি সত্যসন্ধানী।"

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

নন্দিনী বলল, "আপনি কি ওই রেঞ্জারের দেখা পেয়েছিলেন ?"

"ওঁর সঙ্গেই গিয়েছিলাম। কিন্তু উনি বলছেন, আপনারা যে লোমশ প্রাণীটিকে দেখেছেন—এই জঙ্গলে সে রকম প্রাণী নেই।"

"মিথ্যে কথা।" ফুঁসে উঠল নন্দিনী, "আমরা স্পষ্ট দেখেছি।"

"যাক। এ নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনও দরকার নেই।"

"কিন্তু আমরা এখানে খুব বেশি বোর হচ্ছি।" পুনম বলল।

"মানে ?"

"চার পাশে জঙ্গল। ঘরে বসে থাকতে হচ্ছে। এ জন্যে নিশ্চয়ই দিল্লি থেকে এত দূরে আমরা আসিনি। এর চেয়ে বেশি পয়সা দিয়ে দার্জিলিং-এ গেলে আমরা বেশি আনন্দ পেতাম। সেখানে অনেক-কিছু দেখার আছে।"

"অবশ্যই। দার্জিলিং হলং-এর থেকে অনেক বেশি আকর্ষক। তবে এখানে যে জন্তু-জানোয়ার দেখতে পাবেন, তা কিন্তু দার্জিলিং-এ নেই। আর হ্যাঁ, একটা কথা বলব, যে-খুনটা আজ এখানে হয়েছে, আজই হয়েছে ধরে নিচ্ছি, সেই পরিপ্রেক্ষিতে আপনাদের কোনও এসকর্ট ছাড়া জঙ্গলে ঢুকে পড়া ঠিক হবে না।"

নন্দিনী ভ্রূ কোঁচকাল, "কেন ?"

"জঙ্গলে কিছু উগ্রপন্থী আশ্রয় নিয়েছে। তারা বোধহয় আপনাদের উপস্থিতি ভাল চোখে নেবে না। তা ছাড়া, ওই মৃতদেহটি নিশ্চয়ই আরও অনেক ঝামেলা ডেকে আনবে।"

www.banglabookpdf.blogspot.com

টিনা বলল, "তা হলে আজই এই জঙ্গল ছেড়ে আমরা শহরে চলে যাচ্ছি না কেন ?"

"আপনারা যদি যেতে চান, তা হলে আমি নিশ্চয়ই নিয়ে যাব।"

"না।" মাথা নাড়ল নন্দিনী, "এখানে এসে আমার খুব ভাল লাগছে। তোরা কি একটা অ্যাডভেঞ্চার করতে ভয় পাচ্ছিস ?"

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "অ্যাডভেঞ্চার মানে ?"

নন্দিনী বলল, "বাংলোর বেয়ারার কাছে জানতে পারলাম, এখান থেকে এক কিলোমিটার দূরে একটা ওয়াচ টাওয়ার আছে। সেখানে রাত কাটালে নানা রকম জীবজন্তুকে খুব কাছ থেকে দেখা যায়, যাদের দিনের বেলায় দেখতে পাওয়া অসম্ভব। আজ রাত্রে আমরা সেখানে যাব।"

চিঙ্কি বলল, "লেটস্ গো।"

মেয়েরা ঘাড় নেড়ে দরজার দিকে এগোতে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "কোথায় যাচ্ছেন ?"

"একটু হাঁটব।" নন্দিনী ঘুরে দাঁড়াল, "জঙ্গলে এসে ঘরে বসে থাকব নাকি ?"

সে প্রতিবাদ করার চেষ্টা করল, "অত ভোরে উঠেছেন, তার ওপর আজ

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

রাত্রেও জেগে থাকতে হবে, দুপুরে একটু ঘুমিয়ে নিলে শরীর ঠিক থাকত।"

"ওঃ, মিস্টার গাইড, আমরা কি খুব শিশু, কী মনে হয় আপনার?" কথাটা বলে নন্দিনী হাসতে-হাসতে মেয়েদের সঙ্গে বেরিয়ে গেল।

বেশ রাগ হল অর্জুনের। অত্যন্ত অবাধ্য মেয়েগুলো। তার কথা যদি শুনতেই না চায়, তা হলে সে আছে কেন? অথচ ওরা বাইরে ঘুরবে আর সে ঘরে বসে হাই তুলবে তাও হতে পারে না। কিছু হলে অমলদাকে কৈফিয়ত তো তাকেই দিতে হবে। সেজেগুজে বেরিয়ে এল অর্জুন। দোতলায় নামার সময় সে ঘাড় ঘুরিয়ে দরজাটার দিকে তাকাল। পরদা ফেলা, কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

লনে নামতে-নামতে সে মেয়েদের দেখতে পেল। যাক বাবা, ওরা ফরেস্ট অফিসের দিকে যাচ্ছে। ও দিকে কোনও বিপদ নেই। অর্জুন সেদিকেই হাঁটতে লাগল। মেয়েদের সঙ্গে তার দূরত্ব বেশ অনেকটাই। দু' পাশে জঙ্গল। সামনে এক নম্বর কালভার্ট। হঠাৎ সে দাঁড়িয়ে পড়ল। একটা লোক কালভার্টের আড়ালে দাঁড়িয়ে মেয়েদের দিকে এমন ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে যে, সন্দেহ না এসে যায় না। অনেক সময় কিছু বদ প্রকৃতির লোক এমন কাণ্ড করে, কিন্তু লোকটা তো নেহাতই গ্রাম্য মানুষ। অর্জুনের ঝাপসা মনে পড়ল, স্নান করার সময় এক ঝলকে যে লোকটা গাছের আড়ালে চলে গিয়েছিল তার পোশাকও এমন ছিল। অর্জুন চটপট একটা গাছের আড়ালে চলে গেল। লোকটা আর এগোচ্ছে না, কিন্তু দাঁড়িয়ে ভাবছে। এই সময় ফরেস্ট অফিসের দিক থেকে একটা গাড়ির আওয়াজ ভেসে আসতেই লোকটা তিড়িং করে কালভার্টের দিকে চলে গেল। অর্জুন তাকে এখনও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে।

www.banglabookpdf.blogspot.com

প্রাইভেট নয়, একটা ট্যাক্সি সোজা চলে গেল বাংলোর দিকে। পেছনে যে বসে আছে, তাকে স্পষ্ট দেখতে পেল না। মনে পড়ে যাওয়াতে ঘাড় ঘুরিয়ে সে আর-একবার নম্বরটা দেখতে চাইল। না শিলিগুড়ির সেই ট্যাক্সি নয়।

অর্জুন লোকটিকে দেখল। নেই। একটু আগে যে ওখানে দাঁড়িয়েছিল, তার চিহ্ন নেই এখন। ট্যাক্সির নম্বর দেখতে ঘাড় ঘোরাবার সময়েই লোকটা হাওয়া হয়ে গিয়েছে। তাজ্জব ব্যাপার। অর্জুন আরও খানিকটা সময় দাঁড়িয়ে রইল গাছের আড়ালে। না, লোকটার কোনও চিহ্ন আর দেখা যাচ্ছে না। সে রাস্তায় নামল। সতর্ক চোখে কালভার্টটা পার হল। এটা বোঝাই যাচ্ছে, লোকটা রাস্তায় উঠে আসেনি। এখানে কালভার্ট ছাড়িয়ে ঝোরাটা বেশ চওড়া। পাশেই গভীর জঙ্গল। যে-কোনও মানুষ ওখানে নেমে গেলে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। ফরেস্ট অফিস পর্যন্ত হেঁটে এল অর্জুন। এখনই গাছের ছায়া ঘন হতে শুরু করেছে। তাদের আয়তনও বাড়ছে। কিন্তু আকাশে সূর্যদেব বহাল রয়েছেন। রেঞ্জারের অফিসে উঠে এসে অর্জুন দেখল, মিস্টার বিশ্বাস এর মধ্যেই স্নান করে ফিরে এসেছেন নিজের চেয়ারে। ফাইলপত্র খুলে

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

লেখালেখি করছেন। জুতোর শব্দ শুনে মুখ তুলে বললেন, "আসুন। ভালই হল, খাতায় নামধাম লিখে দিয়ে যান।"

খাতাটা বাড়িয়ে দিলেন তিনি, "এটা নিয়ম। তবে ধাম যে সবাই ঠিক লিখে যান, তা নয়। মাস-তিনেক আগে শঙ্কর ঘোষ নামে এক ভদ্রলোক এসেছিলেন কলকাতা থেকে। সপ্তাহখানেক ছিলেন। পেমেন্ট করার সময় দেখা গেল দেড়শো টাকা কম পড়ছে। বললেন, গিয়ে পাঠিয়ে দেবেন। সেটা আজও দিচ্ছেন। চিঠি দিয়েছি, ফেরত এসেছে।"

অর্জুন হেসে বলল, "না, আমরা পুরো পেমেন্ট করেই যাব।" নামধাম লিখে সে একটা নামের ওপর চোখ রাখল। মিস্টার পুরি। মালবাজারের সেই ভদ্রলোক, যিনি বেয়ারাকে ধমক দিয়েছিলেন দরজায় টোকা দেওয়ার জন্যে। ওই ভদ্রলোক এখানে কখন এলেন ? সে প্রশ্নটা করল মিস্টার বিশ্বাসকে। তিনি বললেন, "ভদ্রলোক এই একটু আগে এসেছেন। ট্যাক্সিতে বাংলোর দিকে গেলেন।"

"এঁর ঠিকানা কী ?"

"ওটা জিজ্ঞেস করবেন না। ব্যাপারটা সরকারি, এটুকু বলতে পারি।"

"সরকারি মানে ?"

"কিছু-কিছু অফিসার অথবা সরকারের বড় কর্তার সুপারিশে কোনও-কোনও মানুষ আসেন, যাঁদের ডিটেলস আমরা ওই খাতায় লিখে রাখি না।"

www.banglabookpdf.blogspot.com

অর্জুন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। আর যাই হোক, মিস্টার পুরি তা হলে সন্দেহভাজনদের লিস্টে পড়ছেন না। সে সিগারেট ধরাল, "আচ্ছা মিস্টার বিশ্বাস, এখান থেকে কিছু দূরে একটা ওয়াচ টাওয়ার আছে, সেখানে রাত কাটাতে গেলে কী করতে হবে ? শুনেছি, বন্যজন্তু দেখা যায় ওখান থেকে।"

"আপনারা যেতে চাইছেন ওখানে ?"

"হ্যাঁ।"

"আজ রাত্রে আমি আপনাকে সিকিউরিটি দিতে পারব না।"

"ও।"

"আসলে আজ রাতে একটা বড় ধরনের রেইডের প্ল্যান আছে। মিস্টার আহমেদ আসবেন সন্ধের পরেই। বুঝতেই পারছেন !"

"কী ধরনের রেইড ?"

"আমাদের কাছে ডেফিনিট ইনফরমেশন আছে, একটি বিশেষ এলাকায় কিছু উগ্রপন্থী ঢুকেছে। এরা এসেছে পাহাড় থেকে পালিয়ে। মাঝে-মাঝে গ্রামে গিয়ে ডাকাতি করে। জঙ্গলের কাঠ কেটে ফেলছে। এদের কাছে আধুনিক আর্মস প্রচুর পরিমাণে আছে। তবে যাওয়ার সময় আপনাদের আমরা ওয়াচ টাওয়ারে নামিয়ে দিয়ে যাব। একটাই শর্ত, সারা রাত আপনারা ওখানে বসে থাকবেন।"

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

"অসুবিধে হয় না তো ?"

"মশার কামড় থেকে বাঁচবার জন্যে মলম নিয়ে যাবেন, ব্যস।"

অর্জুন ব্যবস্থাটা মেনে নিল। ওই মেয়েরা নিশ্চয়ই নাছোড়বান্দা হবে। অতএব এই ব্যবস্থাই ভাল। হঠাৎ তার মনে পড়ল। সে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা মিস্টার বিশ্বাস, টুরিস্ট বাংলোর দোতলায় একজন অবাঙালি টাইপের দেখতে ভদ্রমহিলা রয়েছেন। উনি কে বলতে অসুবিধে আছে ?"

মিস্টার বিশ্বাস মিটিমিটি হেসে ফেললেন, "এসেছেন মাত্র কয়েক ঘণ্টা। এর মধ্যে মৃতদেহ আবিষ্কার করেছেন আবার এই ভদ্রমহিলাকেও দেখতে পেয়ে গেলেন !" ফাইল বন্ধ করলেন ভদ্রলোক, "ওঁদের নিয়ে বাংলোর লোকজনের কৌতূহল কম নয়। উনি মিসেস ভার্মা। দিল্লিতে বাড়ি। দিন-তিনেক আগে মিস্টার ভার্মার সঙ্গে এখানে এসেছেন বেড়াতে। এসেই প্রথম রাত্রে ঝগড়াঝাঁটি হয়েছিল। ওটা বাংলোর বাবুর্চিরাও শুনতে পেয়েছিল। পরশু বিকেলে মিস্টার ভার্মা একটা জরুরি কাজে শিলিগুড়িতে চলে গিয়েছেন। আজই তো তাঁর ফেরার কথা।"

"ভদ্রমহিলা ঘর থেকে বের হন না ?" অর্জুনের অস্বস্তি শুরু হল।

"না। বোধহয় একটু ভীরু প্রকৃতির মানুষ।" মিস্টার বিশ্বাস উঠে দাঁড়ালেন, "আমাকে একটু মাদারিহাট যেতে হবে, অর্জুনবাবু।"

"খুব ভাল হল। আপনি যদি মাঝ-রাস্তায় আমাকে নামিয়ে দেন..."

www.banglabookpdf.blogspot.com

"চলুন। মাঝ-রাস্তায় কেন ?"

"মেয়েরা ওই পথেই গিয়েছে।"

"ওদের বলুন, ইচ্ছে করলে মাদারিহাটটা ঘুরে আসতে পারে। ফেরার সময় আমার গাড়িতেই ফিরবে। কোনও অসুবিধে নেই।"

ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের গাড়িতে চেপে পরিষ্কার রাস্তা দিয়ে অর্জুন যাচ্ছিল মিস্টার বিশ্বাসের সঙ্গে। দু' পাশে জঙ্গল আছে বটে, কিন্তু তত ঘন নয়। অর্জুন সে দিক থেকে চোখ তুলে জিজ্ঞেস করল, "মিস্টার বিশ্বাস, এ দিকে গ্রামের মানুষ অথবা স্টেডি চাকরি করে না এমন মানুষের জীবনে ইদানীং কোনও পরিবর্তন এসেছে কি ?"

"কী ধরনের পরিবর্তন ?"

"এই ধরুন, হঠাৎ অবস্থা পালটে যাওয়া, হাতে নগদ পয়সা আসা, বাড়িতে যে পারিবারিক সোনা ছিল তা ব্যাঙ্কে জমা রেখে ধার নেওয়া।"

"পারিবারিক সোনা ? নাঃ ! সে তো বহু বছর আগেই শেষ। এরা সোনা কী রকম দেখতে, তা-ই জানে না। এ-কথা কেন জিজ্ঞেস করছেন বলুন তো ?"

"এমনি। মনে হল তাই।"

এই সময় মেয়েদের দেখা গেল। মাঝ-রাস্তা জুড়ে গান গাইতে-গাইতে

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

চলেছে। গাড়ির আওয়াজ পেয়ে এক পাশে সরে দাঁড়াল। গাড়ি দাঁড়াতে অর্জুন মুখ বাড়িয়ে বলল, "মাদারিহাট বেড়াতে যাবেন ? তা হলে ঘুরে আসতে পারেন।"

মেয়েদের দ্বিতীয়বার বলতে হল না। কলবল করে উঠে বসল। তারপরেই ওরা মিস্টার বিশ্বাসকে প্রশ্ন করতে লাগল সমানে, মাদারিহাটে কী-কী দেখার আছে, কী জিনিস পাওয়া যায় ? এখান থেকে ফুন্টসিলিং কত দূরে ? আজ রাত্রে ওয়াচ টাওয়ারে যাবেই তারা।

এই সময় বিপরীত দিক থেকে একটা ট্যাকসি আসতে দেখা গেল। এদের ড্রাইভার গতি কমাল। মুখোমুখি হতেই অর্জুনের নিশ্বাস বন্ধ হল। ট্যাক্সির নম্বর তার চেনা। ড্রাইভার এবং ভাল করে দেখা না গেলেও, সওয়ারিকেও। পাশ কাটিয়ে ট্যাক্সিটা চলে গেল। জঙ্গল পেরিয়ে চেক পোস্টের কাছে পৌঁছতে চৌকিদার সেলাম করে খুলে দিল লোহার পথ-নিরোধক পাইপটা। অর্জুন তাকে জিজ্ঞেস করল, "একটু আগে কি মিস্টার ভার্মার ট্যাক্সি গেল ?"

"জি সাব।" লোকটা মাথা নাড়ল।

মিস্টার বিশ্বাস জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি মিস্টার ভার্মাকে চেনেন ?"

"একটুখানি।" অর্জুন গম্ভীরমুখে জবাব দিল।

কথাগুলো শুনছিল মেয়েরা। নন্দিনী বলল, "স্ট্রেঞ্জ ! উনি এখানেও ?"

অর্জুন কথা বাড়াল না। মিস্টার বিশ্বাস ওদের মাদারিহাট বাজারের সামনে নামিয়ে দিয়ে বললেন, "আমি সাড়ে-পাঁচটায় ফিরব। তখন আপনারা এখানে থাকবেন। নিয়ে যাব। মনে রাখবেন, সন্ধের পর জঙ্গল পেরিয়ে বাংলোয় ফেরার জন্যে কোনও গাড়ি পাবেন না।"

www.banglabookpdf.blogspot.com

তিনি চলে যাওয়ামাত্র নন্দিনী জিজ্ঞেস করল, "কী ব্যাপার বলুন তো ? আমরা যেখানেই যাচ্ছি, সেখানেই ভার্মা-আঙ্কল ধাওয়া করছেন কেন ?"

"আমার মনে হয় উনি জানেন না, আপনারা এখানে আছেন। উনি এসেছেন ওঁর স্ত্রীর কাছে, যিনি আমাদের বাংলোর দোতলায় পরশু থেকে একা আছেন।"

"ভার্মা-আন্টি ?" অবাক হয়ে বলে নন্দিনী।

"আপনি তাঁকে চেনেন ?"

"হ্যাঁ। আমাদের বাড়িতে কয়েকবার এসেছেন। উনি যে একই বাংলোয় আছেন, তা তো আমি জানি না। আমার সঙ্গে খুব ভাল সম্পর্ক।"

ওই রকম চাউনির কোনও মহিলা ভাল সম্পর্ক রাখতে পারেন শুনে অবাক হল অর্জুন। নন্দিনী তখন তার বন্ধুদের বলছিল, "ভার্মা-আন্টি দারুণ রান্না করে। কিন্তু আমার ভাবতে অবাক লাগছে, আমরা একই বাংলোয় থেকেও সেটা জানি না।"

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "ওঁকে দেখতে কী রকম ?"

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

"ঠিক মা-মা ধরনের। আই মিন, মাদারলি। একটু পুরনো দিনের মানুষ।"

"খুব সুন্দরী ?"

"নট দ্যাট। শি ইজ নাইদার সুন্দরী নর স্মার্ট। আপনি আমাদের ঠাকুমা-দিদিমাদের দেখেছেন ? ফুল অব স্নেহ !"

"বুঝতে পেরেছি।" অর্জুন মুখে কিছু বলল না। কিন্তু সে আরও ধন্দে পড়ল। ওই মহিলাকে দেখলে কোনও মতেই মা-মা বলে মনে হয় না। একটি স্মার্ট আধুনিকা—যিনি সমস্ত পৃথিবীকে সন্দেহ করেন, এমন একটা ছবি মনে আসে। তা হলে নন্দিনীর বর্ণনার সঙ্গে ওঁর কোনও মিল নেই। তা হলে কি ভার্মাসাহেব নিজের স্ত্রীকে নিয়ে এখানে আসেননি ?

ওরা মাদারিহাটের প্রায় প্রতিটি অঞ্চলে ঘুরে বেড়াল। এখান থেকে বাস ডুয়ার্সের নানা অঞ্চলে যায়। শিলিগুড়ি কিংবা জলপাইগুড়ি শহরে ঘন ঘন বাস। আর ফুন্টসিলিং-এ পৌঁছতে পঁয়তাল্লিশ মিনিটও যাবে না। মেয়েরা বায়না ধরল ফুন্টসিলিং-এ যাওয়ার। কিন্তু অর্জুন আপত্তি করল। ওখানে গেলে মিস্টার বিশ্বাসের গাড়ির লিফট পাওয়া যাবে না।

ওরা যখন বাংলোয় ফিরল, তখন জঙ্গলে সন্ধে নেমেছে। ঝিঁঝির ডাক শুরু হয়ে গেছে চার পাশে। ফরেস্ট অফিস থেকে বাংলোর রাস্তায় আলো জ্বলছে। গাড়ি থেকে নেমে ওরা মিস্টার বিশ্বাসের নির্দেশ শুনল। রাত ন'টায় ওঁরা এখান থেকে বের হবেন। তার মধ্যে খেয়ে নিতে হবে। প্রস্তুত থাকতে হবে সারা রাত জেগে থাকার জন্যে। উনি ফিরে গেলেন।

www.banglabookpdf.blogspot.com

অর্জুন নন্দিনীর সামনে দাঁড়াল, "শুনুন, আপনার সঙ্গে কথা আছে।"

"বলুন।" নন্দিনী সন্দিগ্ধ চোখে তাকাল।

"আপনি মিসেস ভার্মার সঙ্গে দেখা করতে যাবেন না।"

"কেন ?" প্রতিবাদের গলায় জিজ্ঞেস করল নন্দিনী।

"এমনও হতে পারে, মিসেস ভার্মা পরিচয় দিয়ে এখানে যিনি আছেন, তিনি হয়তো ওঁর স্ত্রী নন। হয়তো অন্য কোনও আত্মীয়, কিংবা প্রয়োজন পড়েছে বলে ওই পরিচয় দিতে বাধ্য হয়েছেন।" অর্জুন নিচু গলায় বলছিল।

নন্দিনীর চোখ-মুখে বিস্ময় ঠিকরে উঠেছিল, "সে কী !" তারপর বাংলোর দিকে তাকিয়ে নিয়ে বলল, "আমি যদি কোনওভাবে দূর থেকেও ওঁকে দেখতে পেতাম।"

"সেই চেষ্টা না করাই ভাল।" বলতে বলতে অর্জুন দেখল, শিলিগুড়ির সেই ট্যাক্সি ড্রাইভার কিচেনের দিক থেকে বেরিয়ে আসছে। কথা না বাড়িয়ে অর্জুন দ্রুত সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে লাগল। যেহেতু অন্ধকার নেমেছে এবং জলঢাকা থেকে পাওয়া বিদ্যুতের তেজ খুবই কম, তাতে লোকটা তাকে দেখতে পায়নি বলেই মনে হল তার। এখন দোতলার সেই ঘরটির দরজা বন্ধ।

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

নিজের ঘরে ঢুকে স্বস্তি পেল সে। যদিও তার মনে হল, মেয়েদের বলে আসা উচিত ছিল, যে-যার ঘরে যেন ফিরে যায়। সে নিশ্চিত যে, মিস্টার ভার্মা তাদের খোঁজ পেয়ে এখানে আসেননি। তিনি যে মতলবেই শিলিগুড়ি শহরে গিয়ে থাকুন, মিসেস ভার্মা নামক মহিলাকে যেহেতু এখানে রেখে গিয়েছিলেন, তাই ফেরত আসতে হতই তাঁকে। ব্যাপারটা অদ্ভুত। মালবাজার ট্যুরিস্ট লজের সব ক'টি মানুষ যেন হলং-এ চলে এল কারও অদৃশ্য হস্তক্ষেপে।

খোলা জানালায় চেয়ার নিয়ে বসেছিল অর্জুন। আকাশটা যেন অন্য রকম। কেমন একটা আলো চুঁইয়ে আসছে সেখান থেকে। আজ কোন্ তিথি ? এক-টুকরো চাঁদ সম্ভবত উঠে আসছে। ও পাশের জঙ্গলে নিশ্চিদ্র অন্ধকার। শুধু ঝিঁঝিঁ ডাকছে, হাওয়া বইছে। এই সময় দরজায় শব্দ হল। অর্জুন ঘরে ঢুকতে বললে দুপুরবেলার সেই লোকটা চায়ের ট্রে হাতে উদয় হল, "মেমসাব লোগ আট বাজে খানা খায়েগা। আপ ?"

"সাড়ে আটটায়। কী খাওয়াবে ?"

"চিকেন রোটি আউর ভাজি।"

"খুব ভাল। মিস্টার পুরি কোন্ ঘরে আছেন ?"

"দোতলামে। উও আব্‌ভি আ গিয়া।"

"তুমি খুব ভাল মানুষ। আচ্ছা, এখানকার গ্রামগুলোতে তুমি যাও ?"

"জি সাব।"

www.banglabookpdf.blogspot.com

"আজ যে লোকটা খুন হল, তাকে চেনো ?"

"জি সাব।"

"চেনো ?"

"জি সাব। আচ্ছা আদমি থা। লেকিন দো-তিন মাহিনা সে উসকো দিমাগ খারাপ হো গিয়া থা।"

"কী রকম ?"

"হামকো বোলা, বাংলোমে বড়া-বড়া আদমি আতা হ্যায়, উনলোগ পুরানা সোনা চাহে তো মিল যায়েগা। সস্তামে। হাম বোলা, তুম পাগলা হো গিয়া।"

"তারপর ?"

"উসকো বাদ নেহি আয়া ও।"

"ঠিক আছে, যাও।"

লোকটি চলে গেল, কিন্তু অর্জুনের মন জুড়ে তখন উত্তেজনা। জগুদা তাকে মালবাজারে যে সোনা বাঁধা-রাখার গল্প বলেছিলেন, সেটার সত্যতা সে নিজের চোখে দেখে এসেছে। ব্যাপারটা মাদারিহাট, হলং-এ পৌঁছে গিয়েছে। অর্থাৎ, একটা বিরাট চক্র এর পেছনে কাজ করছে। কিন্তু যত সহজ মনে হচ্ছে ব্যাপারটা, ঠিক তত সহজ নয়। একজন বা একদল মানুষের হাতে যদি চোরাই

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

সোনা এসে থাকে, তা হলে তাদের জানা আছে ন্যায্য দামে কী করে তা বিক্রি করতে হয়। কম দামে বিক্রি অথবা অল্প টাকায় বন্ধক রেখে লোকসান করবে কেন তারা। ব্যাপারটায় ফাঁক থেকেই যাচ্ছে। আর আজ যে লোকটার মৃতদেহ পাওয়া গেল! সে নিশ্চয়ই এই সোনাচক্রের সঙ্গে জড়িত ছিল। কোনও রকম মতবিরোধ ঘটায় লোকটাকে প্রাণ দিতে হয়েছে। কিন্তু সেই লোমশ জন্তুটাই সব হিসেবে গোলমাল করে দিচ্ছে।

অর্জুন সিগারেট ধরাল। চা খেতে খেতে বাইরের দিকে তাকাতেই দেখল, বাংলোর ওপর থেকে একটা সার্চলাইট ঝোরার ওপারের ঘাসের মাঠটাকে আলোকিত করছে—যেখানে নুনমাটি রাখা আছে। আর আচমকা আলো পড়ায় গোটা-বারো বিশাল চেহারার বাইসন মুখ তুলে তাকাল এ দিকে। আলোয় তাদের চোখ জ্বলতে লাগল। দৃশ্যটি সুন্দর। বাইসনগুলো এবার সরতে লাগল। যেন ছোট-ছোট টিলা ঢেউ-এর মতো চোখের আড়ালে চলে যাচ্ছে। তখনই আলো নিবে গেল।

রাত পৌনে ন'টায় মেয়েরা তৈরি। নন্দিনী খুবই উত্তেজিত। সে নাকি সন্ধে থেকে দোতলার সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়েছিল। প্রায় আধঘন্টা বাদে সেই বিশেষ ঘরের দরজা খুলে যে লম্বা মহিলাটি বেরিয়ে এসেছিল, তিনি সাত-জন্মেও মিসেস ভার্মা নন। এই সময় এক পাঞ্জাবি যুবক বাংলোয় উঠে আসতে, ভদ্রমহিলা তার সঙ্গে কথা বলতে-বলতে ঘরে ঢুকে গিয়েছিলেন। ওদের কথায় উত্তেজনা ছিল। সে আর-একটু সাহস দেখিয়ে দরজার দিকে যাচ্ছিল, এমন সময় অন্ধকার থেকে এক ভদ্রলোক ওর দিকে এগিয়ে চাপা গলায় ইংরেজিতে বলেছেন, 'গো ব্যাক টু ইওর রুম, ডোন্ট ইনভাইট ট্রাব্‌ল।" কথাটা শোনার পর নন্দিনী আর সেখানে দাঁড়াতে সাহস পায়নি। কিন্তু নন্দিনী ভাবতে পারছে না, ভার্মা আঙ্কেল কেন অন্য মহিলাকে আন্টি সাজিয়ে এখানে নিয়ে আসবেন। অর্জুনের মাথায় অন্য চিন্তা ঢুকল। যে ভদ্রলোক নন্দিনীকে সাবধান করে দিয়েছেন, তিনি কে? আর এই পাঞ্জাবি যুবকের নাম কি বলদেব?

অর্জুনরা বাংলোর বাইরে এসে অপেক্ষা করছিল যেখানে হাতির পিঠে ওঠার সিমেন্টের সিঁড়ি রয়েছে। চিঙ্কি এবং টিনা সিঁড়ির ধাপে উঠে বসে ছিল। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "যে লোকটা আপনাকে সাবধান করল, তাকে দেখতে কেমন?"

"অন্ধকারে ঠিক বুঝতে পারিনি। গলা শুনেই আমার বুক টিপ-টিপ করছিল।"

ঠিক ন'টা বাজতেই দুটো জিপ এসে দাঁড়াল বাংলোর সামনে। পেছনেরটা পুলিশে ভর্তি। মিস্টার বিশ্বাস বললেন, "কী, এখনও বলুন যেতে পারবেন কি না?"

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

"পারব না কেন ?" নন্দিনী জিজ্ঞেস করল।

"সেকেন্ড থটে যাওয়া ক্যানসেল হলেও হতে পারে। চলুন, উঠে পড়ুন।" বেশ কষ্ট করেই ওরা জিপে উঠল। কারণ পেছনেও দুজন পুলিশ অস্ত্র নিয়ে বসেছেন। মিস্টার আহমেদ বললেন, "আপনাদের সাহস খুব। দেখবেন, রাত্রে ওপর থেকে নীচে নামতে চেষ্টা করবেন না। একমাত্র সাপ ছাড়া কোনও বন্যজন্তু আপনাদের নাগাল পাবে না ওপরে বসে থাকলে।"

পুনম চিৎকার করে উঠল, "সাপ ? ও মাই গড।"

আহমেদ বললেন, "ভয় পাওয়ার কিছু নেই। সাপেদেরও কাজকর্ম আছে। সঙ্গে একটা লাঠি রাখলেই চলবে।"

মিস্টার বিশ্বাস বললেন, "ওয়াচ টাওয়ারে লাঠি পাবেন, মশালও।"

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "মিস্টার আহমেদ, বলদেব নামের কোনও পাঞ্জাবি ছেলেকে আপনি চেনেন ?"

"কোন বলদেব ?"

"ঠিক জানি না। মালবাজারেও যার যাতায়াত আছে।"

"ও, সাপ্লায়ার বলদেব। কেন বলুন তো ?"

"লোকটি কী রকম ?"

"ভাল। গরিব-দুঃখীদের খুব সাহায্য করে। কারও-কারও কাছে ও প্রায় দেবতার মতো। এখন পর্যন্ত নাথিং এগেইনস্ট হিম।"

www.banglabookpdf.blogspot.com

অর্জুন আর কথা বাড়াল না। নিঃসাড় জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে দুটো জিপ ছুটে যাচ্ছিল। এবার পরিষ্কার রাস্তা ছেড়ে দিয়ে তারা জঙ্গুলে পথ ধরল। বিশ্বাস বললেন, "আমাদের যেতে হবে এখান থেকে তিন কিলোমিটার দূরে। তখন আলো জ্বালা চলবে না। আপনাদের জন্যে দুশ্চিন্তা থাকল। একটা কথা, সিঁড়ির একেবারে শেষ পাঁচটি ধাপ ইচ্ছে করলে খুলে নেওয়া যায়। যদি তেমন প্রয়োজন মনে করেন সেটা করবেন।"

জঙ্গলের ভেতরে খানিকটা খোলা জায়গার সামনে জিপ দুটো থামল। অর্জুন দেখল, তিনতলা উঁচু একটা ওয়াচ টাওয়ার। ওপরে ছাউনি রয়েছে। পাশ দিয়ে বাঁকানো সিঁড়ি পৌঁছে গেছে ছাউনিতে। মিস্টার বিশ্বাস জিজ্ঞেস করলেন, "আপনাদের কাছে পাঁচ ব্যাটারির টর্চ আছে ?"

অর্জুন বলল, "ছোট টর্চ আছে।"

"ওটা কাজে লাগবে না। আমাদের কাছে একস্ট্রা টর্চ আছে, এটা রাখুন।" মেয়েদের নিয়ে অর্জুন সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে গেলে জিপ দুটো অন্ধকার চিরে ফিরে গেল। পুনম সঙ্গে দুটো চাদর এনেছিল। আট ফুট বাই সাত ফুট একটা ঘরে দুটো বেঞ্চি। ঘরের চার পাশে চারটে জানালা। অন্ধকার যতই গভীর হোক, কিছুক্ষণ তাকালে তার ভেতরে এক ধরনের আলো খুঁজে পায় চোখ। বেঞ্চিতে চাদর পেতে দিল পুনম। তারপর ব্যাগ থেকে মশার ধূপ বের করে

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

দেশলাই ঠুকে জ্বেলে এক কোণে রেখে দিল। অর্জুন ব্যাপার দেখে বলল, "যথেষ্ট ধন্যবাদ এসব ভাবার জন্যে।"

পুনম বলল, "আপনাকে আমি ধন্যবাদ দেব, যদি সিঁড়ির ধাপটা খুলে রাখেন। অন্ধকারে যদি সাপ ওপরে উঠে আসে, দেখতেও পাব না।"

অর্জুন এগিয়ে সিঁড়ির মুখটায় গেল। ইচ্ছে করে সে টর্চ জ্বালছিল না। সিঁড়ির হাতল ধরে সে একটু টানাটানি করতে সেটা নড়ে উঠল। এবার আর-একটু শক্তি প্রয়োগ করতেই সেটা খুলে এল। অর্থাৎ, সিঁড়ির ফ্রেমগুলো খাপে-খাপে বসানো রয়েছে। খোলা ধাপগুলোকে সে ওপরে হেলান দিয়ে রাখল।

মেয়েরা ততক্ষণ আরাম করে বসেছে। টিনা বলল, "ফ্যান্টাস্টিক। আমার খুব উত্তেজনা লাগছে। ধরো, যদি একটা রয়েল বেঙ্গল টাইগার আসে—উঃ।"

চিঙ্কি বলল, "আমি ভাবছি, যদি এখন টারজান আসত। ভাবা যায় না।"

অর্জুন জিভে শব্দ করল, "কোনও কথা নয়। আপনাদের বাক্য শুনলে কোনও জন্তু-জানোয়ার এ-তল্লাটেই আসবে না। এই মশার ধূপের গন্ধটা ওরা না-পেলে বাঁচি। অবশ্য যেভাবে হাওয়া বইছে, তাতে গন্ধ মাটিতে নামবে না।"

অর্জুন নন্দিনীর পাশের বেঞ্চিতে বসল। প্রায় পনেরো মিনিট চুপচাপ কাটল, কোথাও কোনও শব্দ নেই শুধু বাতাস গাছগুলোর মাথায় বিলি কেটে যাচ্ছে। এবার পুনম কথা বলল, "দুর! আমার গান গাইতে ইচ্ছে করছে!"

www.banglabookpdf.blogspot.com

"জন্তুরা গান বুঝবে না।" অর্জুন চাপা গলায় বলল।

"এখানকার জন্তুরা বেরসিক। টিভি-তে ওয়াইল্ড অ্যানিমাল সিরিজ দেখেছিলাম, একটার পর একটা বন্যজন্তু গান গাইছে! টারজান ছবির গান।"

নন্দিনী বলল, "তোর গান শুনে সাপ উঠে আসতে পারে।"

পুনম চুপ করে গেল। আরও অনেকক্ষণ। অর্জুনের খুব ইচ্ছে করছিল সিগারেট খেতে। নাঃ, আজকাল খুব বেশি সিগারেট খাওয়া হয়ে যাচ্ছে। এই বয়সে যদি দিনে পাঁচটা খায়, তা হলে ষাট বছরে পৌঁছে পনেরোটা খাবে। ইনজুরিয়াস টু হেলথ। আজ রাত্রে সে একটাও সিগারেট খাবে না।

হঠাৎ নন্দিনী তার হাতে মৃদু ধাক্কা দিল। হকচকিয়ে সে নীচের দিকে তাকাল। বড় বড় লাল চোখ জ্বলছে। চট করে মনে হয়, লাল ফুল ফুটে রয়েছে। অর্জুন টর্চ জ্বালল। সঙ্গে-সঙ্গে নীচের খোলা জমি আলোকিত—আর এক ডজন হরিণ অবাক চোখে এক পলক তাকিয়ে দে দৌড়-দৌড়! যেন রঙের বিদ্যুৎ বয়ে গেল। নন্দিনী বলে উঠল, "বিউটিফুল।" অর্জুন টর্চ নিবিয়ে ফেলল।

এমনি করে রাত বারোটার মধ্যে ঝিঁঝির ডাক শুনতে-শুনতে ওরা একটা ভালুক দেখল, একদল বাইসনকেও। বুনো শুয়োরগুলো ঝামেলা করল

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

কিছুক্ষণ। সব-শেষে এক জোড়া গণ্ডার। গায়ে আলো পড়া সত্ত্বেও তারা নড়তে চাইছিল না। যেন পৃথিবীর কোনও বস্তুকেই তাদের ভয় নেই।

মেয়েরা এ সব দেখে খুব আনন্দিত। নন্দিনী বলল, "এ বার বাঘ এলে ষোলকলা পূর্ণ হয়। বাঘ আসবে মনে হয়?"

"এখানে খুব অল্প বাঘ আছে। দুটো শুনেছি বেশ বুড়ো।"

"উঃ, আপনি খুব বেরসিক।" নন্দিনী মন্তব্য করল।

রাত দেড়টা পর্যন্ত আর কোনও জন্তু এ-তল্লাটে এল না। অর্জুনের মনে হল, যারা টর্চের আলো দেখে গিয়েছে—তারা বাকি সবাইকে সতর্ক করে দিয়েছে। হয়তো জন্তু-জানোয়াররা নিজেদের মধ্যে ইশারায় কথা বলতে পারে।

দেড়টার একটু আগে পুনম আর টিনা বেঞ্চিতে শুয়ে পড়ল। ঘুমে নাকি ওদের চোখ জুড়ে আসছে। চিঙ্কি চাদরটা মেঝেতে পেতে বলল, তেমন কোনও ইন্টারেস্টিং জন্তু এলে ওকে যেন ডেকে দেওয়া হয়।

এখন ওয়াচ টাওয়ারে অর্জুন আর নন্দিনী জেগে আছে। চার পাশের অন্ধকার বেশ পাতলা হয়ে এসেছে। অর্জুনের মনে হল, কারও পায়ের আওয়াজ হল। অর্জুন টর্চ নিয়ে সজাগ হল। আওয়াজটা সামনে এলে সে সুইচ টিপবে। এত কাছ থেকে বন্যজন্তু দেখা খুবই রোমাঞ্চকর ব্যাপার। আওয়াজটা এগিয়ে আসছে। সামনে আসামাত্র টর্চ জ্বালল অর্জুন। আর সঙ্গে-সঙ্গে জন্তুটা আলো লক্ষ্য করে ওপরের দিকে তাকাল। কিন্তু পাঁচ ব্যাটারির আলোর তীব্রতা সহ্য করতে না পেরে সে মুখ নামিয়ে নিল। ততক্ষণে নন্দিনী অর্জুনের হাত আঁকড়ে ধরেছে। দু' পায়ে দাঁড়িয়ে আছে যে জন্তুটা, সেটা গোরিলা নয়, কিন্তু বিশাল হনুমান বলতেই হবে। চোখে আলো পড়ায় জন্তুটা যেন হতভম্ব হয়ে গিয়েছে। আর তখনই একটা শিসের আওয়াজ কানে এল। সুইচ অফ করে দিল অর্জুন। মুহূর্তেই অন্ধকার যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল চারধার থেকে। চাপা গলায় নন্দিনী বলল, "সেই জন্তুটা।"

অর্জুনের কোনও সংশয় ছিল না। ইনিই আজ সকালে গাছের ডাল থেকে তার ওপর লাফিয়ে পড়েছিলেন। হনুমান এত বড় হয়, তার জানা ছিল না। এই হনুমান কি সেই মৃতদেহটাকে রাস্তা পার করে জঙ্গলে লুকিয়ে রাখতে চেয়েছিল? কার স্বার্থে? শিসটা এখন বেশ স্পষ্ট হচ্ছে। জঙ্গলে শব্দ হচ্ছে এগিয়ে আসার।

মানুষ আসছে। অর্জুন ঘুমন্ত মেয়েদের দিকে তাকাল। হঠাৎ যদি ঘুম ভেঙে যায় কারও, আর কথা বলে ওঠে, তা হলেই চিত্তির। নন্দিনী হাত সরিয়ে নিয়েছিল। সে ফিসফিস করে বলল, "অ্যালার্ট থাকুন, কথা বলবেন না।"

শিসটা খোলা জমিতে এসে থামল। অন্ধকার আবার মিইয়ে যাওয়ায় অর্জুন মানুষটার অবয়ব দেখতে পেল। এবং তারপরেই টর্চ জ্বলল। যে লোকটা টর্চ

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

জ্বেলেছে, তার চেহারা দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু হনুমানটা তার উত্তেজনা লোকটার কাছে প্রকাশ করে যাচ্ছে। এবং তখনই আলো নিবে গেল।

ওয়াচ-টাওয়ারটা মাটি থেকে যে উচ্চতায়, তাতে রাত্রের অন্ধকারে নীচ থেকে কেউ ওপরে আছে কিনা আবিষ্কার করা সম্ভব নয়। টর্চ নিবে যাওয়ার পর জঙ্গল যেন আরও রহস্যময় হয়ে উঠল। যে এসেছিল, সে যেন অদৃশ্য হয়ে গেছে এরই মধ্যে। অর্জুন কী করবে বুঝতে পারছিল না। তার অবশ্য কিছু করারও উপায় নেই, একমাত্র বসে লক্ষ করে যাওয়া ছাড়া। সে ঘুমন্ত মেয়েদের দিকে তাকাল। জেগে উঠলে ওরাই বিপদ ডেকে আনতে পারে।

নীচে কোনও শব্দ নেই। যদি সেই লোকটা এখনও আড়ালে অপেক্ষা না করে থাকে, তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে, অন্ধকার জঙ্গলে পথ চলতে সে খুবই ওস্তাদ। এই মুহূর্তগুলো খুবই উত্তেজনাপূর্ণ। ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হয়। যে জানান দেবে, সে ধরা পড়ে যাবে। নন্দিনী বসে আছে পাথরের মতো। ব্যাপারটা তারও নজরে পড়েছে। মেয়েটার নার্ভ আছে, মনে-মনে স্বীকার করল অর্জুন।

মিনিট-তিনেক বাদে নীচের সিঁড়িতে শব্দ হল। খুব হালকা। কেউ কি উঠে আসছে? সাপ? অর্জুন সন্তর্পণে মাথা নোয়াল। এখন যদি নীচ থেকে কেউ টর্চের ফোকাস ফেলে, তা হলে সে ধরা পড়বে। কিন্তু একদলা অন্ধকার নিঃশব্দে ওপরে উঠে আসছে। মাঝে-মাঝে থমকে দাঁড়াচ্ছে। বোধহয় সরাসরি উঠে আসতে সাহস পাচ্ছে না।

www.banglabookpdf.blogspot.com

অর্জুন লম্বা লাঠিটা তুলে ধরল। যেই হোক, ওপরে উঠে এলেই আঘাত করবে। তার খেয়াল ছিল না যে, সিঁড়ির ওপরের কয়েকটা ধাপ খুলে রেখেছিল সে। ওই পর্যন্ত এসে জন্তুটা যেন থমকে দাঁড়াল। হনুমানটাকে এবার স্পষ্ট দেখতে পেল সে। এত বড় হনুমান কখনও দেখেনি সে। জন্তুটাও যেন তাকে লক্ষ করল। তার পর সরসর করে নীচে নেমে গেল। যেন প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গিয়েছে জন্তুটা।

অর্জুনের উত্তেজনা সামান্য কমল। কয়েকটা ব্যাপার স্পষ্ট হয়ে গেল। এই জন্তুটাকে চমৎকার ট্রেনিং দিয়েছে যে-লোকটা, সে নীচেই দাঁড়িয়ে আছে। মৃতদেহ রাস্তার এ পাশে বয়ে নিয়ে আসা অত বড় হনুমানের পক্ষেও সম্ভব কি না সেটা ভাবনার ব্যাপার, কিন্তু এ ছাড়া অন্য কোনও ব্যাখ্যা নেই। ওই মৃতদেহের সঙ্গে এই হনুমান এবং তার মালিক জড়িত। লাঠিটাকে হাতছাড়া করছিল না অর্জুন। সময় কাটছে। একটু-একটু করে এক ঘণ্টা কেটে গেল। জঙ্গলের যে সব শব্দ মরে গিয়েছিল, সেগুলো আবার জীবন্ত হল। অর্জুনের বিশ্বাস, ধারে-কাছে আর কেউ নেই। যে এসেছিল, সে সতর্ক হয়ে ফিরে গিয়েছে।

এবার নন্দিনী চাপা স্বরে বলল, "কী ব্যাপার বলুন তো?"

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

অর্জুন বলল, "আজ রাত্রে আর কিছু দেখা যাবে বলে মনে হয় না।"

কিন্তু দেখা গেল। ভোরের সামান্য আগে জঙ্গলে শব্দ হতে লাগল। পুনম, চিঙ্কি টিনা উঠে বসেছে। চিঙ্কি বলল, "আঃ, কী ফাইন আকাশ। ওইটে শুকতারা, না?"

নন্দিনী চাপা শব্দ করল। ওরা চুপ করে গেল তৎক্ষণাৎ। তারপরেই দেখা গেল একদঙ্গল হাতি জঙ্গল মাড়িয়ে খোলা জমিতে চলে এল। গাছের ডাল-পাতা ছিঁড়তে ছিঁড়তে ওরা গভীর জঙ্গলের দিকে চলে গেল। পুনম বলল, "ফ্যান্টাস্টিক। এ রকম দৃশ্য দেখার জন্যে হাজার হাজার মাইল যাওয়া যায়।"

নন্দিনী হাই তুলল, "তোরা তো সারা রাত ঘুমিয়েই কাটালি।"

টিনা জিজ্ঞাসা করল, "আমরা কি কিছু মিস করেছি?"

"প্রচুর। দারুণ একটা নাটক হতে যাচ্ছিল। আমরা যে জন্তুটাকে কাল দেখেছিলাম, সেটা একটা হনুমান।"

"যাঃ।" তিনটে গলা থেকেই একসঙ্গে বিস্ময় ছিটকে এল।

ভোরের রোদ ফোটা মাত্র মিস্টার বিশ্বাস গাড়ি নিয়ে চলে এলেন। রাত জাগার চিহ্ন ওঁর সমস্ত শরীরে। সিঁড়ি লাগিয়ে সবাই নেমে আসতেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "কী-কী জিনিস দেখতে পেলেন, বলুন!"

নন্দিনীরা উচ্ছ্বসিত গলায় জন্তুদের নাম বলে গেল। অর্জুন চুপ করে ছিল। মেয়েরা কথা শেষ করতে জিজ্ঞেস করল, "আপনার এক্সপিডিশনের খবর কী?"

www.banglabookpdf.blogspot.com

"চারজন ধরা পড়েছে। ওরা প্ল্যান করেছিল, হলং ফরেস্ট বাংলোটাকে পুড়িয়ে দেবে। আপাতত আর ভয় পাওয়ার কিছু নেই। চলুন ফেরা যাক।"

ভোরের জঙ্গলের একটা নিজস্ব গন্ধ থাকে। রাত জাগার ক্লান্তি সত্ত্বেও সেটা বেশ ভাল লাগছিল। জিপ সোজা চলে এল বাংলোর লনে। মেয়েরা প্রথমে নামল। এবং তখনই নন্দিনী বলে উঠল, "মাই গড।"

জিপে বসেই অর্জুন দেখল, ভার্মা-সাহেব আর একটি পাগড়ি-পরা লোকের সঙ্গে কথা বলতে-বলতে এগিয়ে আসছেন। নন্দিনীরা সঙ্গে সঙ্গে বাংলোর সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল। ভদ্রলোক বিস্ময়ে সেদিকে তাকিয়ে রইলেন। বিশ্বাস বললেন, "কী ব্যাপার বলুন তো?"

অর্জুন মাথা নাড়ল, "আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।" তা হলে আমার বাড়িতে চলুন। চা খেতে-খেতে শোনা যাবে।" জিপ চালু হতেই ভার্মা-সাহেব এ দিকে তাকালেন। জিপের ভেতর কারা আছে, তা তাঁর পক্ষে বোঝা সম্ভব নয় দূরত্ব এবং আড়ালের জন্য। কিন্তু অর্জুন ভার্মা-সাহেবের সঙ্গী পাঞ্জাবী যুবকটিকে দেখে নিয়েছে। ভার্মা-সাহেবকে যতটা চকচকে এবং টাটকা দেখাচ্ছে পাঞ্জাবি যুবকটিকে তার বিপরীত লাগছে। জামা-কাপড় এবং মুখে একটা তেলতেলে ধুলো মাখানো। রাত জাগলে যেমনটা হয়।

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

অর্জুন ঠোঁট কামড়াল।

মিস্টার বিশ্বাসের কোয়ার্টার্সে পৌঁছে মুখ-হাত ধুয়ে ওরা বারান্দায় বেতের চেয়ার নিয়ে বসল। ভদ্রলোক একাই থাকেন। কিন্তু ব্যাচেলররা সাধারণত যেমন অগোছালো হয়, এই ভদ্রলোক তেমন নন। ভৃত্যকে চায়ের হুকুম দিয়ে তিনি ভেজা সকাল, ছায়া-ছায়া রাস্তা আর গাঢ় জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে বললেন, "কিছু আবিষ্কার করলেন নাকি ?"

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "শেষ কবে জঙ্গলে জন্তু-জানোয়ারদের পায়ের ছাপ গোনা হয়েছে ?"

"বছরখানেক তো বটেই।"

"আপনি একটা খবর জানেন, এই জঙ্গলে এমন একটি হনুমান আছে, যে রোগা-পটকা মানুষের মৃতদেহ বহন করে নিয়ে যেতে পারে।"

"ইমপসিবল।"

"অসম্ভব হলেও সেটা সত্যি।"

"আমি বিশ্বাস করি না। একটা গোরিলা, যেমন ধরুন গল্পের কিংকং যা পারে, কোনও হনুমান—তা সে যতই বড় হোক পারা সম্ভব নয়।"

"কিন্তু গতকাল মেয়েরা যে প্রাণীটিকে দেখেছিল, যে কিনা আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, সে একটা ম্যাগনাম সাইজের হনুমান। রাত্রে তাকে আমরা ওয়াচ-টাওয়ারের সিঁড়িতে দেখতে পেয়েছি। হনুমানটা ট্রেইন্ড, একটি লোক ছিল সঙ্গে।"

www.banglabookpdf.blogspot.com

"লোকটিকে চিনতে পেরেছিলেন ?"

"না। হনুমানটা তাকে সতর্ক করে দিতেই সে আড়ালে চলে গিয়েছিল।"

একটু ভাবলেন ভদ্রলোক। তারপর বললেন, "এমন হতে পারে, মেয়েরা হনুমানটাকে ঠিকই দেখেছিল। সে রাস্তা পার হয়ে মৃতদেহটি ঠিক আছে কি না দেখেছিল। তারপর তার মানুষ মনিব এসে ওটাকে তুলে ও পারের জঙ্গলে লুকিয়ে রাখে। হতে পারে না ?"

অর্জুনের মনে হল, হতেই পারে। সে মাথা নাড়ল। তারপর বলল, "এতে বোঝা যাচ্ছে, কারও ইন্টারেস্ট আছে। আপনি, মৃত লোকটি সম্পর্কে খোঁজ নিয়েছেন ?"

"মিস্টার আহমেদ কাল রাত্রে বললেন, ওকে ছিনতাই করতে গিয়ে খুন করা হয়েছে। ওর কাছে পরিবারের অনেক পুরনো একটা সোনার গহনা ছিল। সেটা বিক্রি করতে গিয়ে আর ফিরে আসেনি। এ দিকের গরিব মানুষের কাছে সোনা থাকাও মুশকিল।"

চা এসে গেল। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "মিস্টার ভার্মা, যিনি লনে পায়চারি করছিলেন একটু আগে, তাঁর সঙ্গে যে লোকটি ছিল, তাকে চেনেন ?"

"কেন বলুন তো ?"

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

"এই লোকটিও গত রাত্রে ঘুমায়নি। মিস্টার বিশ্বাস, আপনাকে একটু বিরক্ত করব ?"

"বেশ তো। বলুন না।"

"মৃত মানুষটি যে-গ্রামে থাকে, সেখানে একবার যেতে পারি ?"

"স্বচ্ছন্দে। হেঁটে যেতে অনেক সময় লাগবে। আপনি ব্রেকফাস্ট খেয়ে গাড়ি নিয়ে যেতে পারেন। আমি ড্রাইভারকে পাঠিয়ে দেব। কিন্তু কী ব্যাপার বলুন তো ?"

অর্জুন তাঁকে মালবাজারের ঘটনা, জগুদার কাছে শোনা কাহিনী খুলে বলল। মিস্টার বিশ্বাস শুনতে-শুনতে মাথা নাড়ছিলেন। অর্জুন শেষ করল, "ব্যাপারটা বুঝুন। ওই মিস্টার ভার্মা কি মিস্টার পুরি এই বাংলোতেই আমাদের সঙ্গে এসে জুটেছেন।"

"কিন্তু ভার্মা আসার আগেই খুনটা হয়েছে। আর ওঁর মতো একজন রেসপেক্টেড ভদ্রলোক জঙ্গলে ঢুকে গরিব মানুষকে খুনই বা করতে যাবেন কেন ?"

"মিস্টার পুরি ?"

"তিনিও তো বিকেল নাগাদ এসেছেন।"

"এই পুরি ভদ্রলোক কি ঘর ছেড়ে বেরিয়েছেন ?"

"আমি জানি না। খবর নিতে হবে।"

www.banglabookpdf.blogspot.com

অর্জুন উঠে পড়ল। জিপ আসবে দশটা নাগাদ। তার আগে একটু বিছানায় গড়িয়ে তাজা হয়ে নেওয়া দরকার। পাখি ডাকছে দু' পাশের জঙ্গলে। নুড়ি-বিছানো পথ দিয়ে অর্জুন বাংলোর দিকে হাঁটছিল। এক নম্বর কালভার্টের কাছে পৌঁছে সে ঝোরার জলের দিকে তাকাল। তিরতিরিয়ে বয়ে যাচ্ছে স্রোত। পৃথিবী এখন চমৎকার। এখানে যে লোকটা গতকাল মেয়েদের অনুসরণ করতে-করতে জঙ্গলে মিলিয়ে গিয়েছিল—তার সঙ্গে ভার্মা-সাহেবের সঙ্গে লনে কথা বলতে আসা লোকটার চেহারার কোনও মিল নেই। গতরাত্রে জঙ্গলের ভেতরে যে টর্চ নিয়ে হনুমানটার সঙ্গে এসেছিল, তারা চেহারাও ভাল করে দেখতে পায়নি সে। অর্জুন কালভার্টের ওপর দাঁড়িয়ে একটু অপেক্ষা করল। তারপর বাংলোর দিকে পা বাড়াল।

লনে কেউ নেই। সেই ট্যাক্সি আর তার ড্রাইভার দাঁড়িয়ে আছে। লোকটা অর্জুনকে দেখতে পেয়ে যে ভীষণ অবাক হয়ে গিয়েছে, তা তার মুখ দেখে বোঝা গেল। কিন্তু ওর সঙ্গে কথা বলার জন্য অপেক্ষা করল না সে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে-উঠতে বেয়ারাটার সঙ্গে দেখা হওয়ায় বলে দিল চটপট ঘরে ব্রেকফাস্ট নিয়ে আসতে।

রাত জাগলে ভোরবেলায় স্নান করলে শরীর অনেকখানি তাজা হয়ে যায়। ঘরে ঢুকে দরজা ভেজিয়ে জামা-প্যান্ট খুলতে-খুলতে সে কাগজটাকে দেখতে

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

পেল। তিন ভাঁজ কাগজটা মাটিতে পড়ে আছে। সম্ভবত ওপরের ভেন্টিলেটারের ফাঁক দিয়ে কেউ ফেলে দিয়েছে ঘরে। ওটা তুলে নিল অর্জুন। ইংরেজিতে লেখা, 'তুমি কেন শুরু থেকে আরম্ভ করছ না?' হাতের লেখা চেনার উপায় নেই, কারণ প্রতিটি অক্ষরই ইচ্ছে করে ক্যাপিটাল হরফে লেখা হয়েছে। অদ্ভুত ব্যাপার। সাধারণত শত্রুপক্ষের লোকেরা যদি অস্তিত্ব জেনে যায়, তা হলে হুমকি দেবার চেষ্টা করে। সরে না দাঁড়ালে মত্যু অনিবার্য—এমন কথাই লেখা থাকে। এ তো হুমকির বদলে উপদেশ। এই জঙ্গলে তার শুভাকাঙ্ক্ষী কেউ আছেন নাকি? তিনি কেন চোরের মতো উপদেশ দেবেন?

ঘুম আসেনি। উত্তেজনা থাকলে রাত জাগার পরেই সকালে ঘুম পালিয়ে যায়। কিন্তু স্নান-খাওয়ার পর কিঞ্চিৎ অবসাদ ছাড়া তেমন কিছু অসুবিধে হচ্ছে না।

জিপে ড্রাইভার ছাড়া কেউ নেই। ওর কাছেই শোনা গেল, রেঞ্জার মিস্টার বিশ্বাস এখন বিশ্রাম করছেন। অথচ এই ড্রাইভারটিকেই গত রাত্রে সে দেখেছিল—এর কি বিশ্রামের কোনও প্রয়োজন নেই? একটু খারাপ লাগল অর্জুনের। সে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি জানেন, আমি কোথায় যেতে চাই?"

"জানি স্যার। তবে গ্রাম পর্যন্ত জিপ যাবে না। একটু হাঁটতে হবে আপনাকে।"

www.banglabookpdf.blogspot.com

অর্জুন মাথা নাড়ল। ক্রমশ জঙ্গলের গভীরতম অংশ পেরিয়ে জিপ চলে এল ফাঁকা জায়গায়। জঙ্গল যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানেই গ্রাম শুরু হয়নি। গাড়ি গেল একটা ঝোরা পর্যন্ত। এখানে কোনও সাঁকো নেই। প্যান্টের নীচটা গুটিয়ে জল পার হল অর্জুন। পায়ে-হাঁটা পথ, এবড়ো-খেবড়ো। জঙ্গুলে। জিপের পক্ষেও আসা সম্ভব ছিল না। মিনিট-পাঁচেক যাওয়ার পর গোরুর গলার ঘণ্টা আর মুরগির ডাক শোনা গেল। শেষ পর্যন্ত গ্রামটাকে দেখতে পেল সে। খড়ের চাল, মাটির দাওয়া, কিছু কৃষিজীবী মানুষের বাস বোঝা গেল। গ্রামের মুখটাতেই একটা লোক সাইকেল নিয়ে খাঁকি হাফ-প্যান্ট আর শার্ট পরে দাঁড়িয়ে। তাকে ঘিরে কিছু খালি গায়ের গ্রামের মানুষ। ওকে দেখতে পেয়ে লোকটা কপালে হাত ঠেকিয়ে সেলাম করল, "নমস্তে সাব। বড়া-সাব আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন আপনাকে সাহায্য করতে। আমি ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে কাজ করি। চার নম্বর বিটে আছি।"

অর্জুন তাকে নমস্কার করল, "এখানকার মানুষ জানে মৃত্যু ব্যাপারটা?"

"হ্যাঁ সাব। কালই খবর পেয়েছে। কিন্তু কেউ যায়নি।"

"যায়নি কেন?"

"গেলে তো মুশকিল। ডেডবডি আলিপুরদুয়ারের হসপিটালে নিয়ে যেতে

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

হবে পোস্টমর্টেম করতে। সেখান থেকে আবার গ্রামে ফিরিয়ে আনতে হবে। বেশ মোটা খরচ। এদের সেই সামর্থ্য নেই। না গেলে পুলিশই নিজে থেকে সে সব করিয়ে পুড়িয়ে দেবে।"

খারাপ লাগল, কিন্তু খুব একটা অবাক হল না অর্জুন। ইতিমধ্যেই সে বুঝে গেছে, পেট ভরে খাওয়ার সামর্থ্যই এদের নেই। সে জিজ্ঞেস করল, "লোকটির ছেলে-মেয়ে বা স্ত্রী নেই?"

"আছে। আমি ওদের আপনার কথা বলে আটকে রেখেছি। আসুন সাব।"

"আটকে রেখেছেন মানে? কোথায় যাচ্ছিল ওরা?"

"পেটের ধান্দায়। এক দিন বাড়িতে বসে-থাকা মানে পেটে দানাপানি না-দেওয়া।"

অর্জুন লোকটিকে অনুসরণ করল। তাদের পেছন-পেছন গ্রামের লোকজন চলল। একটা জীর্ণ কুটিরের সামনে গিয়ে সে চার-পাঁচটা শীর্ণ বাচ্চা আর তাদের মাকে দেখতে পেল। মহিলাটির শরীরে শতচ্ছিন্ন শাড়ি এবং তারই আঁচল দিয়ে তিনি চোখ মোছার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। বাচ্চাগুলো ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে।

পেছনে ভিড়টা আরও বেড়েছে। এই অবস্থায় জিজ্ঞাসাবাদ কতটা ফলপ্রসূ হবে, তাতে সন্দেহ আছে। তবু সে জিজ্ঞেস করল, "যিনি মারা গিয়েছেন, তিনি আপনার স্বামী?"

www.banglabookpdf.blogspot.com

মহিলা উত্তর দিলেন না। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোকটি কথাগুলো আদিবাসী ভাষায় উচ্চারণ করল। বাংলা ভাষার সঙ্গে কয়েকটা ক্রিয়াপদের তফাত ছাড়া তেমন পার্থক্য নেই।

এবার মহিলা মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললেন।

"ওঁর সঙ্গে কারও ঝগড়াঝাঁটি ছিল?"

মহিলা মাথা নাড়লেন, না।

ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোকটি বলল, "সাব, ওর পক্ষে এখন কথা বলা সম্ভব নয়। এত লোক দেখে লজ্জাও পাচ্ছে। ওর ভাসুরের সঙ্গে কথা বলুন। সে খুব ভাল মানুষ।" বলে সামনে দাঁড়ানো এক প্রৌঢ়কে দেখিয়ে দিল। লোকটির পরনে খাটো ধুতি, খালি গা, হাঁটু পর্যন্ত জমাট ধুলো। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোকটি তাকে কাছে ডেকে বাকিদের চিৎকার-চেঁচামেচি করে দূরে সরিয়ে দিল। প্রৌঢ় নমস্কার করে কাছে এসে দাঁড়াল। অর্জুন তাকে জিজ্ঞেস করল, "এ রকম হবে তুমি জানতে?"

প্রৌঢ় দুই হাত জড়ো করে দাঁড়াল, "আমি ভয় পেতাম।"

"তোমার ভাই কী করত?"

"আগে চাষ করত। কিন্তু তাতে ওর পেট, মন কিছুই ভরত না। শেষে

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

তামাক নিয়ে হাটে-হাটে ঘুরে বিক্রি করত। এতে কাঁচা পয়সা আসত ঘরে। তাই দিয়ে ধার শোধ করত। আমি বলতাম, ভগবান যা দিচ্ছেন, তাতেই সন্তুষ্ট থাক। বেশি লোভ করিস না। কিন্তু আমার কথা কানে তুলল না।"

"ওর অবস্থা কেমন ছিল ?"

"আগে খুব খারাপ। এখন একটু ভাল হচ্ছিল।"

"তোমরা ক' পুরুষ ধরে এখানে আছ ?"

"অনেক-অনেক দিন।"

"এত অভাব যখন ঘরে, তখন সোনার গহনাটা কী করে থেকে গেল ?"

প্রৌঢ় মুখ নামাল, "ঘরে কোনও সোনা দূরে থাক, রুপোও ছিল না। আপনি নিজের চোখেই আমাদের চেহারা তো দেখছেন।"

"তুমি জানো, ও সোনা বিক্রি করতে গিয়েছিল ?"

প্রৌঢ় উত্তর দিল না। কিন্তু চোরা-চোখে দূরে দাঁড়ানো গ্রামবাসীদের দিকে তাকাল। অর্জুন বলল, 'তুমি এড়িয়ে যেও না। আমি তোমাদের সাহায্য করতে এসেছি।"

প্রৌঢ় এবার গলা নামাল, "আমি তো ওই ব্যাপারেই সাবধান করেছিলাম। বেশি লোভ করিস না। কথাটা কানে নিলে এভাবে মরতে হত না।"

"সোনাটা ও পেয়েছিল কোথায় ?"

"তা আমি জানি না। বলেনি আমাকে। কোনও এক হাটে কার সঙ্গে নাকি আলাপ হয়েছিল। সে বলেছিল এক ভরি সোনা যদি বিক্রি করে দেয়, তা হলে একশো টাকা পাবে।"

www.banglabookpdf.blogspot.com

"কত টাকায় বিক্রি করতে বলেছিল ?"

"তা আমাকে বলেনি ও।"

"সোনাটা তুমি দেখেছ ?"

মাথা নাড়ল প্রৌঢ়, "একটা গোল আংটির মতো, কিন্তু ঠিক আংটি নয়।"

"এই গ্রামের আর কেউ সোনা বিক্রির ব্যবসায় নেমেছে ?"

লোকটা চোরা-চোখে তাকাল। তারপর মাথা নাড়ল, "জানি না আমি।"

"তোমার কাউকে সন্দেহ হয়, যে ওকে খুন করতে যাবে ?"

"না।"

অর্থাৎ, আর কোনও নতুন তথ্য পাওয়া যাবে না। প্রৌঢ় ভয় পাচ্ছে। অর্জুনের দৃঢ় বিশ্বাস যে, এ-গ্রামে আরও লোক আছে যাদের সোনা বিক্রির ব্যাপারে ব্যবহার করা হয়েছে। সে মনে মনে হতাশ হল। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোকটি অবাক হয়ে শুনছিল এ সব কথা। শেষ হওয়ামাত্র বলল, "হায় বাপ। সোনা বিক্রি করার ক্ষমতা হয় এদের! হাঁ সাব, ধংমালি গ্রামের একটা লোক সোনার আংটি বিক্রি করতে গিয়েছিল মাদারিহাটে। লোকটার তিন কুলে কেউ সোনা দেখেনি। সবাই ভেবেছিল, চোরাই সোনা।

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

আসার পথে কারা যেন মারধোর করে সোনা কেড়ে নিয়েছে।"

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "ধংমালি গ্রাম এখান থেকে কত দূরে ?"

"সাইকেলে এক ঘণ্টা লাগবে।"

"জিপ যায় ?"

"হাঁ সাব।"

"আমাকে নিয়ে যাবেন ?"

লোকটা মাথা নেড়ে এগিয়ে চলল। প্রায় বোবা হয়েই গ্রামের লোকগুলো তাদের যেতে দিল। ঝোরা পেরিয়ে জিপে উঠল অর্জুন। আর লোকটা তাদের সামনে সাইকেল চালাতে লাগল। ধংমালি গ্রামে যখন পৌঁছাল তারা, তখন সূর্যদেব মধ্যগগনে। জিপ ছেড়ে বেশ কিছুটা যাওয়ার পর গ্রামের মুখটায় পৌঁছে অর্জুন বলল, "আমি ভেতরে যাব না, আপনি ওকে ডেকে আনুন।"

মিনিট-পনেরো বাদে একটি উদ্‌ভ্রান্ত মানুষকে নিয়ে ফিরে এল ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কর্মচারীটি। এনে আলাপ করিয়ে দিল।

অর্জুন তাকে বলল, "শুনলাম, আপনি সোনা বিক্রি করতে চান। আমি কিনব।"

লোকটা মাথা নাড়ল, "সোনা তো আর নাই।"

"বিক্রি করে দিয়েছেন ?"

"না, যাদের সোনা তারা নিয়া নিল।"

www.banglabookpdf.blogspot.com

"কেন ?"

"আমারে মাদারিহাটে সবাই চোর ভাবছে, আমি বিক্রি কইরতে পারি নাই, তাই।"

"কার সোনা ?"

"সে-কথা বলতে নারব বাবু। বললে আমাকে মেরে ফেলবে। কী পাপে যে রাজি হইছিলাম, এখন রাইতে ঘুম নাই, দিনে কাম কইরতে পারি না।"

"কাল যার মৃতদেহ জঙ্গলে পাওয়া গিয়েছে, তাকে চেনো ?"

"চিনি বাবু। আমার স্যাঙাত ছিল। ওই তো আমারে নিয়া যায় সেখানে।"

"কোন খানে ?"

"জঙ্গলের ভেতর। আর কিছু প্রশ্ন না করেন বাবু।"

"দ্যাখো, লোকগুলো অত্যন্ত অন্যায় কাজ করছে। তুমি যদি সাহায্য করো, তা হলে ওই বদমাশ লোকগুলো শাস্তি পেতে পারে।"

"তার আগে আমারে মাইর‍্যা ফেলবে বাবু। হাতে-পায়ে ধইর‍্যা একবার বাইচ্যা আইছি। আমি যাই এখন।"

"ওদের মধ্যে কারও মোটরবাইক ছিল ?"

"হ।" ঘাড়-নাড়ল লোকটা। তারপরেই খেয়াল হতে দ্রুত গ্রামের দিকে

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

পা চালাল। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোকটার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অর্জুন জিপে উঠে বসল। রহস্য এবং তার সন্ধানের পথে অনেকটা এগিয়ে যাচ্ছে সে, এমন মনে হচ্ছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে নিজেকে সতর্ক করল সে, এ সব নিয়ে তার মাথা ঘামানোর কথা নয়। সে যে দায়িত্ব নিয়ে এসেছে, তাতে তার এখন বাংলোয় থাকা উচিত।

জিপটা যখন গ্রামের রাস্তা ছাড়িয়ে জঙ্গলে ঢুকল, তখন অন্য-একটা চিন্তা তার মাথায় এল। সে যে এই দুটো গ্রামে এসেছে, খবরটা যাদের দরকার তারা পেয়ে যাবেই। সেটা পাওয়ার পর কী ঘটতে পারে। এই সময় দূরে একটা মোটরবাইকের আওয়াজ হল। আর আওয়াজটা এ দিকেই এগিয়ে আসছে। অর্জুন চটপট জিপের ড্রাইভারকে থামতে বলল। লোকটা ব্রেক কষতে সে লাফিয়ে নেমে পড়ল, "আপনি আধ কিলোমিটার এগিয়ে গিয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করবেন। কেউ যদি কিছু জিজ্ঞেস করে, তা হলে বলবেন একাই যাচ্ছেন।"

ড্রাইভার বলল, "এগিয়ে যাওয়ার দরকার নেই। আমি এখানেই বনেটটা খুলে ইঞ্জিন দেখি। কেমন একটা সাউন্ড হচ্ছে।"

অর্জুন দৌড়ে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেল। বড় ঘাস আর শাল-সেগুনের গাছে জায়গাটা ছায়ায় মাখামাখি। একটা বড় গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে সে দেখল, ড্রাইভার বনেট খুলে ঝুঁকে ইঞ্জিন দেখছে। মোটরবাইকের আওয়াজ বাড়ছিল। অর্জুন রাস্তার খানিকটা দেখতে পাচ্ছিল। ওখান থেকে বাঁক নিয়েছে ডান দিকে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ধুলো উড়িয়ে মোটরবাইকটা চলে এল। যে চালাচ্ছে তার মাথায় হেলমেট, পেছনে আর-একজন বসে রয়েছে। জিপের কাছে এসে বাইকের গতি কমে এল। জিপটাকে ছাড়িয়ে আরও কিছুটা গিয়ে সেটা দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর বাঁক নিয়ে ঘুরে চলে এল জিপের গায়ে। শব্দ পেয়েই যেন জিপের ড্রাইভার মুখ তুলল। পেছনে যে বসে ছিল সে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে ওস্তাদ ? কোনও গোলমাল ?"

ড্রাইভার বলল, "খুব গরম হয়ে গিয়েছিল।"

"তা তো হবেই।" লোকটা হ্যা-হ্যা করে হাসল, "চার পাশের হাওয়াই গরম।"

হেলমেটধারী হিন্দিতে জিজ্ঞেস করল, "যাকে নিয়ে গিয়েছিলে, সে কোথায় ?"

"কাকে ?"

"একটা বাঙালি ছোকরাকে। ন্যাকামি কোরো না।"

ড্রাইভার যেন মুশকিলে পড়ে গেল, "তিনি তো অনেক আগেই নেমে গিয়েছেন।"

"কোথায় ?"

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

"ওই গ্রামের কাছেই।"

"বেইমানি করো না।"

"বেইমানির প্রশ্ন ওঠে না। আমি তোমার নুন খাইনি।"

"তার মানে তুমি মিথ্যে বলছ?"

"সেটা তুমি যা ভাবলে ভাল লাগে তাই ভাবতে পারো।"

"এভাবে কেউ আমার সঙ্গে কথা বলে না। ঠিক আছে।" হেলমেটধারী পেছনের লোকটাকে কিছু বলতেই সে নেমে দাঁড়াল। মোটরবাইক চলে গেল গ্রামের দিকে। এবার লোকটি এগিয়ে এল জিপের কাছে, "আমাকে একটু ফরেস্ট বাংলোয় পৌঁছে দাও।"

"আরে এটা গবমেন্টের গাড়ি, পাবলিকের ওঠা নিষেধ।"

"ছোড়ো ওস্তাদ। যে ছোকরাকে নিয়ে এসেছিলে, সেটাও পাবলিক।"

"কে বলেছে তোমাকে?"

"মালবাজার থেকে পেছন নিয়েছে। বস গোলমাল করতে চায় না বলে এখনও বেঁচে আছে। ইঞ্জিন ঠাণ্ডা হল?"

মোটরবাইকের আওয়াজ মিলিয়ে গিয়েছে। জঙ্গলের নিস্তব্ধতায় অর্জুন চটপট মতলব ঠিক করে ফেলল। লোকটা দাঁড়িয়ে আছে তার দিকে পেছন ফিরে। কিন্তু ওর কাছে পৌঁছতে যে সময় লাগবে তাতেই ও দেখে ফেলবে তাকে। নীচ থেকে একটা বড় পাথর কুড়িয়ে ডান দিকের জঙ্গলে ছুঁড়ল সে। হুড়মুড় শব্দ করে গাছপালায় আলোড়ন তুলে সেটা যখন নীচে পড়ল তখন ড্রাইভার আর লোকটা চমকে সে দিকে ফিরে তাকিয়েছে। লোকটা চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল, "কী হল?"

www.banglabookpdf.blogspot.com

ড্রাইভার বলল, "হাতি নাকি?"

"না, না। হাতি দূর থেকেই বুঝিয়ে দেয়।"

"গিয়ে দ্যাখো না।"

লোকটা সাহস দেখাল। সাবধানী পা ফেলে এগিয়ে গেল বিপরীত দিকে মুখ করে। আর তৎক্ষণাৎ গাছের আড়াল ছেড়ে অর্জুন চলে এল জিপের গায়ে। এসে নিজেকে লুকিয়ে রাখল। লোকটার গলা শোনা গেল, "দুর, কিস্‌সু নেই। কিন্তু কিছু একটা পড়েছে। তোমার ইঞ্জিন যা ঠাণ্ডা হয়েছে, তাতেই চলতে হবে ওস্তাদ!" লোকটা ফিরে আসছিল।

অর্জুন অপেক্ষা করছিল। লোকটা ড্রাইভারের সামনে এসে দাঁড়াতেই সে পেছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আচমকা আক্রমণে লোকটা এমন নার্ভাস হয়ে গিয়েছিল যে, কথা বলার সুযোগ পেল না। তাকে মাটিতে উপুড় করে ফেলে যখন অর্জুন পিঠের ওপর উঠে বসেছে, তখন লোকটার একটা হাত কোমরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। সেটাকে মুচড়ে ধরতেই আর্তনাদ করে উঠল সে। কোমর থেকে একটা ধারালো ক্ষুর উদ্ধার করল অর্জুন। বাঁ পকেটে একটা লম্বা

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

মুখ-বন্ধ টিউব। ড্রাইভারকে সে বলল, "একটা দড়ি আছে ?"

ড্রাইভার দেরি করল না। ভাল করে হাত-পা বেঁধে ওকে জিপে তোলা হল। জিপ চালু করতে অর্জুন টিউবটা সন্তর্পণে খুলল। কিছু দিন আগে পর্যন্ত যে রকম সিরিঞ্জে টিকা দেওয়া হত, তারই একটা। ভেতরে তরল পদার্থ আছে। হাত-পা বাঁধা লোকটা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে সিরিঞ্জটাকে দেখছিল। অর্জুন চোখের সামনে থেকে সেটাকে নামিয়ে লোকটার হাতের দিকে নিয়ে যেতেই পরিত্রাহি চিৎকার করে উঠল সে, "না, না, আমাকে মেরে ফেলবেন না, পায়ে পড়ি আপনার, না !" তার চোখ দুটো ভয়ে ঠিকরে বেরিয়ে পড়ছে যেন।

"এটা দিয়েই খুনটা করেছ ?"

"আমি করিনি। বিশ্বাস করুন, সত্যি বলছি।"

"কে করেছে ?"

"আমি জানি না।" ঘন-ঘন মাথা নাড়ল লোকটা।

"তোমাকে বলদেব জিপের কাছে থেকে যেতে বলল কেন ?"

লোকটা সামলে নেওয়ার চেষ্টা করছিল। অর্জুন সিরিঞ্জটা নাড়ল, "আমি পুলিশ নই। খুন করতে আমার কিন্তু অসুবিধে হয় না।"

"ও সন্দেহ করেছিল এই ড্রাইভার মিথ্যে বলছে।"

"তোমাদের বস কে ?"

"আমি জানি না।"

www.banglabookpdf.blogspot.com

"আমি বেশি কথা বলা পছন্দ করি না।"

লোকটা কুঁকড়ে যাচ্ছিল। অর্জুন হাসল, "সোনাগুলো কোত্থেকে আসছে ?"

"ইয়ে, নেপাল থেকে।"

"খাঁটি সোনা ?"

"আমি জানি না।"

"এই সব গরিব লোকগুলোকে কেন ব্যবহার করছ ? চোরাই সোনার তো অনেক চ্যানেল আছে বিক্রি করার। এদের জড়াচ্ছ কেন ?"

"বস টাকা চায়। চটপট।"

"বস কে ?"

"আমি জানি না।"

গাড়ি তখন কালভার্টের ওপর উঠে এসেছে। অর্জুন ড্রাইভারকে জিপ থামাতে বলল। সেটা থামতেই সে নীচে নেমে দাঁড়াল, "এই জায়গাটা খুব ভাল। তোমাকে মেরে কালভার্টের নীচে শুইয়ে রাখলে কেউ টের পাবে না।"

"আমি ওকে মারিনি স্যার।" কঁকিয়ে উঠল লোকটা।

"কে মেরেছে ?"

"বলদেব।" আচমকা বলে ফেলে চুপ করে গেল লোকটা।

"অবশ্য যে মরে গিয়েছে, তার জন্যে ভেবে কী হবে। হনুমানটা কার ?"

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

"আমার।"

"কোথায় পেয়েছ?"

"কাশী থেকে এনেছিলাম। ইঞ্জেকশন দিয়ে বড় করেছি।"

"বাঃ, তুমি দেখছি অনেক কিছু জানো। তোমাদের বস কে?"

"আমি জানি না।"

অর্জুন ড্রাইভারকে বলল হাত লাগাতে। লোকটাকে ধরাধরি করে কালভার্টের নীচে নিয়ে যাওয়া হল। একে এখনই পুলিশের হাতে তুলে দিলে, কিছুতেই মুখ খুলবে না এটা সে বুঝতে পেরেছিল। হয়তো পুলিশের হেফাজতে থাকলেও ওকে খুন করে ফেলা হবে। তা ছাড়া, জিপের ড্রাইভারেরও একাই ফরেস্ট অফিসে ফিরে যাওয়া উচিত। বলদেব ফিরে এসে খবর পেয়ে যাবেই, যা এখনই ওকে জানানো উচিত নয়। সে ড্রাইভারকে বলল, "আপনি জিপ নিয়ে অফিসে ফিরে যান। মিস্টার বিশ্বাসকে সমস্ত ঘটনা বলবেন। তিনি যেন এখনই মিস্টার আহমেদকে নিয়ে বাংলো ঘেরাও করে রাখেন। আমি না ফেরা পর্যন্ত কেউ যেন বাংলোর বাইরে যেতে না পারে।"

"আপনি যাবেন না?"

"আমি হেঁটে যাব। এখানে যেন কেউ না আসে।"

ঘাড় নেড়ে ড্রাইভার জিপ নিয়ে চলে গেলে, অর্জুন কালভার্টের নীচে নেমে এল। সে দেখল, লোকটা গড়াতে গড়াতে জলের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করছে। তাকে দেখতে পেয়ে থেমে গেল লোকটা। অর্জুন হাসল, "পালাবার চেষ্টা করে কোনও লাভ নেই। স্পষ্ট কথা বলছি। তুমি যদি আমার সঙ্গে সহযোগিতা করো, তা হলে প্রাণে মারব না। নইলে তোমার লাশ এখানে পড়ে থাকবে।"

www.banglabookpdf.blogspot.com

লোকটা পিটপিট করে তাকাল।

অর্জুন আবার জানতে চাইল, "তোমাদের বস কে?"

"আমি জানি না।"

অর্জুন সিরিঞ্জটা নিয়ে ঝুঁকে পড়ল, "আমি আর একবার প্রশ্ন করব।"

"মেমসাহেব।" ফ্যাঁস ফ্যাঁস শব্দ করল লোকটা।

"মেমসাহেব? কোন মেমসাহেব?"

"আমি একবার দেখেছি। বলদেব সব জানে।" এই সময় একটা খসখস আওয়াজ পেছনে হতেই অর্জুন তড়াক করে ঘুরে দাঁড়াল। ঠিক হাত-পাঁচেক দূরেই দাঁড়িয়ে আছে হনুমানটা। এত বিশাল হনুমান সে কখনও দেখেনি। না, গোরিলার আকৃতি নিশ্চয়ই নয়, তবে অনায়াসে একটি মানুষকে ঘায়েল করতে পারে। হনুমানটা অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে আছে হাত-পা বাঁধা লোকটার দিকে। যদি ও আক্রমণ করে, তা হলে এই সিরিঞ্জটা ছাড়া কোনও অস্ত্র অর্জুনকে সাহায্য করবে না। কিন্তু ওর শরীরে যা লোম, সিরিঞ্জ ঢোকাবার আগেই যা ক্ষতি হবার তা হয়ে যেতে পারে। কিন্তু আক্রান্ত হবার আগেই আক্রমণ করা বুদ্ধিমানের

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

কাজ। সিরিঞ্জটাকে উঁচিয়ে ধরে অর্জুন আক্রমণ করার ভঙ্গিতে এগোলে হনুমানটা এক লাফে খানিকটা সরে গেল। আর সঙ্গে-সঙ্গে একটা বড় পাথর তুলে নিল অর্জুন। এবং তখনই ক্ষুরটার কথা মনে পড়ল। ওটা তার পকেটেই রয়ে গেছে।

অর্জুন পাথর তুলতেই দড়িতে বাঁধা লোকটা অদ্ভুত সুরে শিস দিল। সঙ্গে-সঙ্গে কালভার্টের থামের আড়ালে চলে গেল হনুমানটা। ওর কাছাকাছি শুধু পাথর হাতে যাওয়া বোকামি হবে। অর্জুন মুখ ফিরিয়ে লোকটাকে জিজ্ঞেস করল, "ওটাকে তুমি ট্রেনিং দিয়েছ?"

আর সঙ্গে-সঙ্গে একটা ছোট পাথর শাঁ করে অর্জুনের মাথার পাশ দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে ঝোরার জলে শব্দ তুলল। হনুমানটা পাথর ছুঁড়ছে। অর্জুন প্রচণ্ড রেগে গিয়ে লোকটাকে বলল, "ওটাকে এখান থেকে চলে যেতে বলো, নইলে তোমাকে আমি খুন করব!"

লোকটা মাথা নাড়ল, "আপনি আমাকে খুন করতে পারেন না। ভদ্রলোকেরা খুন করতে পারে না।"

কথাগুলো কানে যাওয়া মাত্র অর্জুনের মনে হল, সত্যিই সে এখন বেশ অসহায়। যতই মুখে বলুক, ঠাণ্ডা মাথায় কাউকে খুন করা তার পক্ষে অসম্ভব। আর এই সত্যিটা এতক্ষণে লোকটা বুঝে গিয়েছে। এই সময় দূরে মোটরবাইকের আওয়াজ পাওয়া গেল। বেশ দ্রুত এগিয়ে আসছে ওপরের রাস্তা ধরে। অর্জুন ঠিক করল, এই লোকটা যদি চেঁচায়—তা হলে সিরিঞ্জ বসিয়ে দেবে, তারপর যা হয় হোক।

www.banglabookpdf.blogspot.com

মোটরবাইকটা আরও এগিয়ে আসামাত্র শুয়ে-শুয়েই লোকটা শিস দিল। সঙ্গে-সঙ্গে হনুমানটা থামের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তার দিকে যাওয়ার চেষ্টা করল। একটুও ইতস্তত না করে অর্জুন ওকে লক্ষ করে পাথরটা ছুঁড়ল। এই আক্রমণের কথা হনুমানটার মাথায় আসেনি। সে লাফাতে-লাফাতে ওপরে ওঠার চেষ্টা করছিল। পাথরটা আঘাত করল তার ঘাড়ের নীচে। সঙ্গে-সঙ্গে সে ছিটকে গেল খানিকটা। এবং সেই গতিতে গড়িয়ে গেল রাস্তার ওপরে। আর তখনই সশব্দে ব্রেক কষার আওয়াজ, হনুমানটার পরিত্রাহি চিৎকার কানে এল। অর্জুন দেখল, মোটরবাইকটা চালকহীন অবস্থায় কালভার্টের রেলিং-এর গায়ে এসে ধাক্কা খেল। তারপর তার সামনের চাকা শূন্যে বনবন করে ঘুরতে লাগল।

"গুরু, বাঁচাও, গুরু, হাম নীচে হ্যায়, বাঁচাও।" পরিত্রাহি চিৎকার করে উঠল লোকটা। অর্জুন দ্রুত কালভার্টের থামের আড়ালে-আড়ালে খানিকটা ওপরে চলে এল। রাস্তার মাঝখানে উপুড় হয়ে পড়ে আছে হনুমানটা। রক্ত বেরোচ্ছে তার শরীর থেকে। এ-পাশে মোটর বাইক আর উলটো দিকের আগাছার ওপর ধীরে-ধীরে উঠে বসছে হেলমেটধারী। নিশ্চয়ই সে চোট খেয়েছে। কিন্তু উঠে

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

বসার সময় লোকটির চিৎকার তার কানে যাওয়ায় সে পকেট থেকে একটা রিভলভার বের করে সতর্ক চোখে তাকাচ্ছে। স্পিড বেশি থাকায় হনুমানটা যখন ব্যালান্স হারিয়ে সামনে পড়েছিল, তখন লোকটাই আর ব্রেক কষার সময় পায়নি। এই লোকটিই নিশ্চয়ই বলদেব।

আড়চোখে অর্জুন দেখল, কালভার্টের নীচে শরীরে বাঁধন সত্ত্বেও লোকটা উঠে বসার চেষ্টা করছে। তার গলা থেকে একনাগাড়ে চিৎকার ছিটকে বেরোচ্ছে। ওর পক্ষে হাঁটা কোনও মতেই সম্ভব নয়। এবার নিশ্চয়ই বলদেব ওর উদ্ধারের জন্য এগিয়ে আসবে। এবং সে ক্ষেত্রে রিভলভারের সঙ্গে জেদ দেখানোর মতো বোকামি সে করতে পারে না। অথচ এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে সে ধরা পড়ে যেতে বাধ্য।

অর্জুন দেখল বলদেব সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে রিভলভার হাতে। থুক করে থুতু ফেলল। এত দূর থেকেও অর্জুনের মনে হল থুতুর রং লাল। নিশ্চয়ই দাঁত ভেঙে গেছে পড়ার সময়। বাঁ হাতে চোট খেয়েছে, কারণ হাতটাকে বুকের কাছে তুলে ধরেছে। হঠাৎ বলদেব চিৎকার করে উঠল, "কাঁহা হ্যায় তুম, এ মুর্দাকা বাচ্চা!" গলার স্বরে জঙ্গল গমগম করতে লাগল। কালভার্টের নীচ থেকে লোকটা চেঁচিয়ে উঠল, "নীচে। ঝোরাকা পাশ।"

বলদেব দু' পা এগোল। তার হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু সেই অবস্থায় সে চেঁচাল, "ইয়ার্কি মারছিস, অ্যাঁ। আমার সঙ্গে ইয়ার্কি? হনুমান লেলিয়ে দেওয়া? উঠে আয় বদমাশ।"

www.banglabookpdf.blogspot.com

লোকটা কাতরে উঠল, "কী করে উঠব। আমার হাত-পা বাঁধা।"

পরস্পরকে না দেখেও এই যে কথাবার্তা—তা হিন্দিতে হচ্ছিল। বলদেব সোজা হল, "কে বাঁধল তোকে? তোর কাছে কেউ আছে নাকি?"

"সেই চিড়িয়া। মেয়েগুলোর সঙ্গে এসেছে। ভড়কি দিয়েছে গুরু। এতক্ষণ আমাকে সিরিঞ্জ ঢোকাবার ভয় দেখাচ্ছিল। এখন দেখতে পাচ্ছি না।"

অর্জুন দেখল, আহত হওয়া সত্ত্বেও এক-ঝটকায় নিজেকে তৈরি করে বলদেব ছুটে এল মোটরবাইকের কাছে। লোকটাকে এখন খুব ভিতু বলে মনে হচ্ছে। অর্জুন যেখানে আড়াল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সেখান থেকে বলদেব মাত্র হাত-দশেক দূরে। সে মোটরবাইকটাকে কোনও মতে সোজা করল। শরীরে প্রচুর শক্তি না থাকলে এই অবস্থায় ওটা করা সম্ভব নয়। কিন্তু বাইকটার অবস্থা এমন সঙ্গিন হয়ে গিয়েছে যে, হতাশায় ঠেলে দিল বলদেব ওটাকে। আবার কালভার্টের রেলিং-এর ওপর ঝপাং শব্দে পড়ল সেটা। এবার মুখ ঘুরিয়ে কতকটা নেমে এল লোকটা। আর-একটু এগোলেই অর্জুন ধরা পড়ে যাবে ওর চোখে। বুকের মধ্যে যেন হাতুড়ি-পেটা শুরু হয়ে গিয়েছে। অর্জুন বলদেবের পা এবং হাঁটু দেখতে পাচ্ছে এখন।

"তোকে ধরল কী করে?" চিৎকার ভেসে এল।

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

"পেছন থেকে। গুরু, দড়ি খুলে দাও।"

"কী বলেছিস তুই ?"

"কিছু না, গুরু, কিছু না।"

"মিথ্যে কথা বলিস না। সিরিঞ্জ পেয়েছে যখন, তখন তুই মুখ বন্ধ রাখিসনি।"

"জিজ্ঞেস করছিল, বস কে ?"

"কী বললি ?"

"মেমসাব। ব্যস।"

সঙ্গে-সঙ্গে আর্তনাদ করেই নেতিয়ে গেল লোকটা। অদ্ভুতভাবে চিত হয়ে মুখ কাত করে পড়ে গেল। চোখ দুটো পলকেই স্থির, মুখ হাঁ। অর্জুন মুখ ফেরাল। হাঁটু এবং পা ধীরে-ধীরে ওপরে উঠে গেল। অর্জুন আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। চোখের সামনেই একটা খুন হয়ে গেল। এই লোকটার কাছ থেকে নিশ্চয়ই কিছু খবর পাওয়া যেত, যেটা বলদেব চাইছিল না। হনুমানটা নিশ্চয়ই এই লোকটারই পোষা। বেচারা বলদেবকে খবর দিতে গিয়ে প্রাণ হারাল। কিন্তু এই কালভার্টের নীচ থেকে বের হওয়া দরকার। অথচ বোঝা যাচ্ছে না বলদেব কাছে-পিঠে আছে কি না। সে যদি অপেক্ষা করে থাকে, তা হলে তার দশা ওই লোকটার মতেই হবে।

হঠাৎ 'ঝপাং' শব্দ হতেই চমকে উঠল অর্জুন। মোটরবাইকটা ঠিক ঝোরার মাঝখানে পড়ে আস্তে-আস্তে তলিয়ে গেল। ওখানে জলের গভীরতা বড়জোর চার-পাঁচ ফুট। থামের আড়ালে সিঁটিয়ে দাঁড়িয়ে সে দেখল, বলদেব টলতে টলতে বাংলোর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে রাস্তা ধরে।

www.banglabookpdf.blogspot.com

একটু সময় নিয়ে সে কালভার্টের নীচ থেকে বেরিয়ে এল। হনুমানটা পড়ে আছে রাস্তায়। মাথাটাই ফেটে গিয়েছে। মাথার তুলনায় শরীর বেশ বড়। রাস্তার যতটা সোজা দেখা যায়, বলদেব কোথাও নেই। এবং তখনই গাড়ির আওয়াজ পাওয়া গেল, কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ফরেস্ট অফিসের জিপটাকে দেখতে পেল অর্জুন। বেশ দ্রুত গতিতে ছুটে আসছে। কালভার্টের সামনে এসে ব্রেক কষতেই মিস্টার বিশ্বাস লাফিয়ে নামলেন, "কী ব্যাপার ? আপনি কাকে ধরেছেন ? আরে ! এটা কী ?"

মিস্টার বিশ্বাস ছুটে গেলেন হনুমানটার কাছে। তাঁর সঙ্গী ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোকেরাও বেশ অবাক হয়েছে বোঝা গেল। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "মিস্টার আহমেদ কি এসে গিয়েছেন ?"

মিস্টার বিশ্বাস মাথা নাড়লেন, "এখনও নয়। আপনি আসতে নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু ব্যাপারটা শুনে না এসে পারলাম না।"

তা হলে বাংলো ঘেরাও করা হয়নি ? সর্বনাশ। বলদেব ও দিকেই গিয়েছে। অর্জুন খুব ব্যস্ত হয়ে উঠল, "আপনি জিপ ঘোরাতে বলুন।"

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

"আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।" মিস্টার বিশ্বাস কথাগুলো বলতে-বলতে হাত নেড়ে ড্রাইভারকে ইশারা করলেন।

অর্জুন বলল, "আপনার এই জঙ্গলে আর-একজন খুন হয়েছে। একই জায়গায়। তৃতীয় খুন যাতে না হয়, তার জন্য আমাদের এখনই বাংলোয় যাওয়া উচিত। ও হ্যাঁ, আপনি চটপট একবার কালভার্টের নীচ থেকে ঘুরে আসুন।"

মিস্টার বিশ্বাস ছুটে গেলেন। ফিরে এলেন একেবারে ঝড়ের মতো, "কী সর্বনাশ!"

অর্জুন জিপে উঠে বসল কিছু না বলে। মিস্টার বিশ্বাস সেখানে দাঁড়িয়েই জিজ্ঞাসা করলেন, "ওকে খুন করল কে? আপনি?"

"আমার কাছে রিভলভার নেই মিস্টার বিশ্বাস!"

"না, মানে ড্রাইভারের কাছে শুনলাম...।"

"সেটি এই জিনিস। এ-দিয়ে রক্ত বের হয় না, সাদা চোখে মৃত্যুর কারণ বোঝা যায় না। চলে আসুন চটপট। আমি মানুষ মারার অধিকারী নই, বাঁচানোর।"

জিপ ছুটে যাচ্ছিল বাংলোর দিকে। যতটা সংক্ষেপে সম্ভব অর্জুন মিস্টার বিশ্বাসকে বুঝিয়ে বলল ব্যাপারটা। শুনে ভদ্রলোক উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। অর্জুন বলল, "আমার দৃঢ় বিশ্বাস মিস্টার ভার্মার স্ত্রী হিসেবে যিনি এই বাংলোয় আছেন, তিনিই 'মেমসাহেব' এবং এই চক্রান্তের মূল নেত্রী।"

www.banglabookpdf.blogspot.com

মিস্টার বিশ্বাস কথা বললেন না। বাঁক ঘুরতেই দেখা গেল, ফরেস্ট বাংলোর একজন কর্মচারী ছুটতে-ছুটতে আসছে। জিপ থামাতে হল। লোকটা হাঁপাতে-হাঁপাতে যা বলল, তাতে বোঝা গেল একটু আগে একটা লোক বাংলোয় ঢুকে ভার্মা-সাহেবকে কিছু বলতেই তিনি ও মেমসাহেব ট্যাক্সি নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছেন। যাওয়ার আগে চার বাচ্চা-মেমসাহেবের একজনকে বন্দুক দেখিয়ে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়েছেন।

সঙ্গে-সঙ্গে জিপ ছুটে এল বাংলোর লনে। অর্জুন দেখল, পুনম, চিঙ্কি, এবং টিনা ছুটতে ছুটতে আসছে। কথা বলার আগেই কান্নায় ভেঙে পড়ল তারা। অর্জুন শুনল, সে বেরিয়ে যাওয়ার কিছু আগে নাকি নন্দিনী একাই গিয়েছিল ভার্মা-সাহেবের ঘরে। সে বন্ধুদের বলেছিল, লোকটার মুখোশ খুলে দেবে। ওরা তাকে অর্জুনের নিষেধের কথা মনে করিয়ে দিয়েছিল কিন্তু কথা শোনেনি নন্দিনী। সে অনেকক্ষণ ফিরছে না দেখে খোঁজ করতে গিয়ে শেষে দেখতে পেয়েছে, নন্দিনীকে রিভলভার দেখিয়ে ট্যাক্সিতে তুলেছে ওরা। কিছু করার আগেই ট্যাক্সি হাওয়া হয়ে গিয়েছে।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "মিস্টার পুরি ঘরে আছেন?"

ফরেস্ট বাংলোর একটি বেয়ারা বলল, "নেহি সাব। আধা-ঘন্টা আগে

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

নিকাল গিয়া।"

মিস্টার বিশ্বাস জিজ্ঞেস করলেন, "মিস্টার পুরি কি এ-ব্যাপারে জড়িত ?"

"আমি বুঝতে পারছি না। তবে লোকটার চাল-চলন সন্দেহজনক। আপনি এখনই পুলিশ-স্টেশনে টেলিফোন করুন। ওদের রাস্তায় আটকাতে বলুন।" অর্জুন ব্যস্ত হল।

জিপ চলে এল ফরেস্ট অফিসে। দৌড়ে সিঁড়ি ভেঙে উঠে গেলেন মিস্টার বিশ্বাস। মিনিটখানেক বাদে ফিরে এসে জিপে উঠলেন, "ড্রাইভার, চালাও। লাইন পাওয়া গেল না। ওরা বেশি দূরে যেতে পারেনি। আহমেদেরও তো এতক্ষণে এই রাস্তায় আসার কথা। ড্রাইভার, জোরে।"

জিপ প্রচণ্ড গতিতে ছোটা শুরু করল।

মিনিট-পাঁচেক যাওয়ার পর বিশ্বাস চমকে উঠলেন, "কিছু দেখতে পাচ্ছেন ?"

অর্জুনের নজরে পড়েছে ততক্ষণে। একটা জিপ রাস্তা থেকে অনেকটা সরে এসে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গিয়ে উলটে যাওয়ার ভঙ্গিতে আটকে আছে। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের জিপ থামানো মাত্র একজন পুলিশ ছুটে এল। ওটা যে মিস্টার আহমেদের জিপ, তা বুঝতে আর অসুবিধা নেই।

পুলিশটি বলল, "ভাগ গিয়া সাব। লেকিন পাকাড় যায়ে গা।"

মিস্টার বিশ্বাস জিজ্ঞেস করলেন, "কী হয়েছে, খুলে বলো।"

www.banglabookpdf.blogspot.com

লোকটা জানাল থানা থেকে যখন তারা আসছিল, তখন চেকপোস্টে এক ভদ্রলোক মিস্টার আহমেদের সঙ্গে কিছু কথা বলেন। তারপরেই মিস্টার আহমেদ ড্রাইভার ও দু'জন সেপাইকে নির্দেশ দেন জিপ নিয়ে বাংলোয় এসে রেঞ্জার সাহেবকে খবর দিতে যে, তিনি চেকপোস্টেই অপেক্ষা করছেন। সেইমতো বেশ স্পিডে যখন তারা আসছিল, তখন এ দিক থেকে একটা ট্যাক্সি ঝড়ের মতো উড়ে আসে। ড্রাইভার ভেবেছিল ট্যাক্সি সাইড দেবে, কিন্তু সেটা দিচ্ছে না এবং সংঘর্ষ অনিবার্য দেখে বাধ্য হয়ে ড্রাইভার জিপ নিয়ে জঙ্গলে নেমে যায়। এতে একজন সেপাই আহত হয়েছে। তাকে নিয়ে অন্য সেপাই রওনা হয়ে গিয়েছে চেকপোস্টের দিকে।

শোনামাত্র জিপ রওনা হল। কিছুক্ষণ বাদে মিস্টার বিশ্বাস বললেন, "এই বাঁকটা ঘুরলেই চেকপোস্ট।". তখনই ওরা সেপাই দুটোকে দেখতে পেল। একজন খোঁড়াচ্ছে।

অর্জুন বলল, "তা হলে এখানেই গাড়ি থামান। ঠিক রাস্তার মাঝখানে।" গাড়ি থামতেই ওরা নেমে পড়ল। আহত সেপাইটিকে গাড়িতে রেখে দিয়ে অস্ত্রধারীকে অর্জুন বলল অনুসরণ করতে। মিস্টার বিশ্বাস সঙ্গ নিলেন। গাড়ির রাস্তা ছেড়ে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে কিছু দূর এগিয়ে যেতে, চেকপোস্টের খানিকটা দূরে ট্যাক্সিটিকে দেখতে পেল ওরা। ট্যাক্সির মধ্যে দুজন বসে

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

আছে। ড্রাইভারও। চেকপোস্টের লোহার গেট বন্ধ। গেটের ওপাশে কয়েকজন পুলিশ আর ট্যাক্সির সামনে বলদেব। সামনে নন্দিনীকে রেখে দাঁড়িয়ে। এই সময় বলদেব চিৎকার করল হিন্দিতে, "আমি শেষ বার বলছি, গেট খুলে সরে না দাঁড়ালে এই মেয়েটার জান চলে যাবে।

এবার একজন চৌকিদার গোছের লোক গেট খুলে দিল। বলদেব এক হাতে রিভলভার, অন্য হাতে নন্দিনীকে ধরে ট্যাক্সির দরজায় চলে এল। তার পর চিৎকার করল, "চালাকির চেষ্টা করলে খুব খারাপ হবে।"

এই সময় একটা ফায়ারিং-এর আওয়াজ ভেসে এল। সেটা এত কাছে যে, অর্জুন চমকে পেছন দিকে তাকাল। ততক্ষণে মাটিতে পড়ে গিয়েছে বলদেব। আর তার হাত থেকে রিভলভারটা ছিটকে গিয়েছে খানিক দূরে। অর্জুন দৌড়ে রাস্তায় চলে এসে রিভলভারটা কুড়িয়ে নিতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। তারপরেই শরীরটাকে গুটিয়ে বাঁ পাশে লাফাল। মিস্টার ভার্মার ছোঁড়া গুলিটা তার সামান্য পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। কিন্তু দ্বিতীয় বার গুলি ছোঁড়ার সুযোগ পেলেন না ভদ্রলোক। মাটিতে পড়ে থাকা অর্জুন যখন দ্বিতীয় গুলির জন্য অপেক্ষা করছে তখন বিপরীত দিকের জানালা থেকে একটি হাত এগিয়ে এসেছিল মিস্টার ভার্মার দিকে, "নো মোর, আদারওয়াইজ্ ইউ উইল বি ডেড।" মিস্টার ভার্মার হাত থেকে রিভলভার পড়ে গেল।

অর্জুন চিৎকার করে উঠল, "অমলদা, আপনি?"

www.banglabookpdf.blogspot.com

ততক্ষণে পেছন থেকে মিস্টার আহমেদ বেরিয়ে এসেছেন জঙ্গল থেকে। সেপাইরা ছুটে এল চেকপোস্টের আড়াল ছেড়ে। গাড়ি থেকে টেনে বের করা হল মিস্টার ভার্মা আর 'মিসেস ভার্মা' নামক মহিলাকে। নন্দিনীর কথা বলার ক্ষমতা ছিল না। আহমেদ পরীক্ষা করে বললেন, "লোকটা আগেই উন্ডেড ছিল। বাট হি ইজ ডেড।"

মিস্টার বিশ্বাস বললেন, "একটু আগে ও আর-এক জনকে খুন করেছে।"

"সে কী? কোথায়?" মিস্টার আহমেদ বললেন।

আধঘন্টা বাদে ওরা সবাই থানায় বসে ছিল মিস্টার আহমেদের টেবিলের সামনে। ইতিমধ্যে লোক পাঠানো হয়েছে কালভার্টের নীচ থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করতে। অমল সোম বললেন, "আগে অর্জুন, তোমার গল্পটা শোনা যাক।"

অর্জুন বিস্তারিত বলল।

আহমেদ বললেন, "আমরা খবর পেয়েছিলাম, সোনা বিক্রির ঢেউ মালবাজারের দিকে লেগেছে। কিন্তু এ দিকটায় শুধু উগ্রপন্থীদের নিয়ে সময় কাটছিল আমার। উফ্!"

মিস্টার বিশ্বাস জিজ্ঞেস করলেন, "এই সোনা ওরা পেত কোথায়?"

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

অমলদা উত্তর দিলেন, "যে-ভদ্রমহিলা এখানে 'মিসেস ভার্মা' পরিচয় দিয়ে ছিলেন, তিনি জন্মসূত্রে পারো-র মানুষ। পারো ভুটানের শহর। এই ভদ্রমহিলার দিল্লিতে যাতায়াত ছিল। কোনওভাবে ওঁর সঙ্গে মিস্টার ভার্মার আলাপ হয়। তখন নন্দিনীর বাবার সঙ্গে ব্যবসা-সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ায় মিস্টার ভার্মা বিপদে পড়েছিলেন। নন্দিনীর বাবার ওপর ওঁর খুব রাগ ছিল, কিন্তু সেটা বোঝাতেন না। উনি জানতে পেরেছিলেন নন্দিনীরা এ দিকে আসছে। হয়তো ওর বাবার কাছেই জেনেছিলেন তারিখ। পরে নন্দিনীর বাবার কোনও কারণে সন্দেহ হওয়ায় আমার এসকর্টের জন্য অনুরোধ করেন। এ দিকে মহিলা ভুটানের—কিন্তু ভুটানি নন। আমার ধারণা, তিব্বত থেকে পালিয়ে আসা লামাদের সোনা কোনওভাবে ওঁর কাছে চলে আসে। হয়তো ফাঁকি দিয়েই তিনি সেটা দখল করেন। ভুটানে থেকে সেই সোনা বিক্রি করা যেত না। ভারতবর্ষে এসে করতে হলে সরকার অনুমতি দিত না। নিজের অর্জিত সম্পত্তি না হলে মানুষ কম দামেও বিক্রি করে। মিস্টার ভার্মার সঙ্গে ওঁর চুক্তি হয়। এঁদের সঙ্গে বলদেব জোটে। সে এই এলাকায় বেশ কিছু দিন আছে। টাফ ম্যান। খোঁজ নিলে জানা যাবে, মিস্টার ভার্মার স্ত্রী পরিচয় দিয়ে ওই মহিলা কখনও গরুমারা, কখনও চাপড়ামারি, কখনও কালীঝোরা, কখনও ফুন্টসিলিং-এর বাংলো কিংবা হোটেলে থেকেছেন। মিস্টার ভার্মার বুদ্ধিতে বলদেব গরিব মানুষগুলোকে ব্যবহার করেছে। পুলিশ এদের জেরা করলে এ-ব্যাপারে বিশদ জানতে পারবে।"

www.banglabookpdf.blogspot.com

"কিন্তু যে লোকটা আজ খুন হয়েছে, সে বলেছিল তাদের বস একজন মেমসাহেব। তার মানে এরা জানত?" অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

"স্বাভাবিক। মিস্টার ভার্মা সমস্ত ডুয়ার্স ঘুরে বেড়াচ্ছেন। বলদেব মোটরবাইকে ছুটে বেড়াচ্ছে সেই সঙ্গে। মূল ঘাঁটির সঙ্গে যোগাযোগ রাখার দায়িত্বে ছিল এই লোকটি। সে তো মেমসাহেবকে চিনবেই। তাকে তো পাহারাদারের কাজ করতে হত। এর আগে ছিল চাপড়ামারিতে। হনুমানটাকে চমৎকার ট্রেনিং দিয়েছিল। চাপড়ামারির কিছু মানুষ একটা বনমানুষ দেখেছে বলে দাবি করে। সদ্য এ-তল্লাটে আসায় মিস্টার বিশ্বাসরা ওর সন্ধান পাননি।"

অমল সোম উঠে দাঁড়ালেন, "আমি আজই জলপাইগুড়িতে ফিরে যাচ্ছি মিস্টার আহমেদ। যদি কিছু প্রয়োজন হয়, জানাবেন।"

"অবশ্যই। আপনাকে ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করব না মিস্টার সোম।"

"আপনারা কি আগে পরিচিত ছিলেন?" অর্জুন খুব অবাক হচ্ছিল।

"হ্যাঁ। মানে গতকাল আমি যখন ফরেস্ট থেকে ফিরে আসি, তখন উনি থানায় এসে আলাপ করে গিয়েছিলেন।" মিস্টার আহমেদ বললেন।

থানার বাইরে এসে অর্জুন অভিমানে ফেটে পড়ল, "অমলদা, আপনি

www.facebook.com/banglabookpdf

'মিস্টার পুরি' নামে আমাদের ফলো করছেন, অথচ একবারও জানতে দেননি কেন ?"

অমল সোম অর্জুনের কাঁধে হাত রাখলেন, "তুমি শিলিগুড়িতে রওনা হওয়ার পর নন্দিনীর বাবার আর-একটা টেলিগ্রাম পাই। তিনি বিপদের গন্ধ পেয়েছিলেন। তাই ভাবলাম, তোমাদের সঙ্গে থাকি।"

"চলি। ভাল কাজ করেছ। তবে এখনই তোমার ফরেস্ট বাংলোতে ফিরে যাওয়া উচিত। নন্দিনীকে আমি সেখানে পাঠিয়ে দিয়েছি। এবার নিশ্চিন্তে ওদের দার্জিলিংটা ঘুরিয়ে দেখাও।" অমলদা গম্ভীর পায়ে গাড়িতে উঠলেন।

অর্জুন ঠোঁট কামড়াল। তার সব আছে, শুধু আর-একটু অভিজ্ঞতা দরকার। অমলদার মতো।